উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয় ७७রবঈ সংবা

রুশ তেল কেনা কমাচ্ছে ভারত

বিশ্ব রাজনীতির টানাপোডেনে আবারও চাপে পডেছে ভারতের জ্বালানি নীতি। ব্লুমবার্গের প্রতিবেদন অনুযায়ী, কয়েক মাসের স্থাবালে ব্যাত। ন্তুশনাগোর এ।ওবেশন অনুধারা, করেক মাসের মধ্যেই রাশিয়া থেকে তেল আসা কার্যত 'শূন্যের কোঠায়' নামবে। 🕨 🖣

(+ \$ \$. ゅの)

কাবাইড গানে দৃষ্টিহীন ১৪ শিশু

ভাইরাল কাবাইড গানে দুঃস্বপ্নের রাত মধ্যপ্রদেশের ১২২টি শিশুর পরিবারে। দীপাবলিতে কাবাইড গান ব্যবহারের পর গত তিনদিনে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে ১৪ জন।

లవ° కం° లవ° জলপাইগুড়ি

৩২° ২১° ৩২° ২০° আলিপুরদুয়ার কোচবিহার

মহাজোটে তেজস্বীই

ঘটনার সাক্ষী থাকলেন বাবা

या-(यादक

মুখ্যমন্ত্ৰী পদপ্ৰাৰ্থী

৬ কার্তিক ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 24 October 2025 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 154

উত্তরের 🕙 🤇

(+১৩০.০৬)

মুছেই যাচ্ছে কেরি সাহেবের প্রাম

রূপায়ণ ভট্টাচার্য



নালাগোলা ও বংশীহারির মাঝে, মালদা-দক্ষিণ দিনাজপুর সীমানার গায়ে একটি বিশাল পুষ্করিণী দাঁড়িয়ে।

নামটা অদ্ভুত, মেঘ্ডম্বুরদিঘি। গ্রামের নামটাও ইতিহাস মাখা, মদনাবতী। মালদা থেকে ঠিক ৬০ কিলোমিটার দূরে এই দিঘির

ধারে দাঁড়িয়ে আবিষ্কার করি, ইতিহাস ও ভূগোল এক এক সময় বড়ই অসহায়। এই জায়গাটা হতে পারত বাংলার ইতিহাসের অন্যতম স্মরণীয় জায়গা। আমাদের উদ্যোগের অভাবে হয়ে উঠেছে গোরু ও ছাগলের চারণভমি

বাংলা এবং উত্তরবঙ্গের লজ্জা এটা। বাংলা ভাষায় প্রথম বইয়ের বহুচর্চিত উইলিয়াম প্রকাশক, কেরি একদিন উত্তরবঙ্গের এই এলাকাতেই এসেছিলেন নীলকুঠির ম্যানেজার হয়ে। পাঁচ থেকে ছয় বছর ছিলেন সেখানে। বই ছাপার যন্ত্রপাতি ব্রিটেন থেকে প্রথমে এখানেই এনে ফেলেছিলেন কেরি সাহেব। ছেলের মৃত্যুর পর স্ত্রীও অসুস্থ হয়ে পড়ায় অসহায়, বিপন্ন কেরি ফিরে যান কলকাতায়। সেখান থেকে শ্রীরামপুর।

মালদার ক্ষতি হয়ে ওঠে শ্রীরামপুরের বিশাল লাভ। উত্তরবঙ্গের ইতিহাসের এক করুণ অধ্যায় আরও করুণ হয়ে উঠেছে

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন নামে একটি দপ্তর রয়েছে রাজ্য সরকারের। তাদের এত বছরেও মনে হল না, এই এলাকাকে রাজ্যের পর্যটন মানচিত্রে তুলে ধরলে উত্তরবঙ্গেরই

কালীপজোর আগের দিন কেরির স্মৃতিচিহ্ন বহনকারী ওই গ্রামে গিয়ে দেখা গেল, দিঘির ধারে পুরোনো ইটের ধ্বংসস্তৃপ।

সরকার বা জনপ্রতিনিধিরা কি এসব ব্যাপারে কিছই জানে না? নীলকুঠির ভগ্নদশার এক কোণে তৈরি হয়েছে সরকারি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র দেওয়ালে অনেক কিছু লেখা, তবু কেরির কোনও নাম উল্লেখ নেই।

এরপর দশের পাতায়

বাইশ গজে বোনেদের জয়জয়কার



মহিলাদের বিশ্বকাপের ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে জোড়া শতরান এল ভারতের। ১০৯ রান করলেন স্মৃতি মান্ধানা (বাঁদিকে), প্রতিকা রাওয়াল (একেবারে ডানে) -এর ব্যাটে এল ১২২ রান। একইদিনে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে হেরে সিরির্জ হাতছাড়া হল বিরাটদের। অ্যাডিলেডে শূন্য রানে ফিরতে হল কোহলিকে। ভাইফোঁটা আক্ষরিক অর্থেই হয়ে থাকল বোনেদের।

এডিপন



বেঙ্গালুরুতে গণধর্ষিতা বাংলার তরুণী

🕨 সাতের পাতায়



এসএসকেএমে যৌন হেনস্তা পাঁচের পাতায়

আলিপ্রদুয়ার, ২৩ অক্টোবর:

সালাকাঠি সিমেন্টের স্থিপার। এমনকি

কী ঘটেছিল? রাত প্রায় ১টা নাগাদ ওই লাইন দিয়ে একটি চিনিবোঝাই মালগাডিটি বিস্ফোরণস্থল থেকে কিছুটা দূরে ছিল। হঠাৎ ঝাঁকুনি বোধ হতেই লোকোপাইলট ট্রেন থামানোর চেষ্টা করেন। বিস্ফোরণ হয়েছে বলে অনুমান করে ঘটনাস্থলে ম্যানেজার (গার্ড)। তারপরেই আরপিএফ, রেলকতা সহ পুলিশ নজরদারি বৃদ্ধি করা হয়েছে। ও স্থানীয় প্রশাসনের কাছেও খবর দেওয়া হয়। বড়সড়ো নাশকতার ছক

আরপিএফ ও রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রাথমিক তদন্তে বিস্ফোরণে ইমপ্রোভাইসড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। তবে অন্য কোনও প্রযুক্তি ব্যবহার

প্রণব সূত্রধর

(<u>{</u>

রেললাইনে নাশকতার অভিযোগ উঠল অসমে। আলিপুরদুয়ার শহর থেকে প্রায় ৮০ কিমি দূরে, অসমের ও কোকরাঝাড়ের মাঝখানে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে রেল ট্যাক উড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল বুধবার রাতে। রেলকর্তাদের দাবি, প্রায় দুই ফুট দীর্ঘ রেল ট্র্যাক টুকরো হয়ে গিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত ইয়েছে রেললাইনের মাঝে থাকা হাজার ভোল্ট বিদ্যুৎবাহী তারেরও ক্ষতি হয়েছে। ওই ঘটনার পর রেললাইন সংস্কারের জেরে রেল চলাচল ব্যাহত হয়েছে। বেশ কিছু ট্রেন লেটে চলেছে।

মালগাড়ি যাচ্ছিল। পৌঁছান লোকোপাইলট ও ট্রেন ছিল বলে মনে করছে রেলমন্ত্রক।

করা হয়েছে কি না, সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সেখানে পেট্রলিং ও



রাত ১টা নাগাদ লাইনে

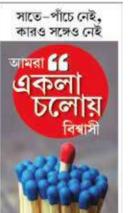
াবস্ফোরণ

- 💶 প্রায় দুই ফুট দীর্ঘ রেল ট্র্যাক টুকরো হয়ে গিয়েছে
- ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রেললাইনের মাঝে থাকা

সিমেন্টের স্লিপার

- 💶 পাঁচিশ হাজার ভোল্ট বিদ্যুৎবাহী তারেরও ক্ষতি
- লাইন সংস্কারের জেরে রেল চলাচল ব্যাহত হয়েছে

সেই মালগাড়ির পরে পরেই ওই লাইন দিয়ে সরাইঘাট ও বিবেক এক্সপ্রেসের মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন যাওয়ার কথা ছিল। যাত্রীবাহী টেন যদি সেই ভাঙা লাইনে উঠে পড়ত, তবে ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা ছিল বলে মনে করা হচ্ছে। ঘটনায় চার ঘণ্টারও বেশি সময় ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকে। *এরপর দশের পাতায়*



মাদারিহাট, ২৩ অক্টোবর কালীপুজোর নিমন্ত্রণ ছিল। সেখানে খেয়েদেয়ে বাড়ি ফেরার সময় বাবার চোখের সামনে মা ও বছর দুয়েকের মেয়েকে পিষে দিল হাতি। ব্ধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে মধ্য খয়েরবাড়ির মাধোধুরায়। মৃতদের নাম সোনাই মুন্ডা (৩৫) ও লক্ষ্মী মুক্তা।

নীহাররঞ্জন ঘোষ

তবে হাতির হানা নিয়ে বিভীষিকার কিন্তু এখানেই শেষ নয়। ওই ঘটনার আগে, বুধবার সন্ধ্যাতেও সেই এলাকাতেই হাতির হানায় গিয়েছে কাদের আলি নামে একজনের। কিলোমিটার পাঁচেক দূরত্বের মধ্যে কয়েক ঘণ্টায় ৩ জনকে মারল হাতি। যদিও এসব কাজ একটি হাতিরই কি না, সেটা অবশ্য বনকতারা নিশ্চিত করে বলতে পারছেন না

সোনাই ও লক্ষ্মী প্রাণ হারালেও বেঁচে গিয়েছেন সোনাইয়ের স্বামী, সীতারাম মুভা। সীতারামের বাবা অর্জুন মুক্তার বাড়িতে বুধবার কালীপুজো ছিল। রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ সীতারাম, তাঁর স্ত্রী সোনাই মুন্ডা, তাঁদের শিশুকন্যা এবং প্রতিবেশী এক তরুণ বাড়ি ফিরছিলেন। অর্জুনের বাড়ি থেকে সীতারামের বাড়ির দূরত্ব বডজোর ২০০ মিটার। তার মধ্যেই এই কাণ্ড ঘটে গিয়েছে। সীতারাম বলেন, 'স্ত্রীর কোলে আমার মেয়ে ছিল। ওরা সামনে ছিল। আমি ও বলছিলেন, 'আমার চোখের সামনেই

শোকার্ত পরিজনরা। বৃহস্পতিবার মাধোধুরায়। ওই তরুণ একটু পেছনে ছিলাম। মেয়ে ও স্ত্রীর মৃত্যু হচ্ছে দেখেও

হঠাৎ একটি দাঁতাল আমার স্ত্রীকে আক্রমণ করে। মুহূর্তের মধ্যে স্ত্রী ও মেয়েকে টেনেহেঁচড়ৈ নিতে থাকে। আমি চিৎকার করতেই ওদের ছেডে আমার দিকে তেড়ে আসে। আমি দৌড়ে পালাই।' খানিক পরে দাঁতালটি আবার

ফিরে আসে। আবার আক্রমণ করে সোনাই ও লক্ষ্মীকে। তাঁদের টেনেহেঁচড়ে কিছুটা নিয়ে গিয়ে পেছন থেকে দাঁত ঢুকিয়ে দেয়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই দুজনের। কিছুক্ষণ পরেই বন দপ্তরের গাড়ি সেখানে চলে আসে। বনকর্মীরাই সীতারামের স্ত্রী ও মেয়ের নিথর দেহ গাড়িতে তুলে মাদারিহাট গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। বৃহস্পতিবার সকালে মাদারিহাট থানায় বসে কাঁদতে কাঁদতে সীতারাম

তাদের বাঁচাতে পারলাম না।

জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বনাধিকারিক ঘটনায় কাশোয়ান করেছেন। বলেন, 'ধুমচিপাড় একটা নজরদারির জন্য পাঠানো হয়েছে বৃহস্পতিবার। সেখানে হাতির দলটির মধ্যে একটি বাঁয়া গণেশ দাঁতাল ও মাকনা রয়েছে। এদের মধ্যে কোন হাতিটি এই কাণ্ড ঘটাল. আমাদের এই টিম বের করার চেষ্টা করছে।' তিনি জানালেন, সরকারি নিয়মে যা ক্ষতিপূরণ তা দেওয়া হবে ও পরিবারের একজনকে চাকরি দেওয়া হবে।

এদিকে, ক্ষোভে ফুঁসছেন ওই গ্রামের মানুষ। তাঁদের অভিযোগ, গ্রামে কোনওঁ পথবাতির ব্যবস্থা নেই।

নভেম্বরে বড় যুদ্ধ ম

উত্তরের পার্বত্য এলাকায়

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ২৩ অক্টোবর : চিকেন নেকের নিরাপত্তা নিচ্ছিদ্র করতে হিমালয়ের সুউচ্চ এলাকায় রণসজ্জা ভারতীয় সেনার। প্রস্তুতি শুরু করেছে বিমানবাহিনী ও নৌসেনাও। ইতিমধ্যেই সিকিম, অরুণাচলপ্রদেশ সহ পার্বত্য হিমালয়ের বিভিন্ন এলাকায় মজুত করা হচ্ছে একের পর এক যুদ্ধাস্ত্র। কারণ, নভেম্বরেই তিন বাহিনী যৌথভাবে উত্তর-পূর্ব ভারতের সবথেকে বড় যুদ্ধ মহড়া করবে। ভারতীয় সেনার তরফে সেই মহড়ার নাম দেওয়া হয়েছে 'পুর্ব প্রচণ্ড প্রহার'। এখন পর্যন্ত সেনার তরফে জানানো হয়েছে, নভেম্বরের প্রথম দিকেই মহড়া শুরু হবে। তবে ক'দিন মহডা চলবে তা এখনও জানানো হয়নি। হঠাৎ বৈদেশিক আক্রমণ ঠেকাতে কতটা প্রস্তুত সেনা তা যাচাই করা এবং আক্রমণ প্রতিহত হবে না, বরং আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর করে কীভাবে দ্রুততার সঙ্গে পালটা



মহড়ার আগে প্রস্তুতি খতিয়ে দেখছেন সেনার ইস্টার্ন কমান্ডের কর্তারা।

আক্রমণ করা যায় তা মহড়ার মাধ্যমে বঝে নিতে চাইছেন তিন বাহিনীর কর্তারা। সেনার ইস্টার্ন কমান্ডের এক আধিকারিকের কথায়, 'পূর্ব প্রচণ্ড মতো মহড়া হয়েছে। তবে পূর্ব প্রচণ্ড প্রহারে শুধু একটি সামরিক অনুশীলন রণকৌশলে ভারতের যৌথ শক্তির করে যুদ্ধ করতে এবং যুদ্ধাস্ত্র

চুড়ান্ত প্রদর্শন হবে।' চিকেন নেকের নিরাপত্তায় এর আগে পূর্ব প্রহার, ত্রিশক্তি প্রহার-এর প্রহারে হিমালয়ের সুউচ্চ এলাকায় কীভাবে পরিস্থিতির মোকাবিলা

ব্যবহার করতে হবে তার অনুশীলন হবে। তিন বাহিনীর মধ্যে প্রযুক্তি ও কৌশলের চূড়ান্ত সমন্বয় তৈরি করা হবে মহড়ীয়। শত্রুর আক্রমণ ঠেকাতে তিন বাহিনীর অত্যাধুনিক নজরদারি ব্যবস্থাকে একত্রিত করে কাজ করা হবে বলে এক সেনাকর্তা জানিয়েছেন। লক্ষ্যবস্তু চিহ্নিত করার পর তা নিখুঁতভাবে ধ্বংস করার জন্য ফাইটার এয়ারক্রাফ্ট, দূরপাল্লার রকেট সিস্টেম, সশস্ত্র হেলিকপ্টার, সোয়ার্ম ড্রোন, এফপিভি ড্রোন-এর মতো চালকবিহীন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে। উত্তর-পূর্বের কোনও অংশে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে সেনা বা রসদ পাঠানোর প্রয়োজন হলে কীভাবে তা পাঠানো হবে সেটাও যাচাই করা হবে মহডায়। সেনা সূত্রের খবর, মহড়ার অধিকাংশই সম্পন্ন হবে সিকিমের চিন সীমন্তে।

চিকেন নেক সংলগ্ন বাংলাদেশে চিকিৎসা, বাঁধ নিমাণ সহ নানা

এরপর দশের পাতায়

উন্নয়ন নয়, মুনাফা সর্বস্বতায় বাগানের সর্বনাশ

সালটা ১৮৭৪। গজলডোবায় গড়ে উঠেছিল ডুয়ার্সের প্রথম চা বাগান। তিস্তার গ্রাসে সেই চা বাগান এখন আর নেই। কিন্তু রয়ে গিয়েছে দীর্ঘ ১৫০ বছরের স্মৃতি। এতগুলো বছর পেরিয়ে এসে কোথায় দাঁড়িয়ে চা শিল্প? সুলুকসন্ধানে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আজ দ্বিতীয় পর্ব



শুভজিৎ দত্ত

এক কাপ চায়ে আমি তোমাকে

কবীর সুমনের গান বলে তো নয়, চায়ের মৌতাত নিয়ে বাঙালির নস্টালজিয়ার শেষ নেই। ডুয়ার্সের চা শিঙ্গের গোড়াপত্তনকেও বাঙালির সূভাষিণী, মেরিকো ও সম্মেলন গ্রুপের উদ্যোগের থেকে বিচ্ছিন্ন করা কঠিন। ১১টি এবং বামনভাঙ্গা-সামসিংয়ের কে বলে বাঙালি ব্যবসাবিমুখ! কে মতো দু'-একটি ছাড়া কোনও বাগান বলে শিল্পে মন নেই বাঙালির। আর বাঙালি কর্তৃত্বে নেই। ডুয়ার্সে চা শিল্পের গত ১৫০ বছরের

দিয়েছিল। অনেক প্রথিতযশা বাঙালি উদ্যোগপতির নাম জড়িয়ে আছে দুটি পাতা একটি কুঁড়ির সঙ্গে।

ডুয়ার্সের সেই চা শিল্প এখন কাৰ্যত বাঙালিবিহীন। শুদ্ধ বাঙালি মালিকানায় চলছে জলপাইগুড়ি জেলায় মাত্র ৮৮টি চা বাগান। আলিপুরদুয়ার জেলার ৬৩টির মধ্যে ওই সংখ্যা একেবারেই হাতেগোনা। বাঙালিময় চা শিল্পের সেই ছবিটা আটের দশকের শুরু থেকে বদলাতে থাকে। এখন কালচিনি ব্লকের

গত ৫ অক্টোবরের বিধ্বংসী ইতিহাস সেই ধারণাগুলি ভেঙে দুর্যোগে সেই সুভাষিণীরও অস্তিত্বের সম্পর্কে অজ্ঞ একশ্রেণির ব্যবসায়ী লক্ষ্য। চায়ের আবাদ বা পরিকাঠামো



সংকট। একই পরিস্থিতি বামনডাঙ্গার। ভুয়ার্সের চা বাগানের সামনে বেশিরভাগ অবাঙালি। চটজলদি এখন সবচেয়ে বড় সংকট শিল্পটা

বা টেডারদের মালিকানা। যাঁদের লাভ-ক্ষতির অঙ্ক কষাই যাঁদের মূল

পরিকল্পনা যাঁদের নেই। যতদিন বাঙালির সংখ্যা কমতে কমতে মিলবে, ততদিন কাঁচা পাতা বিক্রি এঁদের অনেকের একমাত্র উদ্দেশ্য।

সুদূরপ্রসারী

কোনও

অথচ চা এমন একটি শিল্প, যেখানে নিরন্তর পরিচর্যা ও লগ্নি ছাড়া একবিন্দু এগোনো অসম্ভব। এই জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় উদ্বন্ধ হয়ে অবহেলার ফল মিলছে হাতেনাতে। এই শিল্পে লগ্নি করেছিলেন। তাঁরা ক্রমশ অলাভজনক হয়ে উঠছে প্রত্যেকে ধনকুবেরও ছিলেন না। একের পর এক বাগান। যার জেরে চা বাগানকে শুধু ব্যবসার হাতিয়ার কোথাও শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ড হিসেবে না দেখে এই বিনিয়োগে ছিল জমা পড়ছে না। কোথাও আবার তাঁদের সমাজকল্যাণের ব্রত। মজুরিই অনিয়মিত। সময়ে মেলে না গ্র্যাচুইটি। শীতে এই শিল্পের করতে গিয়ে তাঁরা আর্থিক ক্ষতির শুখা মরশুম এলেই এই মালিকদের একাংশের বাগান ছেড়ে চলে যাওয়া সত্যেন্দ্রপ্রসাদ রায়ের মতো নামজাদা ফি বছরের দস্তুর হয়ে গিয়েছে। মালিকানায়

এখন আনুবীক্ষণিক পর্যায়ে। বাঙালি শিল্পপতিদের হাত গুটিয়ে নেওয়ার নেপথ্যে আরও একটি তত্ত্ব রয়েছে। স্বাধীনতার আগে তাঁরা মূলত একসময় সেই ব্রত পালন

বাগানগুলিতে কর্মচারী

মখে পড়েন। বীরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ. চা শিল্পপতিরা চা বাগান থেকে

এরপর দশের পাতায়

শেষ লগ্নের

ভাইফোঁটার রাতেও চলল ঠাকুর দেখা। আলিপুরদুয়ারে।

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৩ অক্টোবর: দগপিজার রেশ কি এবারের মতো মিটে গিয়েছে? বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আলিপুরদুয়ার ডিআরএম মাঠে এনএফ রেলওয়ে বিল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের কালীপুজোর মগুপে গিয়ে ভিড় দেখে কিন্তু তেমনটা মোটেও মনে হচ্ছিল না। সন্ধ্যাতেই যে ভিড় ছিল সেটা আলিপুরদুয়ারের বড় দুর্গাপুজোর মণ্ডপণ্ডলির সামনে অস্টমীর ভিড়ের স্মতি সহজেই ফিরিয়ে আনছিল। সেই ব্যারিকেড দিয়ে দর্শনার্থীদের আটকানো, পুলিশের ব্যাপক কডাকডি। ফারাক বলতে, শুধু মাঝে কয়েকটা দিন কেটে গিয়েছে, এই যা!

এদিন ভাইফোঁটা ছিল। এদিন কালীপুজোর মণ্ডপগুলির সামনে ব্যাপক ভিড়ের পিছনে এটিও মাঠে ঢোকার মূল গেটে দাঁড়িয়ে থাকা চেচাখাতার বাসিন্দা উৎপল

সেনের সঙ্গে দেখা হল। পরিবারের সদস্যদের নিয়ে তিনি পুজো দেখতে এসেছিলেন। উৎপল বললেন, 'পরশু এসে এই মণ্ডপ দেখে গিয়েছি। আজকে দিদি ভাইফোঁটা দিতে বাড়িতে এসেছে। তাই বাড়ির সবাইকে নিয়ে আবার এখানে এলাম।' পুজো দেখে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এসে অরবিন্দনগরের বাসিন্দা প্রতিম চক্রবর্তী বলছিলেন. 'ভেবেছিলাম হয়তো সন্ধ্যায় ভিড কম থাকবে। তবে এসে উলটো দেখলাম। দুর্গাপুজোর সময় পুজো দেখতে বেরিয়ে এই রকম ভিড় দেখছি। কয়েকদিন আগের ভিড়ের দৃশ্য যেন মনে পড়ে গেল।'

শুধু ডিআরএম মাঠে নয়, টিকিট চেকিং স্টাফের পুজো, সবুজ সংঘ, সাউথ বয়েজ ক্লাব, সার্না সংঘের কালীপুজোর মণ্ডপেও একই রকম ভিড় ছিল। শুক্রবার থেকে নিরঞ্জনপর্ব শুরু হবে। সে একটি কারণ বটে। ডিআরএম কারণেই এদিন ব্যাপক ভিড় হয়

বলে অনেকে মনে করছেন। এরপর দশের পাতায়

১ নভেম্বর

মোথাবাড়ি, ২৩ অক্টোবর : মোথাবাডির পঞ্চানন্দপুরের সুবিখ্যাত রাস দামোদরটোলার উৎসব এবছর শুরু হবে ১ নভেম্বর, শনিবার থেকে। তারই প্রস্তুতি শুরু হয়েছে জোরকদমে। এই রাস উৎসবকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক উন্মাদনা তৈরি হয়। এলাকার সকল ধর্মের মানুষ এই উৎসবে অংশ নেন। রাস উৎসব উপলক্ষ্যে বিশাল এক মেলার আয়োজন করা হয়ে থাকে। মোথাবাডির দামোদরটোলা গ্রামে এখন সাজোসাজো রব।

রাধাগোবিন্দ মন্দিরের চারপাশে পরিষ্কার করার কাজ পাশাপাশি রাধাকুফের কীর্তনের জন্য বিশাল এলাকাজুড়ে তৈরি হচ্ছে মঞ্চ। গোটা এলাকায় বাঁশ-কাঠের কাজ চলছে জোরকদমে

পঞ্চানন্দপুর রাস উৎসব কমিটির সম্পাদক টিংকু ঘোষ বলেন, 'এই রাস উৎসব ৮৪তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। ১ নভেম্বর শনিবার থেকে শুরু হবে। চলবে সাতদিন। ৭ নভেম্বর বিশাল শোভাযাত্রা ও প্রতিমা নিরঞ্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হবে। সকল ধর্মের মানষ অংশগ্রহণ করেন। ফলে রাস উৎসব ঘিরে এলাকায় একটি সম্প্রীতির বাতাবরণ তৈরি হয়।'

সভাপতি বিষ্ণু মণ্ডল বলেন, 'রাধাগোবিন্দ মন্দিরের পুজো করার পরেই রাধাকফ্ণের লীলাকীর্তন শুরু হবে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে লীলাকীর্তনশিল্পী রাধাকৃষ্ণের বাণী উপস্থাপন করবেন। সমস্ত কাজকর্ম চলছে। চারিদিকে আলোর ব্যবস্থা করা হবে। মঞ্চের কাজ প্রায় শেষের দিকে। রাস উৎসবকে ঘিরে পঞ্চানন্দপরের দামোদরটোলা গ্রাম সেজে উঠতে শুরু করেছে।'

Notice

E-Tender is being invited from the bonafied contractors vide NIT. No- 43/BDO/PHD/ APAS/BDN1GP/2025-26, Dated: 23.10.2025, Last date for Submission of Bids- 13/11/2025 at 3.00 pm, Other details can be seen from the Notice Board of the undersigned in any working

Block Development Officer, Phansidewa Development Block

NOTICE INVITING SEAL BID

SE, NBHC P.W.(Roads) Directorate invites Seal Bid (offline) for the following works :-

Construction of vented causeway Bridge (at DUDHIA) at chainage 5.70 km of Garidhura -Mirik - Simanabusty Road under Darieeling Highway Division in the district of Darjeeling. Rs. 2,82,42,032,80

SHORT NOTICE INVITING SEAL BID NO. 03 OF 2025-2026 OF SE NBHC Date of application & finalization of Seal Bid on 27.10.25 at the office of the SE NBHC. Saktigarh, Siliguri - 734005 Sd/- S.E. NBHC. PWRD, GOVT OF WB

জন্মদিনে অথবা

বিবাহবার্ষিকীতে

শুভেচ্ছা জানাতে,

হবু জামাই অথবা

খোঁজ পেতে অথবা

প্রয়োজন হয়।

সহজ করে দিচ্ছি।

পূত্রবধু খুঁজতে, ঢাকরির

কখনও বা হারিয়ে যাওয়া

শনাপদের জনা প্রার্থী খঁজতে.

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবদের

পঞ্চানন্দপুরে বিশ্ব শুরু ২৫০ পুকুরে হাসপাতালে ফোঁটা খগেনকে মাছ উধাও

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ২৩ অক্টোবর লক্ষ্মীপ্রজোর ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এলাকায় মৎসাজীবীদের লক্ষ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়। কল্লাপাড়া, বগরিবাড়ি, হোগলাপাতা এলাকা মিলিয়ে প্রায় ২৫০-এর বেশি পুকুরের মাছ ভেসে গিয়েছে। মৎস্যজীবীদের পাশাপাশি মাথায় হাত মৎস্য দপ্তরেরও। ধুপগুড়ি মৎস্য দপ্তরের আধিকারিক দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য বলেন, 'জলের তোড়ে পুকর থেকে মাছ ভেসে গিয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির হিসেব করে জেলা আধিকারিকদেরও রিপোর্ট পাঠানো হবে। গত ৫ অক্টোবর জলঢাকা নদীর বাঁধ ভেঙে গধেয়ারকঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের তিনটি গ্রাম প্লাবিত হয়ে যায়। স্থানীয়রা এখনও অনেকে ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নিয়ে রয়েছেন। ধৃপগুড়ির মহকুমা শাসক পুষ্পা দোলমা লেপচা বলেন, 'ফিশারি দপ্তরের আধিকারিকরা হিসেবনিকেশ করছেন। ক্ষয়ক্ষতির হিসেব করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হচ্ছে।'

তবে বাড়িঘরের খোঁজ নিতে তাঁদের বসতভিটেতে ঢুঁ মারতেই নতুন করে ক্ষয়ক্ষতির ছবি ক্রমশই ভয়াবহ হয়ে উঠছে। বগরিবাড়ির বাসিন্দা কষ্ণ রায়ের কথায়, 'দুই বিঘা জমিতে পুকুর ছিল।জল ঢুকে পুকুরের মাছ ভেসে চলে গিয়েছে। জাল ফৈলে মাছ দেখতে গিয়ে দেখছি হাতেগোনা কয়েকটি মাছ ছাড়া কিছুই নেই।' মিন্টু রায়ের কথায়, 'মাছ চাষ করেই সংসার চলত। বন্যায় বাড়িঘরের সঙ্গে আয়ের একমাত্র অবলম্বনও শেষ।'

এদিকে, ২৫০-এর বেশি পুকুরের গড় হিসেব ৫০ হাজার টাকা করে ধরলেও কয়েক কোটি টাকার ক্ষতি আগের রাতের হয়েছে। যা নিয়ে এখনও হিসেব না ক্ষায় ক্ষোভ প্রকাশ ক্রেছেন গধেয়ারকঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান ধর্মনারায়ণ রায়। তিনি



বগরিবাড়ি এলাকার পুকুর।



বলেন, 'ফিশারি দপ্তরের আধিকারিকরা হিসেবনিকেশ করছেন। ক্ষয়ক্ষতির হিসেব করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হচ্ছে।

পুষ্পা দোলমা লেপচা, মহকুমা শাসক, ধূপগুড়ি

বলেন, 'পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের উচিত ক্ষয়ক্ষতির হিসেব করে ব্লক ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো। রাজ্য সরকারের ত্রাণ দেওয়া দেখেই দিন কাটিয়ে দিচ্ছে।'

বিজেপি পরিচালিত গধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিজয় রায় জানান, ক্ষয়ক্ষতি অনেকটাই হয়েছে। সেই পরিমাপ করতে একটু সময় লেগে যাবে।

বিভিন্ন ট্রেনে এসএলআর লিজে-এর লাইসেন্স প্রদানের জন্য ই-নিলাম

মালিপুরদুয়ার ডিভিশনের অন্তর্গত বিভিন্ন ট্রেনের এসএলআর লিজিং-এর জন্য ই-নিলাম ক্যাটালগ। বিবরণ ঃ এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট)। রেট ইউনিট ঃ প্রতি ট্রিপ লাইসেন্সিং মাসুল।

নিলাম ক্যাটালগ নংঃ সি-এপি-	পিসিএল	-গিও
----------------------------	--------	------

	frield dilately official effects for the	
अमेरेकिंड नर.	লট নং./ক্যাটাগরি	ট্রিপস/ দিন
থঅ/১	১৫৪৬৮-এসএলআর-এফ১-বিএক্সটি-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	900
এএ/২	১৫৪৬৮-এসএলআর আর১-বিএকটি এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	900
খঅ\@	১৫৭৬৮-এসএলআর-আর১-এপিডিজে-এসজিইউজে-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	900
લલ/৪	১৫৭৬৮-এসএলআর-এফ২-এপিডিজে-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	900
এএ/৫	১৫৭৫৩-এসএলআর-আর১-এপিডিজে-জিএইচওয়াই-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	900
এএ/৬	১৫৭৭৮-এসএলআর এফ১-এপিডিজে-এনজেপি-২৫-১ (পার্সেল এসএলআর)	900
এএ/৭	১৫৭৬৮-এসএলআর-এফ১-এলিভিজে-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	900
এএ/৮	১৫৪৬৮-এসএলআর-এফ২-বিএকটি-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	900
এএ/৯	১৫৭৫৩-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-জিএইচওয়াই-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	900
वब/५०	১৫৭৫৩-এসএলআর-এফ২-এপিডিজে-জিএইচওয়াই-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	900
নিলাম	শুরুর তারিখ ও সময় (প্রতিটি লট) ঃ ২৯-১০-২০২৫ তারিখের ১১.০	০ ঘণ্টা,
নিলাম	বন্ধের তারিখ/সময় ঃ ২৯-১০-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘণ্টা। উপরের	নিলাম
বিজপ্তি	ইতিমধ্যে ই-নিলাম লিজিং মডিউলের অধীনে <u>www.ireps.gov.in</u> ওয়ে	বসাইটে
আপলে	াড করা হয়েছে।	

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), আলিপুরদুয়ার জং. উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে



আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে। হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করু-ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি ৯০৬৪৮৪৯০৯৬ হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত

সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌছে যেতে পারছেন। একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

আজকের দিনটি

মেষ : কাউকে উপকার করতে গিয়ে অসম্মানিত হতে পারেন। শারীরিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা কাটবে। সৃষ্টিশীল কাজের জন্য প্রশংসিত হবেন। বৃষ: আপনার কথার মাধুর্যে সমাজে সম্মানিত হবেন। কর্মস্থানে ভালো খবর আশা করতে পারেন। পারিবারিক বিবাদ মিটবে। মিথুন : একাধিক উপায়ে আয়ের পথ খুললেও খরচ বাড়বে। পথেঘাটে

সাবধানে চলাফেরা করুন। পায়ের হাড়ে আঘাত লাগাব সম্ভাবনা। কর্কট : সংসারে কথাবার্তা খুব সাবধানে বলুন। আপনার কারণে সংসারে বড় পরিবর্তন হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়বে। সিংহ : বহুদিন ধরে চলতে থাকা কোনও অশান্তি মিটে যাবে। আর্থিক কারণে কোনও নিকট আত্মীয়ের থেকে দুরত্ব বাড়বে। কন্যা : ভাগ্যোন্নতির সুযোগ পাবেন। দূরের কোনও আত্মীয়ের পরামর্শে বিদেশে যাওয়ার সুযোগ মিলবে। তুলা : প্রেমের ক্ষেত্রে সামান্য ভুল বোঝাবুঝি। কর্মপ্রার্থীরা ভালো চাকরির প্রস্তাব পেতে পারেন।

বৃশ্চিক : রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের দলে সম্পত্তির মালিকানা পেতে পারেন।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

হয়ে যাবে। বাড়ি, গাড়ি কেনার স্বপ্ন আরও দায়িত্ব বাড়বে। সফল হবে। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় সাফল্য দেখে গর্বিত হবেন।

দিনপঞ্জি

কার্ত্তিক, ১৪৩২, ভাঃ ২ কার্ত্তিক, ২৪ অক্টোবর ২০২৫, ৬ কাতি, সংবৎ ৩ কার্ত্তিক সুদি, ১ জমাঃ আউছ। সুঃ উঃ ৫।৪২, অঃ ৫।২। শুক্রবার. তৃতীয়া রাত্রি ১০।২৮। অনুরাধানক্ষত্র অহোরাত্র। সৌভাগ্যযোগ শেষরাত্রি ৫।২৯। তৈতিলকরণ দিবা ৯।২৫ গতে গরকরণ দিবা ১০।২৮ গতে বিপ্রবর্ণ দেবগণ অস্টোত্তরী ও

পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ৬।৫২ গতে বৃষ ও মিথুনলগ্নে সৃতহিবুকযোগে অগ্নিকোণে ঈশানেও নিষেধ, রাত্রি বিবাহ।) বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- তৃতীয়ার ১০।২৮ গতে মাত্র পশ্চিমে নিষেধ। একোদিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাষ্ট্রসংঘ শুভকর্ম- (অতিরিক্ত গাত্রহরিদ্রা ও দিবস। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৩৫ অন্নপ্রাশন দীক্ষা গৃহারম্ভ গৃহপ্রবেশ ১১।৪৩ গতে ২।৩৮ মধ্যে ও ৩।২৩ দেবতাগঠন পুণ্যাহ ৩।১৫ মধ্যে ও ৪।৭ গতে ৫।৪২

'আর্থিক

শিলিগুড়ি, ২৩ অক্টোবর : প্রতিবছর ভাইফোঁটায় মালদা উত্তরের সাংসদ খগেন মুর্মুকে ফোঁটা দেন ইংরেজবাজারের বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী। তবে এবছর দাদা বেসরকারী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ৫ অক্টোবর দুর্যোগবিধ্বস্ত নাগরাকাটায় ত্রাণ দিতে গিয়ে আক্রান্ত হন তিনি। তারপর থেকেই শিলিগুড়ির একটি

নার্সিংহোমে ভর্তি রয়েছেন। তাই দাদাকে ফোঁটা দিতে নার্সিংহোমে এলেন বিধায়ক বোন। বৃহস্পতিবার মাটিগাড়ার বেসরকারী হাসপাতালে সাংসদ দাদাকে ফোঁটা দিয়ে তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করেন শ্রীরূপা। পাশাপাশি খগেনের বর্তমান শারীরিক অবস্থার বিস্তারিত খোঁজ নেন। ফোঁটা দেওয়ার পর বেশ কিছুক্ষণ

বেসরকারী হাসপাতালে সময় কাটিয়ে মালদা ফিরে যান ইংরেজবাজারের বিধায়ক। ফেরার আগে দাদার ওপর হামলা নিয়ে ফের একবার রাজ্যের শাসকদলকে দায়ী করেন শ্রীরূপা। তাঁর বক্তব্য, 'আমার বড় ভাই, আদিবাসী সম্প্রদায়ের নেতা সাংসদ খগেন মর্মকে ঢিল মেরে আঘাত করা হয়েছে। আমরা দেখেছি শাসকদলের

দুষ্কৃতীরা কীভাবে হামলা চালিয়েছে।

শামুকতলা, ২৩ অক্টোবর :

পেশায় ছিলেন কৃষি দপ্তরের

আধিকারিক। অবসরের পরেও

গাছের প্রতি ভালোবাসার টানটা

রয়ে গিয়েছে তাপসকমার দাসের

মধ্যে। আলিপুরদুয়ার শহর থেকে

রাজ্য সড়ক ধরে ভাটিবাড়ির দিকে

প্রায় দশ কিলোমিটার গেলেই

গদাধর সেতু। সেতুর ডানদিকে

নেমে গিয়েছে সিমেন্টের ঢালাই

রাস্তা। সেই রাস্তা ধরেই ৮০০ মিটার

গিয়ে বাঁ দিকে তাকালেই বাগান।

২৪ বিঘা জমিজুড়ে সেই বাগানে

সারি সারি আম গাছের সঙ্গে চোখে

পড়বে মুসম্বি ও মালটা গাছও।

পেয়ারা, আপেল, কুল গাছ- কী

নেই ? সবক 'টি গাছের নিজের হাতে

লাগিয়ে সাফল্য পেয়েছেন আগেই।

গাছ ভরে আম ফলে। এবার মালটা

এবং মসম্বি চাষ করেও তাক লাগিয়ে

দিয়েছেন তাপস। পতিত জমিতে

গাছ লাগিয়ে রসালো এবং মিষ্টি

মালটা এবং মুসম্বি উৎপাদন করতে

পেরেছেন তিনি। কথায় কথায়

বলছিলেন, মূলত এলাকার মানুষকে

বিকল্প চাষে উৎসাহিত করার জন্যই

দেউসি পরবে

ভুটানে পাড়ি

আত্মীয়রা থাকেন দু'পা বাড়ালেই প্রতিবেশী দেশে। দীপাবলির পরই

শুরু হয়ে গিয়েছে আদিবাসীদের দেউসি পরব। পরিজনদের সঙ্গে

দেখা হওয়ার পাশাপাশি সবাই মিলে

দেউসির আনন্দে শামিল হওয়া।

তাই চ্যাংমারি চা বাগানের আপার

ডিভিশনের আদিবাসী সম্প্রদায়

পাড়ি দিচ্ছেন ভূটানে। এর মাধ্যমে

দ'দেশের সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন

ডিভিশনের ওপারেই ভূটান। দু'দেশের সীমান্তে সুরক্ষাবাহিনীও

রয়েছে। সশস্ত্র সীমা বল ও ভূটান

পুলিশের অনুমতি নিয়েই আপার

চ্যাংমারির বাসিন্দারা সেখানে

যাচ্ছেন। দিনভর দেউসিতে শামিল

হওয়ার পর বিকেলে ফিরে আসছেন

নিজেদের মহল্লায়। শংকর ছেত্রী

নামে স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন.

'এটাই এখানকার ট্র্যাডিশন। দেউসি

শুধু আন্তজাতিকই হয়ে ওঠেনি, তার

সঙ্গে নানা ভাষা ও নানা সংস্কৃতির

আদানপ্রদানও নীরবে ঘটিয়ে যাচ্ছে।'

মাদল, নাগরা নিয়ে নিজেদের

এলাকার প্রতিটি বাড়িতে গিয়েও

দেউসিতে শামিল হচ্ছেন। যে যা

পারেন সাধ্যমতো আর্থিক সাহায্যও

করছেন তাঁদের।

আপার চ্যাংমারির আদিবাসীরা

চ্যাংমারি চা বাগানের আপার

আরও মজবৃত হচ্ছে।

নাগরাকাটা. ২৩ অক্টোবর

তাপস কৃষি নিয়েই পড়াশোনা

নানা প্রজাতির আম গাছ

যত্ন নেন তাপস।

তাঁর এই উদ্যোগ।

মালদা থেকে শিলিগুড়িতে শ্রীরূপা



হাসপাতালে খগেনকে ভাইফোঁটা শ্রীরূপার।

এতদুরে চিকিৎসাধীন রয়েছে। আমি প্রতিবছরই ওঁকে ফোঁটা দিই। তাই আজ শিলিগুড়িতে চলে এসেছি।' বেডে শুইয়েও ফোঁটা পাওয়ায় খুশি সাংসদ খগেন। তিনি বললেন, 'উৎসবের দিনেও যে আমাকে মনে রেখেছেন এটাই অনেক। ভাইফোঁটা দিতে এতদুর ছুটে এসেছেন শ্রীরূপা। এটাই আমার কাছে বড পাওনা।'

দুর্যোগের পরে ৫ অক্টোবর সকালে বিজেপির রাজ্য সভাপতি

বিকল্প চাষে উৎসাহ প্রাক্তন কৃষিকতার

চাকরি জীবনের পুরোটাই কৃষির

বিকাশ নিয়ে কাজ করেছি। তাই

থেকে দূরে থাকার জন্য খুব কষ্ট

হচ্ছিল। এর পরেই ফলের গাছ

তাপসকুমার দাস

করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

থেকে এমএসসি পাশ করার পর

কৃষি দপ্তরের আধিকারিক পদে

বহু সোনার গয়না ছিল। সব মিলিয়ে

দাম কয়েক লক্ষ টাকা হবে। সঙ্গে

কিছ টাকাও। এই সুবাদে নিজের

নেওয়ার সুযোগও ছিল। কিন্তু তিনি

'অন্য মানুষ'। তাই জাতীয় সড়কে

কুড়িয়ে পাওয়া গয়না সহ ব্যাগটি

তিনি পুলিশে জমা দিলেন। রাকেশ

বর্মন একজন দিনমজুর। দক্ষিণ

পানিয়ালগুড়ির বাসিন্দা। তাঁর এহেন

যাওয়ার সময় রাকেশ বৃহস্পতিবার

একটি ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখেন।

খুলে দেখেন, তাতে কিছু টাকার

পাশাপাশি সোনার গয়না রয়েছে।

ব্যাগটি কার তা বের করতে তিনি

বেশ খোঁজখবর করেছিলেন। পরে

গয়নাভর্তি সেই ব্যাগ তিনি শামুকতলা

রোড ফাঁড়ির ওসি সঞ্জীব মৌদকের

রাকেশের কথায়,

হাতে জমা দেন।

মহাকাল চৌপথির উপর দিয়ে

কীর্তিতে প্রশংসার বন্যা বইছে।

দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। বললেন, দিয়েছেন তাপস।

গয়নাভর্তি ব্যাগ

থানায় জমা

শামকতলা, ২৩ অক্টোবর : ব্যাগে অন্টন থাকতে পাবে কিন্তু অসৎভাবে

আর্থিক পরিস্থিতি কিছুটা ভালো করে রোড ফাঁড়ির ওসি বললেন, 'সততা যে

লাগানোর পরিকল্পনা নিই।

অবসর নেওয়ার পর গাছপালা

শমীক ভট্টাচার্যের সঙ্গে নাগরাকাটার বিধ্বস্ত এলাকায় ত্রাণ বিলি করতে গিয়েছিলেন মালদা উত্তরের সাংসদ খগেন এবং শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। সেখানে তাঁদের ওপর হামলা হয়। বিজেপির অভিযোগ ছিল, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা হামলা চালিয়েছিল। ওই হামলায় বাঁ চোখের নীচে গুরুতর আঘাত পান সাংসদ

খগেন। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে মাটিগাড়ার একটি বেসরকারী

'চাকরি জীবনের পুরোটাই কৃষির

বিকাশ নিয়ে কাজ করেছি। তাই

অবসর নেওয়ার পর গাছপালা

থেকে দুরে থাকার জন্য খব কন্ট

হচ্ছিল। এর পরেই ফলের গাছ

লাগানোর পরিকল্পনা নিই।' তবে

তাপস চেয়েছিলেন একটু অন্য

ধরনের ফলের গাছ লাগাতে।

২০২১ সালে এই বাগান গড়তে

শুরু করেছিলেন তিনি। পরের

বছর থেকে ফল আসে গাছে। বছর

পাঁচেকের মধ্যেই বাগানভর্তি গাছ,

আর গাছভর্তি ফল। কয়েক হাজার

ফলের গাছ রয়েছে ওই বাগানে। এর

মধ্যে মালটা এবং মুসম্বি গাছ রয়েছে

৫০০টি। বাগানে নাসারিও রয়েছে।

দিনভর সেসবের পরিচর্যাতেই দিন

অনেকে। সলসলাবাড়ি এলাকার

বাসিন্দা, পেশায় ওষ্ধ ব্যবসায়ী

ওই ফল বাগানের খবর পেয়ে

সেখানে দেখতে গিয়ে মুগ্ধ হয়েছি।

শামুকতলার বাসিন্দা, পেশায় শিক্ষক

দুলাল সূত্রধর বলেন, 'ওই বাগানের

আম, মুসম্বি, মালটা, আপেল, কুল,

পেয়ারা- সবকিছুই আমি খেয়েছি।

প্রতিটি ফল সুস্বীদু। এই এলাকায়

যে ভালো ফল উৎপাদন করা সম্ভব

সেটা চোখে আঙল দিয়ে দেখিয়ে

কারও জিনিস নিতে বিবেকে বাধে।

তাই গয়নাভর্তি ব্যাগ পেয়ে আমি

থানায় জন্মা দিয়েছি।' শামকতলা

হারিয়ে যায়নি এই ঘটনায় তা আবারও

আর্থিক অনটন থাকতে পারে

কিন্তু অসৎভাবে কারও জিনিস

রাকেশ বর্মন দিনমজুর

প্রমাণিত। ব্যাগের মালিকের খোঁজ

এখনও মেলেনি। ব্যাগের ভেতরে কিছু

গয়না এবং টাকা রয়েছে। সমস্ত থানায়

এবং গ্রাম পঞ্চায়েতে খবর দিয়েছি।

উপযুক্ত প্রমাণ দিলে মালিকের হাতে

ওই ব্যাগ তুলে দেওয়া হবে।'

নিতে বিবেকে বাধে। তাই

গয়নাভর্তি ব্যাগ পেয়ে আমি

থানায় জমা দিয়েছি।

বরুণ সাহা বলছিলেন,

সেই বাগান দেখতেও আসেন

'আমি

কেটে যায় তাঁর।

আফিডেভিট

I, Hira Roy, S/O Kartik Roy, residing at South Station Para (Bhimram), Naxalbari, Derjeeling- 734429 W.B., have changed my name to Devraj Roy by affidavit dated 22.10.2025 before Notary Public, Siliguri court. (C/118370)

চিকিৎসকরা জানান, সাংসদের বাঁ

চোখের নীচে হাড় ভেঙে গিয়েছে।

অন্তত ৬ সপ্তাহ পর্যবেক্ষণে থাকতে

হবে তাঁকে। তারপর থেকে মাটিগাড়ার

দেন শ্রীরূপা। তাই দাদা বেসরকারী

হাসপাতালে ভর্তি থাকায় তিনি

বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির মাটিগাড়ায়

চলৈ আসেন। বিধায়ক জানান,

প্রতিবছর দাদাকে ভাইফোঁটা দেন।

কিন্তু এবছর দাদা শিলিগুড়ির

হাসপাতালে ভর্তি থাকায় সেটা

সম্ভব হবে না ভেবেছিলেন। তবে

ভাইফোঁটায় দাদাকে ফোঁটা দেবেন না

এমনটা তিনি হতে দিতে চাননি। তাই

মালদা থেকে এদিন দুপুরে মাটিগাড়ার

নর্সিংহোমে এসে দাদাকৈ ফোঁটা দেন।

খগেনকে প্রতিবছর ফোঁট

চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি।

অবশিষ্ট কাজ ই-টেগুর নোটিস নং, টিএসকে/ইএনজিজি /৬৪ আন ২০২৫ তারিখঃ ২২-১০-২০২৫।

নিয়লিখিত কাজের জন্যে নিয়প্তাক্ষরকারী খারা ই-টেণ্ডার আহান করা হয়েছে: আইটেম সংখ্যা, ১। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ তিনস্কিয়া মগুলেঃ জ্যেষ্ঠ ডিই.এন/॥/তিনসূকিয়া ঘষিক্ষেত্রের অধীনে পথের পাশের উেশনসময় এবং কলোনিসমূহে স্টোরেজ সুবিধার সঙ্গে পানীয় জলের ব্যবস্থা করার জন্যে অবশিষ্ট কাজ সহিত অন্যান্য বিভিন্ন কাজ। **টেলার** রাশিঃ ৭,৭০,৬৮,৩৩৩/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৫.৩৫.৪০০/- টাকা। আইটেমের সংক্রিপ্ত বিবরণঃ তিনসুকিয়া মণ্ডলেঃ এডিইএন/ শিমলুগুড়ি জংশন অধিক্ষেত্রের অধীনে পথের পাশের ষ্টেশন, কলোনি এবং এএলসি গেটসমূহে অন্যান্য বিভিন্ন কাজ সহিত পানীয় দলের সঙ্গে ষ্টোরেজ সবিধার ব্যবস্থা করার জন্যে অবশিষ্ট কাজ। টে**ভার রাশিঃ** ৫.২৭.৮৫.০৪৪/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৪.১৩.৯০০/- টাকা। টেগুার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ১৪-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা **যাবেঃ ১৬.০০** ঘন্টায়। পরোভ ই-টেভারের সম্পূর্ণ তথ্য www. ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব পাকবে।

ডিআরএম (ডরিউ), তিনসভিয়া উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

Teachers (residential) for School at Jodhpur (Rajasthan) Walk in interview at Siliguri on 23 to 26 October. M- 9799878678/ 9783251436.(K)

Required the following candidate in Siliguri for Real Estate Company :- a. Marketing, b. Accountant, c. Data Entry, d. Purchase. Contact No. 9609901134 or mail to: project.25@myyahoo. com (C/118820)

শিলিগুড়িতে ১জন কমার্সিয়াল লাইসেন্সযুক্ত প্রাইভেট Driver চাই। বেতন : ১৫০০০ টাকা। (M) 9434044342. (C/118369)

অ্যাফিডেভিট

আমি এজাজুল হক, পিতা- মজর আলী, গ্রাম: খারীজা নল ধাোন্দ্রা, পুটিমারী ফুলেশ্বরী, কোচবিহার। আমার আধার কার্ডে ভুলবশত নাম আছে এজাজুল হোসেন, গত ৪/10/25 জে.এম. কোর্ট ফার্সট ক্লাসে অ্যাফিডেভিট করে এজাজুল হোসেন থেকে এজাজুল হক নামে পরিচিত হলাম। (C/A)

CIDEMA नेटन्य



টিআরডি কাজ ১০-২০২৫-২৬ তারিখঃ ২১-১০-২০২৫। নিয়লিখিত আজেৰ জনো নিয়ম্বাঞ্চৰকাৰী থাৰা ই-টেণ্ডার আহান করা হয়েছে: টেণ্ডার সংখ্যা, র্গপি-ইএল-টিআরভি-১০-২০২৫-২৬। কাজের নামঃ এই কালের বিপরিতে বিভিন্ন প্রকার বণ্ডের বাৰতা কৰাৰ সচ্ছে সম্পৰ্কিত বৈদ্যতিক টিআরডি চাজ "নিউ মাল জংশন-আলিপুরদুয়ার জংশন টিএসআর (পি)-কৈএম"। টেশুর রাশিঃ ৬৯,৩০,২৬০.৬৭/-নতা। বামনা রাশিঃ ১.৩৮,৬০০/- টাকা। টেল্ডার বছের তারিখ এবং সময়ঃ ১০-১১-২০২৫ ্যবিখের ১৫.০০ ঘটায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘটায় ভিআরএম/ইলেক্ট (টিআরভি)/ য়ালিপরদয়ার জংশন কার্যালয়ে। উপরোক্ত ্টেভারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in

জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরডি, থপি এও জিএস, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

আজ টিভিতে



সেভেন ওয়ার্ল্ডস, ওয়ান প্ল্যানেট সন্ধে ৭.১৮ সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

সিনেমা

জলসা মভিজ : সকাল ১০.১৫ জানেমন, দুপুর ১.০০ রংবাজ, বিকেল ৪.০০ সংগ্রাম, সন্ধে ৭.০০ গুরু, রাত ১০.৩০ টাইগার

कार्लार्ज वाश्ला जित्नमा : जकाल ১০.০০ সাথী আমার, দুপুর ১.০০ বেহুলা লখীন্দর, বিকেল ৪.০০ সাথী, সন্ধে ৭.০০ গ্রেফতার, রাত ১০.১৫ বাদশা : দ্য ডন

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ মেজবউ, দুপুর ১২.০০ সিঁদুর নিয়ে খেলা, ২.৩০ পূজা, বিকেল ৫.০০ রূপবান, রাত ১১.০০ বস-টু ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ পাহাড়ি

कोलार्भ वाश्ला : पूर्शूत २.०० চন্দ্রমল্লিকা আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জয়

বিজয় कालार्भ मित्तरश्चे व्य विषेष : সকাল ৯.০০ দেবদাস, দুপুর ১২.০০ বুম বুম বোলে, বিকেল

৩.০০ গুন্ডারাজ, সন্ধে ৭.০০ দিলওয়ালে দুলহনিয়া লে জায়েঙ্গে, রাত ১০.০০ দোস্তানা জি বলিউড: বেলা ১১.২৯ আরজু,

দুপুর ১.৫৩ নসীব, বিকেল ৫.২১ খিলাড়িয়োঁ কা খিলাড়ি, রাত ৮.০০ জুদাই, ১০.৫৩ মাহির অ্যান্ড পিকচার্স : সকাল ১০.৪২

সিং ইজ ব্লিং, দুপুর ১.২৪ সিরফ তুম, বিকেল ৪.০৪ মিস্টার জু কিপার, সন্ধে ৬.০৭ শার্কনাডো টু-দ্য সেকেন্ড ওয়ান, সন্ধে ৭.৪৫ হিম্মতওর, রাত ১০.০৬ স্নেক কেভ অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর



বেহুলা লখীন্দর দুপুর ১.০০

কালার্স বাংলা সিনেমা

১.০০ পূর্ণা, ২.৪১ সত্যপ্রেম কি কথা, বিকৈল ৫.১০ ঘুমর, সন্ধে ৭.২৭ ওমেরতা, রাত ৯.০০ ফররে, রাত ১০.৫৫ দ্য তাসখন্দ ফাইলস

এমএনএকা : দুপুর ২.০০ মটাল কমব্যাট, বিকেল ৩.৩৫ টেক শেলটার, ৫.৪০ নো এস্কেপ, রাত ১০.৫৫ স্পিসিস



দ্য ওয়ে অফ চিতা রাত ১১.০০ ন্যাট জিও ওয়াইল্ড

শ্রীদেবাচার্য্য

2808029085

ব্যবসায় শুভফল আশা করা যায়। মীন: পৈতৃক ব্যবসা নিয়ে সমঝোতা

সৃজনমূলক কোনও কাজের জন্য পুরস্কৃত হতে পারেন। বিদ্যার্থীরা শুভ ফল পাবেন। ধনু : পড়াশোনায় আর্থিক বাধা কাটবে। বহুদিন ধরে দেখা কোনও স্বপ্ন সফল হতে শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৬ চলেছে। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় আনন্দলাভ। মকর : কথাবাতা খুব সাবধানে বলুন। বেহিসেবি খরচের কারণে মানসিক চাপ বাড়বে। প্রেমের সঙ্গীর সঙ্গে ভূল বোঝাবুঝি। কুম্ভ : আপনার কথার ভুল ব্যাখ্যা করে সংসারে অশান্তি। স্ত্রীর ভাগ্যে কোনও

বিংশোত্তরী শনির দশা। মতে- দোষ নাই। যোগিনী- অগ্নিকোণে, রাত্রি ১০।২৮ গতে নৈরঋতে। বারাবেলাদি অব্যুঢ়ান্ন) পঞ্চামৃত নামকরণ নিষ্ক্রমণ নববস্ত্রপরিধান নবসয্যাসনাদ্যুপভোগ বিপণ্যারম্ভ ক্রয়বাণিজ্য

বণিজকরণ। জন্মে- বৃশ্চিকরাশি গ্রহপূজা শান্তিস্বস্তায়ন হলপ্রবাহ মধ্যে।

বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যস্থাপন কাবখানাবস্ত কমারিনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নিমাণ ও চালন। (অতিরিক্ত বিবাহ- সন্ধা ৮।৩২ গতে ১১।২২ মধ্যে। কালরাত্রি ৫।২ গতে রাত্রি ৮।১২ মধ্যে পুনঃ ৮।১২ গতে ৯।৫৭ মধ্যে। যাত্রা- শুভ রাত্রি ৯।৫৭ গতে ১০।২৮ মধ্যে মেষ মধ্যে ও ৭।১৯ গতে ৯।৩১ মধ্যে ও গতে ৫।২ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪৩ গতে ৯।১১ মধ্যে ও ১১।৪৭ গতে

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

কোচবিহারে দ্যুতিমানের জায়গায় সন্দীপ কাররা

বিতর্কের পরই বদলি এসপি

কোচবিহার, ২৩ অক্টোবর : কালীপুজোর রাতে প্রতিবেশী শিশু ও মহিলাদের মারধরের ঘটনার তিনদিনের মধ্যেই বদলি হলেন কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য। তাঁর জায়গায় নতুন দায়িত্ব নিয়ে আসছেন সন্দীপ[®] কাররা। দ্যুতিমান স্টেট আর্মড পুলিশের থার্ড ব্যাটালিয়নের সিও পদে বদলি হলেন। বাজি ফাটানোর 'অপরাধে' সোমবার রাতে মাথায় ফেট্টি বেঁধে, হাফ প্যান্ট ও স্যান্ডো গেঞ্জি পরে প্রতিবেশীদের বেধড়ক পেটানোর অভিযোগ ওঠে

তবে তাঁর এই বদলির পিছনে সেই ঘটনাই কারণ, এমনটা কেউ সংবাদমাধ্যমের সামনে বলেননি। পুলিশ বা প্রশাসনের কেউ পুলিশ সুপার বদলির বিষয়ে মুখ খোলেননি। পুলিশ কেবল জানিয়েছে, বাজি কাণ্ডের পর এসপির বদলির দাবিতে মঙ্গলবার তাঁর বাংলোর সামনে করেছিলেন বাসিন্দারা সেখানে লাঠিচার্জ করে ১০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের মধ্যে তিনজন মহিলাকে জামিন দেওয়া

হেপাজতে রয়েছেন। শুক্রবার ফের তাঁদের আদালতে তোলা হবে।

সূত্রের খবর, বাজি কাণ্ডের তদন্তের জন্য নবান্ন থেকে জেলার এক শীর্ষ আধিকারিকের কাছে রিপোর্ট চাওয়া হয়। সেই রিপোর্ট জমা পড়তেই দ্যুতিমানকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি যে প্রতিবেশীদের পিটিয়েছিলেন সেকথা উল্লেখ রয়েছে সেই রিপোর্টে। শুধু তাই নয়, রিপোর্টে পুলিশ সুপারের স্ত্রীর কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। স্বামীর প্রভাব খাটিয়ে তিনি ব্যবসায়িক সুবিধা নিচ্ছিলেন বলে অভিযোগ। পুলিশ সুপারের বিরুদ্ধে পুলিশ মহল থেকেও অভিযোগ জমা পড়েছে। এর আগেও পুলিশ সুপারের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ উঠেছিল। দিল্লি পুলিশ দিনহাটায় গিয়ে পরিযায়ী শ্রমিকদের তথ্য সংগ্রহ করেছিল। তা রাজ্যকে না জানানোয় পুলিশ সুপারের উপর ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী।সেখানেই শেষ নয়।ডিএসপি পদমর্যাদায় এক আধিকারিককে কাজে লাগানো হচ্ছে না বলে মুখ্যমন্ত্রী ফের এক সভা থেকে দ্যুতিমান ভট্টচার্যকে তুলোধোনা করেছিলেন। শালবাগানে



দ্যুতিমান ভট্টাচার্য।

সেখানে পুলিশ সুপারের উপস্থিতিতেই পুলিশের মোচ্ছ্ব চলে। তা নিয়েও বিতর্কে জড়ান দ্যুতিমান।

তাঁর আমলে মাদক বাজেয়াপ্তের পরিমাণ বাড়ানো, সাইবার ক্রাইম নিয়ে ভালো কাজ করা ও পথ দুর্ঘটনার সংখ্যা কমলেও জেলার আইনশঙ্খলা তলানিতে ঠেকেছিল বলে অভিযোগ। পুলিশের সামনেই রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দ অধিকারীর গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। বিজেপির পাশাপাশি তৃণমূল নেতারাও গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। দুই মাস আগে প্রকাশ্যেই তৃণমূল নেতা অমর রায় গুলিবিদ্ধ হয়ে খুন হন। অথচ পিকনিক নিষিদ্ধ থাকলেও কয়েকমাস সেই খুনের মাস্টারমাইন্ডকে এখনও

নেপথ্য কারণ

বাজি কাণ্ডের তদন্তের জন নবান্ন থেকে জেলার এক শীর্য আধিকারিকের কাছে রিপোর্ট চাওয়া হয়

সেই রিপোর্ট জমা পড়তেই দ্যুতিমানকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে

> রিপোর্টে পুলিশ সুপারের স্ত্রীর কথাও উল্লেখ করা হয়েছে

ম্বামীর প্রভাব খাটিয়ে তিনি ব্যবসায়িক সুবি্ধা নিচ্ছি**লে**ন বলে অভিযোগ

ধরতে পারেনি পুলিশ। ডাওয়াগুড়িতে বাবা, দাদাকে খুন করে প্রণব বৈশ্য নামে এক তরুণ পালিয়ে যান। তিনি এখনও অধরা। বারবার এধরনের রীতিমতো চাপে ছিলেন পুলিশের এই শীর্ষকর্তা। বাজি কাণ্ডের পর তাঁর হঠাৎ বদলির খবর প্রকাশো আসায় পুলিশ মহলেও শোরগোল

পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য পরিবেশপ্রেমী হিসেবে পরিচিত। সাংস্কৃতিক মহলের সঙ্গেও তিনি জড়িয়ে রয়েছেন। তাঁর হঠাৎ বদলিতে মন খারাপের রেশ নেমে এসেছে সেই মহলের একাংশের মধ্যে। তবে বাজি কাণ্ডে ধৃতদের পক্ষের আইনজীবী শিবেন্দ্রনাথ রায় বলেছেন, 'এতে আন্দোলনকারীদের জয় হল। মামলা মামলার মতোই চলবে।'

পুলিশ সুপারের বদলির দাবিতে বুধবার কোতোয়ালি থানা ঘেরাও কুরেছিল বিজেপি। দাবি মেটার পর বিজেপির বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে'র গলায় নরম সুর। তিনি বললেন, 'সত্যের জয় হল। প্রকৃত দোষীকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আমরা খুশি। মনে রাখতে হবে, যে যত বড়ই আধিকারিক হোন না কেন, নিয়মের বাইরে কেউ নন।'

অবশ্য বদলির সঙ্গে বাজি কাণ্ডের যোগ রয়েছে বলে মনে করতে নারাজ তৃণমূল। দলের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায়ের কথা, 'এটা রুটিন বদলি হতে পারে। পুলিশ সুপারের বদলির সঙ্গে বাজি কাণ্ডের যোগ রয়েছে বলে মনে

আগাছায়

ঢেকেছে পাৰ্ক

কোচবিহার, ২৩ অক্টোবর

সংস্কার এবং নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের

কোচবিহার-২ ব্লকের খোল্টা ইকো

পার্ক। একসময় পর্যটকদের কাছে

পার্কটির যথেষ্ট জনপ্রিয়তা ছিল।

কিন্তু এখন সে সবই ইতিহাস।

কয়েক বছর ধরে পার্কটির টয়ট্রেন

পরিষেবা বন্ধ হয়ে রয়েছে। দীর্ঘদিন

ধরে অব্যবহৃত থাকায় চুরি গিয়েছে

টয়ট্রেনের একাধিক সরঞ্জাম। সম্প্রতি

ফের পার্কটিতে চুরির ঘটনা ঘুটেছে।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অবশ্য ইতিমধ্যে

পুণ্ডিবাড়ি থানায় এ বিষয়ে লিখিত

অভিযোগ দায়ের করেছে। কোচবিহার

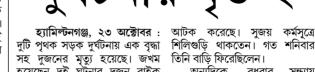
বন বিভাগের বিভাগীয় বনাধিকারিক

অসিতাভ চট্টোপাধ্যায় বললেন,

'সম্প্রতি পার্ক থেকে কয়েকটি জিনিস

চুরি গিয়েছে।এ নিয়ে আমরা অভিযোগ

অভাবে বেহাল হয়ে



হয়েছেন দুই ঘটনার দুজন বাইক ও স্কটারচালক সহ এক শিশু। বুধবার সন্ধ্যায় প্রথম দুর্ঘটনাটি ঘটে হ্যামিল্টনগঞ্জ-আলিপুরদুয়ার সড়কের কালচিনি বিডিও অফিস সংলগ্ন এলাকায়। স্থানীয় বাবুপাড়ার বাসিন্দা সুজয় সাহা (৪৫) তাঁর এক বন্ধুকে নিয়ে ওই সড়কের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। কালচিনি অভিমুখের একটি বাইক পেছন থেকে ধাকা মারলে সুজয় গুরুতর আহত হন। তাঁকে লতাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়। রাতে সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। বাইকচালক ও সুজয়ের বন্ধও আহত হয়েছেন। খবর পেয়ে কালটিনি থানার পুলিশ বাইকটি হয়েছে।

শিলিগুড়ি থাকতেন। গত শনিবার

ভাই নয়... বোনের কপালে দিলাম ফোঁটা। বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ারে আয়ুত্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

পুরোনো হাসিমারার পাম্প এলাকায় পাঁচ বছরের নাতি হিমাংশুকে নিয়ে সার্ক রোড পার করছিলেন বদ্ধা শান্তিদেবী (৮১)। এমন সময় জয়গাঁর দিকে যাওয়া একটি স্কুটার তাঁদের ধাক্কা মারলে তিনজনই পড়ে যান। তাঁদের লতাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা বৃদ্ধাকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত শিশুটিকে কোচবিহারের একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। স্কুটারচালককে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হাসিমারা ফাঁড়ির পুলিশ স্কুটার আটক করেছে। দুই ঘটনাতেই দেহ ময়নাতদত্তে পাঠানো

সাংবাদিককে চড় মারার অভিযোগ উঠল এক মহিলা পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে। বুধবার রাতে অরিন্দম সেন নামে এক সাংবাদিক আলিপুরদুয়ার ডিআরএম মাঠের কালীপুজোর অনুষ্ঠানে সপরিবারে উপস্থিত ছিলেন। সেই সময় ভিডের মধ্যে গগুগোল বাঁধলে তিনি তার ছবি তুলতে যান। তখন তাঁর মোবাইল কেড়ে নেওয়া

পলিশকর্মী সাংবাদিককে চড মারেন বলে অভিযোগ। বৃহস্পতিবার পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে আলিপুরদুয়ার থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগ পাওয়ার পর ওই মহিলা পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে। তবে পুলিশের কর্তারা এই বিষয়ে কোনও

দুই এলাকায় নাবালিকাকে ধর্ষণ, অভিযোগ

নয়ারহাট ও দিনহাটা. ২৩ অক্টোবর : মাথাভাঙ্গা-১ ব্লক এলাকায় এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়াল। অন্যদিকে, প্রতিবেশী এক তরুণের বিরুদ্ধে নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল খারিজা বানিয়াদহ পূর্ব পঞ্চায়েত এলাকায়।

মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের ঘটনায় অভিযুক্ত নাবালিকার প্রতিবেশী এক ेতরুণ। বুধবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে বলে অভিযোগ। এরপর বৃহস্পতিবার অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মাথাভাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে নিযাতিতার পরিবার। ইতিমধ্যেই ১৩ বছরের ওই নাবালিকার ডাক্তারি পরীক্ষা করা হয়। মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত শুরু হয়েছে নাবালিকার পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত নাবালিকাকে মাঝেমধ্যেই কুপ্রস্তাব দিত। বুধবার বিকালে বাড়িতে একা ছিল ওই নাবালিকা। সেই সুযোগ নিয়ে অভিযুক্ত ঘরে ঢুকে তাঁকে ধর্ষণ করে। সেসময় নাবালিকার চিৎকারে আশপাশের প্রতিবেশীরা জড়ো হলে অভিযুক্ত পালিয়ে যায়। অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন

অন্যদিকে, খারিজা বানিয়াদহের বটনায় নাবালিকার মা জানান, তাঁর মেয়ে খেলতে খেলতে হঠাৎ অসুস্থ বোধ করে। তাকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে সেখানে সে সবটা জানায়।



নিখোঁজ শ্রমিকের বাড়িতে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি। বৃহস্পতিবার। ছবি- সুভাষ বর্মন

দেড় সপ্তাহ পরেও খোঁজ নেই পরিযায়ীর

ফালাকাটা, ২৩ অক্টোবর: ১১ দিন হয়ে গেল, ট্রেনে নিখোঁজ হওয়া ফালাকাটার লছমনডাবরি গ্রামের পরিযায়ী শ্রমিক হাঞ্জলা ফিরদৌসের কোনও হদিস নেই। যদিও দু'দিন ওডিশার বালাসোরে ট্রেনলাইনে ক্ষতবিক্ষত এক দেহ নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়ায় ফালাকাটায়। পরে হাঞ্জলার কয়েকজন পরিজন বালাসোরে যান। তারপর তাঁরা নিশ্চিত যে, ওই দেহর সঙ্গে নিখোঁজের কোনও মিল নেই। তাই এখন একদিকে সেটা নিশ্চিত হলেও অন্যদিকে এখনও খোঁজ না মেলায় শ্রমিকের পরিবার উদ্বিগ্ন। বৃহস্পতিবার হাঞ্জলার বাড়িতে যান ফালাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুভাষচন্দ্র রায় ও জেলা পরিষদের খাদ্য কমধ্যিক্ষ মানিক রায়। তাঁরা সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুভাষের কথায়, 'বালাসোর পর্যন্ত নিখোঁজ শ্রমিকের তিনজন পরিজন গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে যে দেহটি পাওয়া যায় সেটি এই শ্রমিকের নয়। এখন যাতে দ্রুত তাঁব খোঁজ মেলে. সেজন্য সবরকমের চেষ্টা চলছে। পরিবারটির পাশে আমরা আছি।'

দেড় মাস আগে হাঞ্জলা কেরলে রাজমিস্ত্রির কাজে যান। গত ১২ অক্টোবর বাড়ি ফেরার উদ্দেশ্যে ট্রেনে ওঠেন। ১৩ অক্টোবর সন্ধ্যা পর্যন্ত শেষবারের মতো পরিবারের সঙ্গে তাঁর কথা হয়। তারপর থেকেই শ্রমিকের ফোন সুইচড অফ। পরিবারের তরফে রেল কর্তৃপক্ষ ও ফালাকাটা থানায় লিখিতভাবে বিষয়টি জানানো হয়। এভাবে যত দিন যাচ্ছে ততই দুশ্চিন্তা বাড়ছে পরিবারের। শ্রমিকের বাবা একাব্বর আলি বলেন, 'ছেলেকে খঁজে পেতে আমরা সবার সহযোগিতা চাইছি।'

সৌম্যদীপকে ম্যারাথন জেরা

বড় নেতাদের সঙ্গে ছবি প্রতারকের

কখনও ফিরহাদ হাকিম, কখনও শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত বক্সী আবার কখনও জন বারলা, দিলীপ ঘোষ, শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে ছবি সৌম্যদীপের। তোলাবাজির অভিযোগে পুলিশের হাতে সম্প্রতি ধরা পড়েছেন বীরপাড়া রবীন্দ্রনগর কলোনির বাসিন্দা সৌম্যদীপ নাহা কখনও ঘাসফুলের নেতা, কখনও পদ্মফুলের নেতা, আবার কখনও পুলিশ প্রশাসনের পদস্থ কর্তাদের সঙ্গে বিভিন্ন ছবিতে দেখা গিয়েছে তাঁকে*৷* উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার পুলিশ সুপার থেকে শুরু করে বিভিন্ন থানার আইসি-ওসিদের সঙ্গে তোলা ছবিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করতেন। ছবি দেখিয়েই তিনি নিজের প্রভাব বিস্তার করতেন বলে অভিযোগ।

সোশ্যাল মিডিয়ায় সৌমাদীপের

প্রোফাইলে এমন সব ছবি আকছার দেখা যেত। তবে অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর গত কয়েক মাস ধরে তো পুলিশের খাতায় পলাতক ছিলেন তিনি। এখন অবশ্য সোশ্যাল মিডিয়ায় সক্রিয়ভাবে দেখতে পাওয়া যায় না তাঁকে। আর নেতা বা প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে তাঁর সেই ছবিগুলিও সোশ্যাল মিডিয়া থেকে উধাও। অভিযোগ, এইসব ছবি দেখিয়েই নিজের প্রভাব বোঝাতেন তিনি। তাতে লোকজনকে ভয় দেখিয়ে, চমকিয়ে টাকা তোলার কাজে সুবিধা হত। যদিও শেষরক্ষা হয়নি। প্রতারিত এক ব্যক্তির লিখিত অভিযোগের জেরে আপাতত সৌম্যদীপের ঠাঁই হয়েছে শ্রীঘরে। বারবিশা ফাঁড়ির পুলিশ ম্যারাথন জেরা করে তাঁর স্ব কুকীর্তির তথ্য জোগাড়ের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রশ্ন হচ্ছে, কে এই সৌম্যদীপ? তার বাবা প্রশান্ত নাহা একটা সময় বীরপাডায়-১ গ্রাম পঞ্চায়েতে ছিলেন। টাকা তুলেছেন তিনি। কংগ্রেসের উপপ্রধান



সৌম্যদীপের 'অস্ত্র

তৃণমূল ও বিজেপির রাজ্য স্তরের নেতাদের সঙ্গে সুসম্পর্কের দাবি

বিভিন্ন জেলার পুলিশ সুপারদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার দাবি

মিথ্যে মামলায় क्रांत्रिया (फ्र॰शात न्याति দিতেন, অভিযোগ

পলিশকর্মীদের বদলি করিয়ে দেওয়ার হুমকিও দিতেন, অভিযোগ

মাদারিহাট-বীরপাডা সমিতিতে কংগ্রেসের একমাত্র বিরোধী দলনেতা ছিলেন। মমতা বন্দোপাধায়ের উত্থানের তৃণমূলে যোগ দিয়ে আলিপুরদুয়ার জেলার সহ সভাপতি হন। পরবর্তীতে বিজেপিতে যোগ দেন। মনে করা হচ্ছে, বাবার নাম ভাঙিয়েই রাজ্যের দই প্রধান বিরোধী শিবিরের প্রথম সারির নেতাদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করেছিল সৌম্যদীপ। সূত্রের খবর, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিভিন্ন জনসভাতেও তাঁকে দেখা গিয়েছে। খালি সাধারণ লোক নয়, বহু পুলিশ অফিসারকে বদলির ভয় দেখিয়েও

জলন্ধর থেকে উদ্ধার কালচিনির তরুণী

কালচিনি, ২৩ অক্টোবর : দুই বছর পর পঞ্জাবের জলন্ধর থেকে কালচিনির এক তরুণীকে উদ্ধার করা হল। বছর দুই আগে ২০২৩ সালের নভেম্বর মাসে কালচিনি থানা এলাকার একটি চা বাগান থেকে তাঁকে নিয়ে পালিয়েছিল এক তরুণ। তখন মেয়েটির বয়স ছিল ১৭ বছর। বাড়ি থেকে নিখোঁজ হওয়ার পরই মেয়েটির পরিবারের তরফে কালচিনি থানায় অপহরণের অভিযোগ দায়ের করা হয়। এতদিন প্রলিশ তাঁকে নানাভাবে খোঁজার চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হচ্ছিল। সম্প্রতি কালচিনি থানার পুলিশ তাঁর সন্ধান পায়। এরপর! পুলিশের একটি বিশেষ দল জলন্ধরে গিয়ে স্থানীয় পুলিশের সহযোগিতায় মেয়েটিকে উদ্ধার করেছে। অপহরণের অভিযোগে অভিযুক্ত তরুণকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এনিয়ে কালচিনি থানার ওসি অমিত শর্মা বলেন, 'জলন্ধরের আদালতে অভিযুক্তকে ৭ দিনের রিমান্ডে নেওয়ার পর পুলিশ তরুণী ও তরুণকে নিয়ে বৃহস্পতিবার কালচিনিতে পৌঁছায়। শুক্রবার অভিযুক্তকে আলিপুরদুয়ার কোর্টে

তোলা হবে।' উদ্ধার হওয়া অন্যদিকে. তরুণীর মেডিকেল টেস্ট করানো হয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেটের তাঁর গোপন জবানবন্দি নেওয়ার পর আইনি প্রক্রিয়া মেনে তাঁকে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। পুলিশ জানিয়েছে, মেয়েটি কালচিনিতে থাকার সময় তাঁর ফোন নম্বর জোগাড় করে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলে পঞ্জাবের জলন্ধরের বাসিন্দা ৩২ বছরের ওই তরুণ। তারপর ১৭ বছর বয়সের ওই তরুণী ও অভিযুক্ত পালিয়ে গিয়েছিল। জলন্ধরে দুর্জনে একসঙ্গে বসবাস করছিলেন[।] তবে ওই তরুণ-তরুণীকে তাঁর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে দিচ্ছিল না বলে অভিযোগ। প্রেমের ফাঁদে ফেলে দুই বছর আগে কিশোরীকে পাচারের ছক কষা হয়েছিল কি না তা জানতে অভিযুক্তকে হ চেছ এছাড়াও তরুণীকে দিয়ে কোনও অসামাজিক কাজ করানো হচ্ছিল কি না তাও খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।



চিকিৎসা সরঞ্জামগুলি

আরও

সস্তা

জীবনদায়ী

ওযুপগুলি

আরও সস্তা

ফোটা দিয়ে হাজির কালীমেলায়

নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাখ্যায়

কুমারগ্রাম, ২৩ অক্টোবর : বারবিশা হাইস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষিকা পিয়ালি সরকার প্রতিবছর তিন ভাইয়ের মঙ্গলকামনায় ফোঁটা দেন। বিক্রম, বিপুল ও বিশ্বজিৎ তিন ভাই কর্মসূত্রে বাইরে থাকেন। ফোঁটা নিতে সটান বাড়িতে হাজির। ভাইফোঁটা পর্ব শেষে দিদির আবদার মেটাতে তিন ভাই সন্ধ্যার দিকে পাগলারহাট কালীমেলায় ঘুরতে যান। মায়ের মূর্তি দর্শন করে মেলা ঘুরে পছন্দের টুকিটাকি জিনিসপত্রও কেনেন। বাদ যায়নি পছন্দের গরম ভাপাপিঠে, জিলিপি, বাগরি, ভেলপুরি আর এগরোল। ঘণ্টা দুয়েক মেলা ঘুরে মনের আনন্দে বাড়ি ফেরেন।মেলাপ্রেমী উৎসাহী মানুষের কালীপ্রসন্ন মুক্তমঞ্চের অনুষ্ঠান দেখতে সংস্কৃতিপ্রেমীদের বিভিন্ন রাইডে চেপে রকমারি খেলনা কিনতে অভিভাবকদের হাত ধরে কচিকাঁচাদের ভিড়ে মেলা বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকেই



মেলা দেখতে এসে ভাইদের সঙ্গে খাবারের দোকানে। বৃহস্পতিবার।

বোনদের আবদার মেটাতে পরিবার পরিজনদের নিয়ে ভাইরাও হাজির হওয়ায় পাগলারহাট কালীবাডির শতবর্ষ প্রাচীন কালীপুজো ঘিরে ঐতিহ্যবাহী মেলা প্রাঙ্গণে ভিড়

উপচে পডে। পিয়ালি বলেন, 'ফোঁটা দেওয়ার পর ভাইদের নিয়ে মেলায় ঘুরতে এসেছি। পাগলারহাট মেলায় এসে খব ভালো লাগল। মেলাকে কেন্দ্র করে মিলনক্ষেত্র তৈরির পাশাপাশি মানুষের মনের দূরত্বও অনেকটা

জমজমাট হয়ে ওঠে। দিদি ও কমে যায়। পাগলারহাটের মেলা ঘুরে এই অনুভূতি হল। মেলায় বেড়াতে আসার এই সুন্দর স্মৃতি ধরে রাখতে মুঠোফোনে সেলফিও তুলেছি।' এমনটা শুধু পিয়ালির ক্ষেত্রেই

মেলায় বেড়াতে আসা ভাইবোনেদের একাধিক জুটির মুখেই আনন্দ উচ্ছ্যাসের কথা শোনা গিয়েছে। লস্করপাড়ার সন্ধ্যা বিশ্বাসও ভাইফোঁটা দিয়ে পরিবার পরিজনদের সঙ্গে পাগলারহাট কালীমেলায় বেড়াতে এসেছেন। একইভাবে মেলায় এসেছেন

পরিবার। এছাড়াও উত্তর হলদিবাড়ি, মধ্য হলদিবাড়ি, দক্ষিণ হলদিবাড়ি, চ্যাংমারি, জয়েদেবপুর, কুমারগ্রাম, দুর্গবাড়ি, ডাঙ্গি, কাটাবাড়ি সহ চা বাগানের বহু মানুষের ভিড়ে গমগমে रस উঠে পাগলারহাট কালীমেলা প্রাঙ্গণ। সন্ধ্যা থেকে বিভিন্ন প্রান্তের বহু উৎসাহী মানুষ মেলামুখী হওয়ায় খুশি টোটো ও অটোচালকরাও। তেলেভাজার

দোকানগুলিতে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে খাবার নিতে দেখা গিয়েছে। মিষ্টির দোকান, রেস্তোরাঁ এমনকি খেলনা, মহিলাদের সাজগোজের দোকানগুলিতেও ভিড় লক্ষ করা গিয়েছে। রকমারি খাবার এবং জিনিসপত্র দেদার বিক্রি হওয়ায় খুশি মেলা চত্বরে পসরা সাজিয়ে বসা ব্যবসায়ীরা। পাগলারহাটের বাসিন্দা তথা মেলা আয়োজক সদস্য তরুণকুমার দাস 'প্রথম দুইদিন মেলা বলেন. ৃতীয় দিন বিভিন্ন প্রান্তের জমেনি মানুষের ভিড়ে উৎসাহী জমজমাট হয়ে উঠেছে।'



গ্রকোমিটারে

আমাদের 'নাগরিক দেব ভবঃ', মন্ত্র স্পষ্টভাবে নেক্সট জেনারেশন জিএসটি সংস্কারে প্রতিফলিত হয়েছে। 🐽 – নরেন্দ্র মোদি, প্রধানমন্ত্রী

যোগাভ্যাস ও

মেডিটেশনে

সাশ্রয়

এককালীন খরচে

১৬,০০০ টাকা

পর্যন্ত সাশ্রেয়

GST-আরও ভালো ও সহজতর

আগামী তিন মাস ভয়ংকর হাতি সতৰ্কতা বনকতরি

মাদারিহাট, ২৩ অক্টোবর : গত কয়েকদিন ধরেই জঙ্গল লাগোয়া বিভিন্ন লোকালয়ে চলে আসছে হাতির পাল। তার মধ্যে বুধবার সন্ধ্যা থেকে রাতের মধ্যে মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় তো রীতিমতো তাণ্ডব চালিয়েছে হাতি। তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। জখম হয়েছেন আরও একজন। বারবার এমন ঘটনা ঘটতে থাকায় আতঙ্ক বাড়ছে জেলাজুড়েই। সতর্ক করছে বন দপ্তরও। খোদ বনকর্তারাই বলছেন সেকথা। নেপথ্যে সেই গত ৪ অক্টোবরের প্রাকৃতিক দুর্যোগ।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বিস্তীর্ণ এলাকার ঘাস এখন পলিমাটির নীচে চাপা পড়েছে। ফলে তৃণভোজী প্রাণীদের জন্য বিস্তীর্ণ এলাকায় দেখা দিয়েছে খাদ্যাভাব। বনকর্তারা বলছেন, এই পলিমাটি ভেদ করে ঘাস জন্মাতে সময় লাগবে কম করে আরও তিন মাস। আর এই তিন মাস ধরে তাহলে জলদাপাড়ায় চলবে তৃণভোজী প্রাণীদের খাদ্যসংকট। ফলে দলে দলে লোকালয়ে চলে আসতে পারে বাইসন, গন্ডার, হরিণ আর হাতির দল। মানুষের সঙ্গে এইসব বন্যপ্রাণীর সংঘাত ভয়ংকর হতে পারে, এমনটাই প্রমাদ গুনছেন বনকতারা। এখন এই পরিস্থিতির মোকাবিলা কীভাবে করা যায়, সেই পথ খুঁজছেন বনকর্তারা।



পলিমাটির নীচে চলে যাওয়া ঘাস গজাতে কমপক্ষে তিন মাস লাগবে। ফলে এই তিন মাস আমাদের জন্য খুব ভয়ংকর সময়। খাবারের টান হতে পারে। বন্যপ্রাণীদের লোকালয়ে চলে আসার আশঙ্কা প্রবল। যদিও বনকর্মীদের সতর্ক থাকতে বলা

পারভিন কাশোয়ান বনাধিকারিক

জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বিভাগীয় বনাধিকারিক পারভিন কাশোয়ান জানালেন, দুর্যোগের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্ৰস্ত হয়েছে তোষার ধারের বিস্তীর্ণ তৃণভূমি। আর সেখানেই সবচেয়ে বেশি বন্যপ্রাণীর বাস। কোথাও কোথাও ঘাস পলিমাটির স্তরের এক থেকে দুই ফুট নীচে চলে গিয়েছে। তিনি বলৈন, 'এই ঘাস গজাতে কমপক্ষে তিন মাস লাগবে। ফলে এই তিন মাস আমাদের জন্য খুব ভয়ংকর সময়। খাবারের টান হতে পারে। বন্যপ্রাণীদের লোকালয়ে চলে আসার আশঙ্কা প্রবল। যদিও বনকর্মীদের সতর্ক থাকতে বলা

জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের প্রায় ৪০ শতাংশই তৃণভূমি। এই তৃণভূমির উপর নির্ভরশীল প্রায় ৩৫০ট গন্ডার, কয়েক হাজার বাইসন, হরিণ ও হাতি। এছাড়াও প্রায় ৮৫টি কনকি হাতিও তো রয়েছে, যারা এই জাতীয় উদ্যানের উপর নির্ভরশীল। এবার আগামী এই তিন মাস এদের সকলের খাদ্যের কী ব্যবস্থা হবে, ভেবে চিন্তিত বনকতরাি।

কুনকিদের জন্য অবশ্য বিকল্প ব্যবস্থার কথা ভাবা হয়েছে। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের সহকারী বন্যপ্রাণ সংরক্ষক নবিকান্ত ঝা বলেন, 'আমরা কুনকি হাতির জন্য কলা গাছ খাওয়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' বনের হাতির কী হবে?

সাংগঠনিক সম্মেলন

সোনাপুর, ২৩ অক্টোবর : বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের সোনাপুর এলাকায় তৃণমূল কিষান খেতমজদুর কংগ্রেসের ব্লক সম্মেলন হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সভাপতি প্রসেনজিৎ রায়, আলিপুরদুয়ার-১ ব্লক তৃণমূল সভাপতি তৃষারকান্তি রায়। কমিটির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সেখানে আলোচনা হয়।



প্লাবনের পর জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের তৃণভূমি পলিমাটিতে ঢাকা। ছবি : বন দপ্তরের সৌজনো।

মনে হলেই থরথর করে কাঁপছেন টুলকি

পায়ে পিষে হাতির দাঁতে রক্তাক্ত মাথা

মাদারিহাট, ২৩ অক্টোবর : হাতির হামলার ঘটনাটি ঘটেছে রাত ১২টা নাগাদ। বৃহস্পতিবার সকালেও যখন কথা হচ্ছিল, তখনও গলা কাঁপছিল টুলকি তামাংয়ের। আর বারবার আক্ষেপ করছিলেন। বলছিলেন, 'আমার সারা শরীর তখন ওই মহিলার রক্তে ভেসে যাচ্ছে। মহিলার শরীরে সামান্য একটু প্রাণ ছিল বলে মনে হল। কী করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। সেই রাতে হাতির চিৎকার এবং

সোনাই-সীতারামদের 'বাঁচাও, মেরে ফেলল' চিৎকার শুনে একাই ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন টুলকি। স্বামীকেও ডাকার সময় পাননি বললেন, 'বাইরে বের হতেই দেখি রাস্তার ধারে পড়ে রয়েছেন একজন মহিলা। আর তার পাশেই পড়ে আছে একটি শিশু। দৌড়ে গিয়ে মহিলাকে কোলে তুলে নিই।' আচমকা এমন ঘটনার অভিঘাতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন টুলকি। একটু পরেই সেখানে দৌড়ে আসেন দুজন ছেলে। তাঁদের মধ্যে সীতারাম মুন্ডা ছুটে আসেন টুলকির কাছে। তখন পাগলের মতো চিৎকার করছিলেন সীতারাম। বলছিলেন, 'গণেশবাবা আমার স্ত্রী ও মেয়েকে মেরে ফেলেছে।' এরপর স্ত্রীকে নামিয়ে পাশেই মেয়ের নিথর দেহ কোলে তুলে নিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি।

আর বুধবার গভীর রাতে এই সমস্ত ঘটনা ঘটেছে টুলকির বাড়ির একেবারে পাশেই। শেষপর্যন্ত তিনি মা ও মেয়েকে বাঁচাতে পারেননি ঠিকই, তবে ওই রাতে যেভাবে তিনি একাই বেরিয়ে এসেছিলেন, তারপর তাঁর সাহসের প্রশংসা করছেন



ঘটনার পরেই আক্রান্ত মহিলাকে কোলে তুলে নিয়েছিলেন টুলকি তামাং।

সারারাত ঘুমাতে পারিনি। শুধুই মনে হচ্ছে ওকে বাঁচাতে পারলাম না। কত কন্ট পেতে পেতে মা-মেয়ের প্রাণটা গেল।

টুলকি তামাং

সকলে। টুলকি অবশ্য কেবলই ভেবে চলেছেন, তিনি প্রাণ বাঁচাতে পারলেন না। বলছিলেন, 'সারারাত ঘুমাতে পারিনি। শুধুই মনে হচ্ছে ওকে বাঁচাতে পারলাম না। কত কস্ট পেতে পেতে মা-মেয়ের প্রাণটা গেল।

আর ভুলতে পারছেন না কীভাবে হাতি মেরেছে সেই দুজনকে। তিনি সোনাইয়ের মাথার পিছনটা তুলে ধরতে যেতেই তাঁর হাত মাথার ভেতর ঢুকে যায়। সম্ভবত মাথা পা দিয়ে পিষে দিয়েছিল হাতিটা। আর শিশুটির মাথায় দাঁত ঢুকিয়ে দিয়েছিল।

সোনাইয়ের বুকটা তখনও একটু নড়ছিল। তবে শিশুটি নিথর হয়ে পড়ে ছিল। টুলকি বলছিলেন, 'ওই ঘটনার পর আমার সারা শরীরে রক্ত লেগে যায়। আমার মেয়ে পরিষ্কার করে দেয়।' ঘটনাস্থলের পাশেই বাড়ি শিব রউতিয়ার। শিব বললেন, 'হাতির চিৎকার শুনলাম। আবার একজন মানুষের চিৎকার শুনলাম। ভয় পাচ্ছিলাম, যদি হাতি আমাকে আক্রমণ করে। বাইরে বেরিয়ে উঠোন থেকে দেখলাম, হাতি রাস্তার উপর দাঁডিয়ে আছে। কিছক্ষণ পর কয়েকজন মানুষের সাডাশব্দ পেয়ে রাস্তায় এসে দেখি ওই ঘটনা।' সীতারাম-সোনাইদের

ছিলেন ডেভিড বিশ্বকর্মা। তাঁর সামনেই ঘটেছে সবকিছু। তিনি করতেই হাতিটি আসে। প্রাণ বাঁচাতে উলটোদিকে দৌড় দেন। বলছিলেন, পর ফিরে এসে দেখি আশপাশের লোকজন এসেছে। বন দপ্তরের গাড়িও এসেছে। ততক্ষণে সব শেষ।'

হাতির হানায় মা-মেয়ের মৃত্যুতে শোক মাধোধুরায়

ঘরের লক্ষ্মী আর রইল না

মাদারিহাট, ২৩ অক্টোবর : বছর দুয়েকের লক্ষ্মী মুন্ডার কথা যতবার মনে পড়ছে, ততবারই ডুকরে কেঁদে উঠছেন সাখি ওরাওঁ। সাখি সোনাই মুন্ডাদের প্রতিবেশী। বুধবার রাতে হাতির হানায় মৃত্যু হয়েছে সোনাই ও তাঁর মেয়ে লক্ষ্মীর। সেই ঘটনার পর থেকে তো শোকে পাথর হয়ে গিয়েছেন বাবা সীতারাম মুভা। গোটা পাড়াজুড়েই শোকে বাতাস ভারী।

প্রতিবেশীরাই জানালেন, বিয়ের পর দীর্ঘদিন ধরে সন্তান হচ্ছিল না সীতারাম ও সোনাইয়ের। ডাক্তার থেকে কবিরাজ- সন্তানলাভের আশায় বহু জায়গায় ঘুরেছেন সোনাই ও মিতারাম। অবশেষে বিয়ের ১৩ বছর পর গত ২০২৩ সালের ৩ ডিসেম্বর কন্যাসন্তানের জন্ম দেন সোনাই। তাঁরা ভেবেছিলেন, ঘরে লক্ষ্মীর আগমন হল। আর সেইজন্য মেয়ের নাম রেখেছিলেন লক্ষ্মী। সন্তানলাভে দারুণ খুশি হয়েছিলেন সীতারামরা। কিন্তু সেই খুশি দীৰ্ঘস্থায়ী হল না।

সীতারামের বাবার বাড়ি একটু দূরে। জন্মের পর থেকেই লক্ষ্মীকে কোলে করে বড় করছিলেন প্রতিবেশী সাখি ওরাওঁ। তিনিই যেন ছিলেন লক্ষ্মীর ঠাকুমা। এদিন সকালে কান্নায় আছাড়িপিছাড়ি খাচ্ছিলেন। 'এক রাতে সব শেষ হয়ে গেল। আর কোনওদিন আমার দোকানে এসে বলবে না, দাদিমা চকোলেট দাও, দাদিমা বিস্কুট দাও।' বদ্ধার আর্তরবে তখন বাকিদেরও চোখে জল। বলছিলেন, 'সকালে ঘুম থেকে উঠেই লক্ষ্মী আমার কাছে চলে আসত। ওকে স্নান করানো থেকে শুরু করে খাওয়ানো-



শোকে পাথর লক্ষ্মীর প্রতিবেশী 'দাদিমা' সাখি ওরাওঁ। -সংবাদচিত্র

বেশিরভাগ কাজ তো আমিই করতাম। দাদিমা দাদিমা বলে আর তো আমাকে ডাকবে না।' বলেই আবার কেঁদে ফেলেন সাখি

মাথায় হাত দিয়ে বসেছিলেন সীতারাম। যন্ত্রের মতো বিড়বিড় করে বলছিলেন, 'বিয়ের পর আমাদের সন্তান হচ্ছিল না। কত ডাক্তার কবিরাজ দেখিয়েছি, তাও হচ্ছিল না। আমরা মানতও করেছিলাম। অবশেষে মেয়ে হল। কিন্তু এভাবে যে ওরা আমাকে একা ফেলে চলে যাবে, ভাবিনি। আমি কাজ থেকে ফিরলেই কোলে এসে বসত। আর হাতে চকোলেট বা অন্য কিছু খাবার না দিলে নামতেই চাইত না।'

অর্জুন মুন্ডার বাড়ি গিয়ে দেখা গেল সঙ্গে। নানকি জানালেন, 'বুধবার

বিয়ের পর আমাদের সন্তান হচ্ছিল না। কত ডাক্তার কবিরাজ দেখিয়েছি, তাও হচ্ছিল না। আমরা মানতও করেছিলাম। অবশেষে মেয়ে হল। কিন্তু এভাবে যে ওরা আমাকে একা ফেলে চলে যাবে,

সীতারাম মুভা লক্ষ্মীর বার্বা

ভাবিনি।

সবাই শোকে বিহুল। কথা হচ্ছিল, বৃহস্পতিবার সীতারামের বাবা সীতারামের ভাইয়ের স্ত্রী নানকি মুন্ডার

সকালে মেয়েকে নিয়ে আমার জা সোনাই চলে এসেছিল। রাতের খাবার খেয়ে আমার ঘরেই মেয়েকে নিয়ে ঘুমিয়েছিল। রাত ১১টা নাগাদ আমার ভাশুর ওদের ঘুম থেকে তুলে নিয়ে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই চিৎকার শুনলাম। বাইরে বেরিয়ে দেখলাম সব শেষ।'

এই বাড়িতেই এদিন দেখা হল কয়েকজন কচিকাঁচার সঙ্গে। কেউ লক্ষ্মীর থেকে সামান্য বড়, কেউ অল্প ছোট। অরবিন্দ মুন্ডা, পল্লবী মুন্ডারা বুধবারও সারাদিন লক্ষ্মীর সঙ্গে খেলীধুলো করেছে। রাতে ঘুম থেকে উঠে বাড়ি যাওয়ার সময় টাটাও করেছে। বলেছিল, বৃহস্পতিবার সকালে আবার আসবে। আর তো বোনটাব আসা হবে না।

ট্রাক উলটে জখম ২ জন

কালচিনি, ২৩ অক্টোবর বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ ৩১সি জাতীয় সড়কের ডিমা সেতু সংলগ্ন এলাকায় একটি বাঁশবোঝাই ট্রাক রাস্তার পাশে উলটে পড়লে ট্রাকচালক ও খালাসি জখম হন। সেই সময় ওই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্নিঞ্চা শৈব। তিনি তাঁর গাড়ি দাঁড় করিয়ে জখমদের উদ্ধার কাজের তদারকি করেন। খবর দেন নিমতি পুলিশ ফাঁড়িতে।

এসে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। ট্রাকটি টেনে তোলার পর আটক করা হবে। সেটি অসম উত্তরপ্রদে**শে** সম্ভবত নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকটি রাস্তার পাশে উলটে পড়ে।





মোঘের কোলে।। সান্দাকফর পাথে টুমলিংয়ে ছবিটি তুলেছেন জয়

তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল নিয়ে বৈঠক

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ২৩ অক্টোবর বীরপাডায় গোষ্ঠীকোন্দলে জেরবার তণমূল। ১০ অক্টোবর বীরপাড়া ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ন'জন সদস্যই লিখিত আকারে জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইককে ওই অভিযোগ জানান। সমস্যা মেটাতে বুধবার বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বীরপাড়ায় বিক্ষুব্ধদের নিয়ে বৈঠক করেন প্রকাশ। এদিন বৈঠকে ছিলেন মাদারিহাটের ব্লক সভাপতি বিশাল গুরুং, বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পোরা। পদ নিয়ে অসম্ভষ্ট তৃণমূল নেতা, পঞ্চায়েত সদস্যরা তাঁদের সামনে ক্ষোভ উগরে দেন। দলীয় সূত্রের খবর, কোন্দল মেটাতে বিশালকে সাতদিন সময় দিয়েছেন প্রকাশ। না হলে অঞ্চল কমিটি নিয়ে হস্তক্ষেপ কবাব কথাও জানান জেলা সভাপতি।

সভাপতি হওয়ার পর ব্লক এবং অঞ্চল কমিটিগুলি পুনর্গঠন করেন আবার অনেককে অঞ্চল কমিটি থেকে একটু সমস্যা হয়েছিল। আলোচনা

ব্লক কমিটিতে নিয়ে যাওয়া হলে একপ্রকার নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়, অভিযোগ বিক্ষুৰ্নদের। ১০টি অঞ্চল কমিটি ভেঙে ১৩টি করেছেন বিশাল। বীরপাড়া ১ নম্বর অঞ্চলকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সবচেয়ে বেশি অসতোয বীরপাড়াতেই। বীরপাড়া হাসপাতালের চিকিৎসককে নিগ্রহ করে এক পঞ্চায়েত সদস্যের গ্রেপ্তার হওয়ার ঘটনাও অভিযোগপত্রে জানিয়েছেন তাঁরা। এমনকি আর্থিক তছরুপের অভিযোগে তৃণমূলের এক পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়িতে কিছুদিন আগে স্থানীয়রা ঘেরাও করেন বলেও অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

বীরপাড়া ১ নম্বর অঞ্চলের প্রাক্তন সভাপতি অলোক মৈত্র. প্রাক্তন জেলা সম্পাদক তথা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য রশিদুল আলমদের ব্লক কমিটিতে পদ দেওয়া হলেও তাঁরা ইস্তফা দিয়েছেন।ইস্তফা দিতে প্রস্তুত বীরপাড়ার দুটি অঞ্চল কমিটির এক ঝাঁক নেতা। বিশাল বিশাল। এতে অনেকের পদ যায়। অবশ্য বলছেন, 'গোষ্ঠীকোন্দল নয়।

গোষ্ঠীকোন্দল নয়। একটু সমস্যা হয়েছিল। আলোচনা করে মেটানো হয়েছে।

> বিশাল গুরুং ব্লক সভাপতি, মাদারিহাট

করে মেটানো হয়েছে।'

বীরপাড়া ১ নম্বর অঞ্চলের (অবিভক্ত) সভাপতি সোমনাথ বন্দোপাধায়কে পথসে বক সম্পাদক করা হয়।পরে সহ সভাপতি করা হয়। বীরপাড়ার প্রভাবশালী নেতা রুস্তম আলিকে ব্লক সম্পাদক করা হলেও তাঁর অনগামীরা বলছেন. 'অঞ্চল কমিটি থেকে ব্লক কমিটিতে নিয়ে গিয়ে আদতে রুস্তমকে নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে।' সোমনাথ জানান. প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনের প্রাক্তন ব্লক সভাপতি বিজয় সিং, দলের প্রাক্তন অঞ্চল সহ সভাপতি মৃণাল সিং, চেতবাহাদুর প্রধানরা ঠাঁই

পাননি। পদ পাননি মহাদেব রায়, ভরত প্রসাদরা। এসব নিয়ে বুধবারের বৈঠক সরগরম হয়। বিশালকে সমস্যা মেটাতে প্রকাশ কডা নির্দেশ দেওয়ার পর কিছুটা হলেও বুকে বল পাচ্ছেন বিক্ষন্ধরা। সোমনাথের মন্তব্য, 'জেলা সভাপতির সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত।

বিশাল অবশ্য বীরপাড়ার দুটি অঞ্চল কমিটি এমনকি প্রয়োজনে ব্লক কমিটিতেও পদাধিকারীর সংখ্যা বাড়ানোর ইঙ্গিত দিয়েছেন। ২০২৪ সালে মাদারিহাটে উপনিব্যচনে বিজেপির পরাজিত প্রার্থী রাহুল লোহার সম্প্রতি তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। 'ভালো কাজ' করলে রাহুলকেও পদ দেওয়া হবে. জানিয়েছেন বিশাল। এদিকে, বীরপাড়ার দুটি অঞ্চল কমিটিতে পুরোনো তৃণমূলিদের ঠাঁই হয়নি। বরং কিছদিন আগে অন্য দল থেকে তৃণমূলে যোগ দেওয়া বেশ কয়েকজন পদ পেয়েছেন, অভিযোগ বিক্ষরদের। এনিয়েও বুধবার তাঁরা প্রশ্ন করেন প্রকাশকে।

হাতির ভয়

বীরপাড়া, ২৩ অক্টোবর : বৃহস্পতিবার সকালে নাংডালা চা বাগানের অদূরে একটি দলছট হাতি ঘৌরাফেরা করায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়ায়। কারণ কয়েকমাস আগে ওই চা বাগানে ঘাস কাটতে গিয়ে হাতির আক্রমণে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছিল।

এদিকে, বুধবার সন্ধ্যায় মাদারিহাটের ছেকামারিতে এক ব্যক্তির এবং মধ্য খয়েরবাড়িতে মাঝরাতে মা এবং শিশুকন্যার মৃত্যু হয় হাতির আক্রমণে। নাংডালার বাসিন্দা ফিরোজ খাড়িয়া বলেন, 'রাতে তো বটেই, আজকাল দিনেরবেলাতেও হাতি ঘোরাঘুরি করে চা বাগানে। কাছেই দলমোড় ফরেস্ট।

কমিটি গঠন

শালকুমারহাট, ২৩ অক্টোবর : শালকুমারহাটের শিসামারা বাঁধ নিয়ে নতুনপাড়া গ্রামের জুম্মাটারিতে নাগরিকদের বৈঠক হয় বৃহস্পতিবার। সেখানে শালকুমার ১, শালকুমার ২ ও পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের নাগরিক প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন শেষে ১৭ জনের 'জলদাপাড়া বন্যা প্রতিরোধ কমিটি' গঠিত হয়। এই কমিটির সভাপতি হন আয়ুব খান ও সম্পাদক হন সাদেক আলি।

ঝুলন্ত দেহ

কামাখ্যাগুড়ি, ২৩ অক্টোবর: বুধবার রাতে কুমারগ্রাম ব্লকের ভক্ষা এলাকার চন্দন দাস (২০) নামে এক তরুণের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। চন্দনের ঝুলন্ত দেহ পরিবারের লোকেরা উদ্ধার করে কামাখ্যাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ।

সম্মান পেলেন ডচালকরা



গাড়িচালকদের সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে। ফালাকাটার শিশাগোড়ে।

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা. ২৩ অক্টোবর : রাত

হোক বা ভোর, যে কোনও সময় যে কোনও বিপদে তাঁরা তাঁদের গাড়ি নিয়ে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন। অসুস্থ মরণাপন্ন রোগীরা অ্যাম্বুল্যান্স না পেলে যাঁরা পৌঁছে দেন হাসপাতালের দরজায়, এবার সেই সব গাড়িচালকদের সম্মান জানাল ফালাকাটার পথের পরিচয় সংঘ। সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ। কখনো-কখনো নিখরচাতেও ওই চালকরা অসুস্থদের হাসপাতালে পৌঁছে দেন। বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠান মঞ্চেই ক্লাবের তরফে ফালাকাটা-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন গ্রামের ২০ জন গাড়িচালককে স্মারক দিয়ে সম্মান মঞ্চে সম্মান পেয়ে আবেগে ভাসলেন শিশাগোড়ের কার্তিক বর্মন

নিজের একটি ছোট চার চাকার গাড়ি চালান। সম্প্রতি তাঁর প্রতিবেশী সাধন রায় মধ্যরাতে অসুস্থ হয়ে পড়লে কার্তিক দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যান। শুধু তিনি একাই নন। পারপাতলাখাওয়ার টোটোচালক সরকার, কালীপুরের রঞ্জিত গাড়ির মালিক মণীন্দ্র সরকারদের মতো আরও অনেকেই নিজের নিজের পাড়ায় প্রয়োজন হলে অ্যাম্বুল্যান্সচালকের ভূমিকা পালন করে থাকেন। এদিন তাঁরা সম্মান পেয়ে আপ্লুত। গাড়িচালক কার্তিকের কথায়, 'আমি ২০ বছর ধরে গাড়ি

হলে অনেকেই আমাকে ডাকেন। তবে এজন্য যে একদিন মঞ্চে সম্মান পাব তা কোনওদিন ভাবিনি।' আরেক চালক মণীন্দ্র সরকারও জানালেন, ক্লাবের এই সম্মান সারা জীবন মনে থাকবে। চালক হিসাবে তিনি দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে পরিচিত।

আবার পারপাতলাখাওয়ার টোটোচালক রণজিৎ সরকার বললেন, 'আমি সাত বছর ধরে টোটো চালাই। আমার পাড়ায় অন্য কোনও এবার ওই ক্লাবের কালীপুজোর ছোট গাড়ি নেই। তাই রাতে কেউ অসুস্থ হলে আমিই হাসপাতালে नित्रं यादे।' क्वात्वत এই अनुष्ठात উপস্থিত ছিলেন ফালাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সূভাষচন্দ্র রায়, জেলা পরিষদের খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ মানিক রায় প্রমুখ। সূভাষের কথায়, 'এই ক্লাব যে এমন অভিনব অনুষ্ঠান জানানো হয়। প্রথমবারের জন্য করবে তা ভাবতেই পারিনি। একেবারে যথার্থ মানুষদের সম্মান জানানো হয়েছে। গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় অ্যাস্থুল্যান্স নেই। এরকম গাডিচালকরাই নিঃস্বার্থভাবেই পাড়ার মানুষের সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসেন।' অন্যদিকে মানিক জানান, এমন ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান দেখে তাঁর ভালো লেগেছে।

২১ অক্টোবর থেকে ক্লাবের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের অনুষ্ঠান চলছে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি আয়োজিত হচ্ছে নানা সামাজিক অনষ্ঠানও। ক্লাবের সভাপতি মিঠন সরকার বলেন, 'সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের জন্যই এমন ব্যতিক্রমী কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। আসলে পাড়ার এই চালকরা প্রকত অর্থে সমাজের বন্ধ। চালাচ্ছি। রাতে পাড়ার কেউ অসুস্থ তাই তাঁদের সন্মান জানানো হল।'

জওয়ানদের ভাইফোঁটা ভুটান সীমান্তে

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

২৩ অক্টোবর : রীতি একই, এলাকা-জনজাতি বিশেষে ভাষাগত পার্থক্যে পরবের নাম-আয়োজনে শুধু সামান্য হেরফের। বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার জেলাজুড়ে নানা রংয়ের মাধুর্যে সাড়ম্বরে পালিত হল ভাইফোঁটা। বাড়ি বাড়ি যেমন অনুষ্ঠান হল, তেমনই বিভিন্ন সংগঠনের তরফেও দিনটি পালন করা হল।

অন্যদিকে, গোর্খা সম্প্রদায়ের মানুষ বুধবার রাতে রীতি মেনে দেউসি উৎসব পালন করেন। বৃহস্পতিবার তাঁদের ভাইটিকা অনুষ্ঠান হয়। সাতালি, ভারোবাড়ি চা বাগান থেকে শুরু করে



ভূটান সীমান্তের লিম্বুধুরায় এসএসবি জওয়ানকে ভাইফোঁটা তরুণীর।

কালচিনি সহ বিভিন্ন চা বাগানে বোনেদের ফোঁটা থেকে বঞ্চিত না অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে কালচিনি ব্লকে ভাইফোঁটার আবার অন্যতম আকর্ষণ হ্যামিল্টনগঞ্জের কালীপুজোর মেলা। ওই মেলায় ঘোরার জন্য অনেক গৃহবধূই ভাইকে ফোঁটা দিতে বাবার বাড়ি যান না। বরং ভাইরাই ফোঁটা নিতে দিদির বাডি চলে আসেন। এবছরও তার অন্যথা হয়নি।

এসএসবি জওয়ানদের এই উৎসবে শামিল করতে কামাখ্যাগুডি ভলান্টারি অগানাইজেশন নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে আয়োজন করা হয় ভাইফোঁটা অনুষ্ঠানের। জওয়ানরা

থাকেন, তার জন্য মন্টি দেবনাথ, ভাইটিকা উৎসব পালিত হয় এদিন। সোনালি দেবনাথের মতো তরুণীরা এদিন ভূটান সীমান্তের হাতিপোঁতার কাছে লিম্বুধুরা, জয়ন্তী ও ভূটানঘাটে এসএসবির ৩৪ নম্বর ব্যাটালিয়নের ক্যাম্পে পৌঁছে যান। জওয়ানরা ফোঁটা পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই আপ্লুত। ফোঁটা দিয়ে শামুকতলা এবং কামাখ্যাগুডি এলাকার ওই তরুণীরাও ভীষণ খুশি। সংস্থার সম্পাদক উদয়শংকর দেবনাথ বলেন, 'জওয়ানরা দেশের জন্য জীবন[´] উৎসর্গ করেন। পরিবার-পরিজনদের ছেড়ে সমস্ত উৎসব থেকে বঞ্চিত থাকেন। এদিন তাঁদের ভাইফোঁটার আনন্দ দিতে পেরে যাতে আমাদের খুব ভালো লাগছে।'



বাজার সরকার

বাজারের ওঠাপড়া গায়ে লাগবে না যদি আপনি বাজার সরকারের কথা শুনে চলেন আপনি প্রশ্ন করুন আমাদের ফেসবুক পেজে। শেয়ার ও মিউচ্য়াল ফান্ড সংক্রান্ত সব প্রশ্নের জবাব দেবেন

বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞ বোধিসত্ত্ব খান

আজ সন্ধে ৬টা

উত্তরবঙ্গ সংবাদের স্টুডিও থেকে

www.facebook.com/uttarbangasambadofficial

বিএলএদের নজরদারি চান শুভেন্দু

কলকাতা, ২৩ অক্টোবর : চৌকিদার চাই। বিএলএ টু বা বুথ ভিত্তিক এজেন্ট নিয়োগে নজরদারি করতে চৌকিদার চাই বলে কার্যত বিজ্ঞাপন দিতে বাকি বিজেপির। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনে সব রাজনৈতিক দলকে প্রতি বুথে দলীয় এজেন্ট দিতে নির্দেশ দিয়েছিল নিবর্চন কমিশন। উদ্দেশ্য, ভোটার তালিকা সংশোধনে কমিশনের প্রতিনিধি বিএলও'কে সাহায্য করা। কিন্তু বিএলও'দের সাহায্য করার বদলে তাদের ওপর নজরদারি করতে নির্দেশ দিয়েছে বিজেপি।

বিএলএ টু'দের প্রশিক্ষণ কর্মশালায় **म**टलत वें एक स्टिप्त भाक जानित्य দেওয়া হয়েছে, বিএলও'দের সঙ্গে

তাঁরা কোথায় যাচ্ছেন, কাদের সঙ্গে মেলামেশা করছেন, কাদের সঙ্গে তাঁদের ওঠাবসা করতে দেখা যাচ্ছে, তার প্রতিদিনকার পুঙ্খানুপুঙ্খ রিপোর্ট পাঠাতে হবে দলকে।

কর্মশালায় প্রশিক্ষণ যাওয়া এক রাজ্য নেতা বলেন, 'বিএলএ টু'দের কাজ হবে বিএলও'দের ওপর কড়া নজরদারি করা। সঙ্গে অভিযোগের পক্ষে সনির্দিষ্ট তথ্য প্রমাণ হাতে রাখা।'

সম্প্রতি, খড়গপুরে তৃণমূলের একটি দলীয় সভায় ৮ বিএলও'র উপস্থিত থাকার গোপন ভিডিও তুলে রাজ্য নেতত্বকে জানিয়েছিল সংশ্লিষ্ট বিএলএ টু'রা। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'খড়গপুরে দলের বুথ লেভেল এজেন্টরা যা করেছেন। সব বিএলএ টু'দের তা করতে হবে। বিএলও'দের কাজে বিএলও'দের ওপর তীক্ষ

মল কাজ।'

এসআইআর-এর প্রস্তুতিতে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে প্রভাব খাটাতেই স্থায়ী সরকারি কর্মচারী থাকা সত্ত্বেও অস্থায়ী আশা, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের নিয়োগ করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছিল বিজেপি। অযোগ্য, তৃণমূল অনুগামী বিএলও'দের বদলে বিকল্প কয়েক হাজার কর্মীর নামের তালিকাও জমা দিয়েছিল কমিশনে। বিজেপির অভিযোগের জবাব জানতে চেয়ে জেলা শাসকদের কাছে রিপোর্ট তলব করেছিলেন মুখ্য নিবাচনি আধিকাবিক মনোজ আগবওয়াল। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিজেপির অভিযোগকে ভিত্তিহীন জানিয়েছিল জেলা প্রশাসন। এই এসআইআর-এর পরিস্থিতিতে

এরকমই এক প্রতিদিন নিয়মকরে এই আশঙ্কার কথা শোনাচ্ছেন, তখন বিজেপি কর্মশালায় রাজ্য সভাপতি শমীক কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে ভোট হবে ধরে ভট্টাচার্য ভার্চুয়াল মাধ্যমে বুথে বুথে দলের এজেন্ট হিসাবে যারা নিয়েই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে।

প্রতি নিবাচনের অন্তত ৬ মাস করবেন তাঁদের সতর্ক করে বলেছেন, 'এই কাজকে আগে দলের সর্বক্ষণের কাজে নিছক দায়িত্ব পালন ভেবে চললে বিস্তারক নিয়োগ করে বিজেপি। এসআইআর-এর উদ্দেশ্য সফল এবার সেই নিয়োগ সেরে ২৫ ও ২৬ হবে না। আর এসআইআর সফল না অক্টোবর রাজ্যের ২৯৪ বিধানসভার হলে বিধানসভা ভোটের পর রাজ্যে বিস্তারকদের নিয়ে প্রথম কর্মশালা বিজেপি করাও মুশকিল হয়ে যাবে। করতে চলেছে বিজেপি। তারাপীঠে দু'দিনের এই কর্মশালায় থাকবেন এটা মাথায় রেখেই আপনাদের কাজ করতে হবে।' গণ্ডগোল বাধিয়ে রাজ্যের কেন্দ্রীয় নিবাচনি পর্যবেক্ষক এসআইআর সম্পূর্ণ হতে দেবে ভূপেন্দ্র যাদব, মুখ্য পর্যবেক্ষক সুনীল না তৃণমূল। আর এসআইআর-এর বনশলরা। এর আগে, শুক্রবার ভিত্তিতে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা না সল্টলেকে দুই কলকাতা, দমদম হলে ভোটই হবে না। নির্দিষ্ট সময়ে যাদবপুরের ২৮টি বিধানসভার ভোট না হলে সংবিধান মেনেই সাংগঠনিক ও নিবার্চনি পরিস্থিতি জরিপ করতে বিশেষ ম্যাপিং মিটিং রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করতে করতে চলেছে বিজেপি।



ছটের প্রস্তুতি। আখ আসছে কলকাতা শহরে। বৃহস্পতিবার। ছবি : পিটিআই।

রাজ্যে ৫১ হাজার বুথে

পাখির চোখ তৃণমূলের

১ কোটি টাকার বেশি প্রতারণায় শীর্ষে কলকাতা

কয়েকদিন আগেই ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো বা এনসিআরবি-র রিপোর্টে মহিলাদের জন্য নিরাপদ শহর হিসেবে কলকাতাকে তুলে ধরা হয়েছিল। কিন্তু ওই রিপোর্টেই উল্লেখ করা হয়েছে, ১ কোটি বা তার বেশি আর্থিক প্রতারণায় দেশের মধ্যে শীর্ষস্থানে রয়েছে কলকাতা। এনসিআরবি-র রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০২০ সালে করোনা পরবর্তী সময়ে কলকাতা পূলিশ ১ কোটি বা তার বেশি আর্থিক প্রতারণার একাধিক মামলা রুজু করেছে। যার মধ্যে কলকাতা শীর্ষস্থানে রয়েছে। ২০২৩ সালে আর্থিক প্রতারণায় কলকাতা পুলিশে ১৫৪৪টি মামলা রুজু হয়েছে। তার মধ্যে ১৩৪৭টি মামলাই ১ কোটি টাকার বেশি প্রতারণার অভিযোগ। চলতি বছরের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত এনসিআরবি-র রিপোর্টে বলা হয়েছে, শুধুমাত্র ১৭৩টি মামলায় ক্ষতির পরিমাণ ১০ কোটি টাকারও বেশি। তবে ১০ কোটি টাকার বেশি প্রতারণা মামলা এই রাজ্যে রুজু হয়নি। রাজধানী দিল্লিতে ৫০ কোটি টাকার বেশি আর্থিক প্রতারণার মামলা ১৯টি এবং ১০০ কোটি টাকারও বেশি প্রতারণার মামলা ১১টি নথিভত হয়েছে। কলকাতা পুলিশের কর্তারা বলেছেন, দিল্লিতে বেশি পরিমাণ টাকা প্রতারণার ঘটনা বেশি। এই রাজ্যে প্রতারণা মামলার তদন্ত চলছে। কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে।

তবে এনসিআরবি-র রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, অন্যান্য আর্থিক প্রতারণা মামলায় রাজ্যের অন্যান্য পাঁচটি রাজ্যের থেকে কলকাতাই সংখ্যায় কম। দিল্লিতে ৪৫৮০টি, মুম্বইয়ে ৬৭৪৬, বেঙ্গালুরুতে ৩৮৫৮, জয়পুরে ৫৩০৪ এবং লখনউয়ে ২৪৬৬টি মামলা রুজু হয়েছে। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে ১৫৪৪টি যে প্রতারণার মামলা রুজু হয়েছে, তার মধ্যে বিশ্বাসভঙ্গের মামলা ছিল ১৮৯টি ও জাল নোটের মামলা ছিল ৮টি। বাকি ছিল জালিয়াতি ও প্রতারণা মামলা। এই রাজ্যে এখনও পর্যন্ত রুজ হওয়া মামলার মধ্যে ১০৬৪টি ক্ষেত্রে পুলিশ চার্জশিট জমা দিয়েছে। এক চাটর্ডি অ্যাকাউন্ট্যান্ট সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেই এই মামলার তদন্ত করছে কলকাতা পুলিশ।

অস্ত্রকারবারি ধৃত তারাপীঠে

রামপুরহাট, ২৩ অক্টোবর গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দুই আন্তঃরাজ্য অস্ত্রকারবারিকে গ্রেফতার করল পুলিশ। তাদের থেকে দুটি সেমি অটোমেটিক পিস্তল এবং চারটি মাগজিন উদ্ধার করা হয়েছে।

ধৃতদের নাম অভয়কুমার শর্মা মিনাররুল শেখ। অভয়ের বাড়ি বিহারের মুঙ্গের। মিনারুল মল্লারপুর থানার বিশিয়া গ্রামের বাসিন্দা। বুধবার দুপুরে তারাপীঠ থানার বেসিক মোরের কাছে একটি হোটেলে অস্ত্র কেনাবেচার সময় স্পেশাল ট্যাক্স ফোর্স এবং তারাপীঠ থানার পলিশ যৌথ অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে। তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনের মামলা রজু করা হয়েছে। বহস্পতিবার তাদের রামপ্রহাট মহক্মা আদালতে তোলা হলে বিচারক পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, এরা দীর্ঘদিন ধরে অস্ত্র কারবারের সঙ্গে যুক্ত। মুঙ্গেরে তৈরি অস্ত্র বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি কবত অভয়। এব সঙ্গে আরও কারা জড়িত তার খোঁজে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।



ভাইফোঁটার দিন কলকাতায়। ছবি : রাজীব মণ্ডল

এসএসকেএমে লকাকে হেনস্তা

কলকাতা, ২৩ অক্টোবর : হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসকের পর এবার রোগী হেনস্তার অভিযোগ। রাজ্যে একের পর এক নারী নিয়তিনের ঘটনায় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এরই মধ্যে এসএসকেএম হাসপাতালের ভিতরে নাবালিকাকে যৌন হেনস্তার অভিযোগ উঠল। জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে ১৪ বছরের ওই নাবালিকা পরিবারের সঙ্গে এসএসকেএম হাসপাতালে যায়। ওপিডি টিকিটের লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁরা। অভিযোগ, ওই সময় তাঁদের টিকিটের ব্যবস্থা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন অভিযুক্ত। তার পরই নাবালিকাকে শৌচাগারে নিয়ে গিয়ে তার শ্লীলতাহানি করা হয়। পূলিশ পরিবারের অভিযোগের অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের নিবাপতা নিয়ে আগেই প্রশ উঠেছিল। তারই মধ্যে দুর্গাপুর ও ঘোরাঘুরি করছিলেন? সূত্রের খবর,

উলুবেডিয়া কাণ্ড সেই বিতর্ক আরও সস্পষ্ট করেছে। এই প্রেক্ষিতে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত এর আগে শস্তুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে কাজ করতেন। এছাড়া এসএসকেএম হাসপাতালে আগে চুক্তিভিক্তিক ওয়ার্ডবয়েরও কাজ করেছেন। এখন এনআরএস হাসপাতালে অস্থায়ী কর্মী হিসেবে কাজ করেন। নাবালিকার পরিবারের অভিযোগ, অভিযুক্ত ওয়ার্ডবয়ের পোশাক পরে এসৈছিলেন। তিনি বহির্বিভাগের টিকিটের ব্যবস্থা করে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। তারপরই টুমা কেয়ারে শৌচাগারে নাবালিকাকে নিয়ে গিয়ে এই ঘটনা ঘটানো হয়। নাবালিকার চিৎকারে লোকজন ছটে এলে অভিযুক্ত ধরা পড়েন। তাঁর বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। তবে প্রশ্ন উঠছে, আগে কাজ করার সুবাদে এসএসকেএমে প্রবেশ করলেও কীভাবে নজরদারি এডিয়ে নাবালিকাকে সঙ্গে নিয়ে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় স্বাস্থ্যক্ষেত্রে শৌচাগারে প্রবেশ করলেন তিনি? এই সমাজে থাকা উচিত নয়। কেন ওয়ার্ড বয়ের পোশাক পরে

অভিযুক্ত এসএসকেএম হাসপাতালে দালালচক্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অভিযুক্তকে এদিনই আদালতে তোলা হলে তাঁকে হেপাজতের

নির্দেশ দেওয়া হয়। অন্যদিকে, বুধবার দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনের বাইরে এক তরুণীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছে। অভিযুক্তকে সিসিটিভি ফুটেজ দেখে শনাক্ত করার পর গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ইচ্ছাকৃতভাবে তরুণ তাঁকে অশ্লীলভাবে স্পর্শ করেন। অভিযুক্ত ধরার চেষ্টা করা হলে হাত ছেড়ে পালিয়ে যান। একের পর এক এই ঘটনায় রাজ্যের নিরাপতা নিয়ে প্রশ্ন তলে গণ আন্দোলনের প্রয়োজন রয়েছে বলে মন্তব্য করেন আরজিকর আন্দোলনের অন্যতম মখ চিকিৎসক অনিকেত মণ্ডল। এদিনই রাজ্য পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'যাঁরা ভাই-বোন সম্পর্কের বিশ্বাস করেন না, কিছু পিশাচ কিংবা অসুরবৃত্তি মনোভাবের মানুষ আছেন, তাঁদের একটা নারীর অসম্মানের অর্থ গোটা

নভেম্বরের শুরুতেই সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৩ অক্টোবর প্রায় ৯০ হাজার প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকার অনিশ্চিত তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা ভবিষ্যৎকে নিশ্চিত করতে সুপ্রিম এসআইআর হলে এই রাজ্যে দেড কোটি ভোটারের নাম বাদ যাবে বলে কোর্টে আবেদন জানানোর প্রস্তুতি **শে**ষ রাজ্য সরকারের। নভেম্বরের আগেই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই এই আবেদনের প্রতিমন্ত্রী তথা বনগাঁর সাংসদ শান্তন ঠাকুর ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু আর্জি পেশের সিদ্ধান্ত নিয়েছে নবান্ন। শিক্ষা দপ্তরকে সেই অনুযায়ী প্রস্তুতি অধিকারী। এই রাজ্যের ৯৪ হাজার চূড়ান্ত করতে নির্দেশিও দেওয়া বৃথের মধ্যে ৩৪ হাজার বৃথ পুরোপুরি হয়েছে। পুরো বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী মমতা সংখ্যালঘু অধ্যুষিত। আরও ১৭ হাজার বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানানো হয়েছে বুথে সংখ্যালঘুরা ভোটের ফলাফলে মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে এই নিয়ে যথেষ্ট নির্ণায়ক ভূমিকা নেন। এই আলোচনার পর আবেদনের আর্জির পরিস্থিতিতে ওই ৫১ হাজার বুথে বিষয়ে অনুমোদনও দিয়েছেন। আর বিশেষ লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছে তৃণমূল।এই তারপরই শাঁরোদৎসবের ছুটির মধ্যেই বুথের বিএলএ-১ ও বিএলএ-২-দের চডান্ত প্রস্তুতির কাজ সেরে ফেলেছে সঙ্গে আগামী সপ্তাহেই বৈঠকে বসতে প্রাথমিক শিক্ষা পর্যদ। শিক্ষামন্ত্রী চলেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্রাত্য বসু স্বয়ং এই ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন বলে তাঁর দপ্তর সূত্রে মূলত সংখ্যালঘু এলাকায় ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া যে বিজেপির মূল জানা গিয়েছে।

টেট-রায় পনর্বিবেচনার আর্জি

সারা দেশে কর্মরত প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের টেট পাশ করতেই হবে বলে অতিসম্প্রতি দেশের সর্বেচ্চি আদালত নির্দেশ দেওয়ার পর দেশের অন্যান্য রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গেও কর্মরত প্রায় ৯০ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এমনিতেই রাজ্যে মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক স্তুরে সম্প্রতি সবেচ্চি আদালতের রায়ে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিলের পর কম ভোগান্তি হয়নি বাজ্য সবকাবেব। যাব জেব এখনও চলছে। এবার আবার প্রায় লাখ খানেক প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকরি হারানোর আশঙ্কায় নতন করে উদ্বেগের দিন গুনতে হচ্ছে রাজ্য সরকারকে। মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং এই ব্যাপারে আবার বিচলিত বোধ করছেন বলে তাঁর ঘনিষ্ঠমহলের খবর রাজ্যে বিধানসভা ভোটের আগে এই ইস্যু নিয়েও নবান্নের কপালে ভাঁজ পড়েছে। নবাল্লের অন্দর্মহল ও শিক্ষা দপ্তরের তৎপরতাও তার জানান দিচ্ছে।

হাজার বিএলএ-র সঙ্গে ভার্চয়াল বৈঠকে অংশ নেবেন অভিযেক।

তৃণমূল সূত্রে খবর, ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া রুখতে কী কী করণীয় তা যেমন ওই বৈঠকে স্পষ্ট করে দেওয়া হবে, একইভাবে পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম যাতে বাদ না যায়, সেদিকেও নজর রাখতে বলা হয়েছে। পরিযায়ী শ্রমিকরা কাজের কারণে ভিনরাজ্যে রয়েছেন। তাঁরা যে সংশ্লিষ্ট এলাকায় ভোটার রয়েছেন, তা তাঁদের ফর্মে ফিল-আপ করে জানাতে হবে। কিন্তু তাঁদের অনেকের পক্ষেই হঠাৎ করে গ্রামে ফিরে আসা সম্ভব নয়। এই পরিস্থিতিতে পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিতে পশ্চিমবঙ্গ পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোনও পরিযায়ী শ্রমিক ফিরে আসতে না পারলে তাঁর পরিবারের সদস্যদের দিয়ে ওই ফর্ম পূরণ করার উদ্যোগ নেবেন বিএলএ-রা।

প্রবীণ তণমূল নেতা তথা রাজ্যের পরিষদীয়মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'বাংলার সংখ্যালঘু ভোটারদের সপ্তাহের প্রথমেই রাজ্যের প্রায় ৫১ নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত করছে লক্ষ্য থাকবে।

বিজেপি। আর সেই কারণেই আমরা বথ লেভেল এজেন্টদের অনেক বেশি সক্রিয় থাকতে নির্দেশ দিয়েছি। এই নিয়ে দলের শীর্ষনেতৃত্ব যাবতীয় নির্দেশ খুব তাড়াতাড়ি দিয়ে দেবেন। তবে বুথ লেভেল এজেন্টদের ভূমিকা ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে দাঁড়াবে।' তৃণমূল সত্ৰে জানা গিয়েছে, আপাতত সিদ্ধান্ত হয়েছে, বিএলওরা যখন বাড়ি বাড়ি তালিকা সংশোধনের কাজে যাবেন. তখন তৃণমূলের বিএলএ-রা তাঁদের সঙ্গে থাকবেন। কোনও নাম বাদ দেওয়ার অভিযোগ উঠলে বিএলএরা তার প্রতিবাদ করবেন ও প্রয়োজনীয় নথি নির্বাচন কমিশনের কাছে জমা দেবেন। পশ্চিমবঙ্গ পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ পর্যদের চেয়ার্ম্যান সামিরুল ইসলাম বলেন, 'ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধনের জন্য কী কী নিৰ্দেশ থাকছে, তা এখনও নিবর্চন কমিশন আমাদের জানায়নি। তবে কোনও ভোটারের নাম যাতে বাদ না যায়, সেদিকে আমাদের মূল

মটর্রি শেল

লক্ষ্য হতে চলেছে, তা বুঝতে পেরেছে

রাজ্যের শাসকদল। তাই আগামী

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৩ অক্টোবর : ভোটার

বোলপুর, ২৩ অক্টোবর : প্রায় দেড় মাস আগে অজয় নদ থেকে উদ্ধার হওয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত মটার শেলটি নিষ্ক্রিয় করল ভারতীয় সেনাবাহিনীর জওয়ানেরা। তাঁরা প্রথমে ঘটনাস্থলে পৌঁছে সবদিক খতিয়ে দেখে তারপর শেলটিকে নিষ্ক্রিয় করে। নিষ্ক্রিয় করার সময় কেঁপে ওঠে আশেপাশের এলাকা। তবে শেলটি নিষ্ক্রিয় হতেই আতঙ্ক অনেকটা দূর হয় নদ সংলগ্ন

গ্রামের বাসিন্দাদের। চলতি বছরের ১২ সেপ্টেম্বর বোলপুর থানার সিঙ্গি গ্রাম পঞ্চায়েতের লাউডোহা গ্রাম সংলগ্ন অজয় নদের চরে একটি মটার শেল পরে থাকতে দেখা যায়। স্থানীয়রা প্রথমে সেটিকে দেখে কৌতৃহলবশত ভিড় জমালেও দ্রুতই আতঙ্ক ছড়িয়ে পরে এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বোলপুর থানার পুলিশ। খবর দেওয়া হয় বোম্ব স্কোয়াড ও সেনাবাহিনীকে।

আত্মীয়স্বজনে বাড়ি গমগম করত

ঋষিতা ভৌমিকের। ভাইফোঁটা

ঘরোয়া অনুষ্ঠানে

কলকাতা, ২৩ অক্টোবর : রাজনীতিকদের প্রকাশ্য ফোঁটাতে নেই শুভেন্দ অধিকারী। দিনভর রাজ্য রাজনীতির হেভিওয়েট রাজনীতিকদের ফোঁটায় কোথাও তাঁকে দেখা যায়নি। এদিন বিরোধী দলনেতার একমাত্র প্রকাশ্য কর্মসূচিটি ছিল সন্ধ্যায় ব্যারাকপুরে ছটের একটি অনুষ্ঠানে। সেখানে তাঁর পাশে ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। খুবই সংগোপনে একান্ত ঘরোয়া পরিসরে ভাইফোঁটা সারলেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। বহস্পতিবার নিভতে দেশের বাড়িতে বোনেদের থেকে ফোঁটা নিয়েছেন তিনি। খানিককটা নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে দিনের শেষে তা সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছেন দিলীপ। তবে, দিলীপের সঙ্গে ফোঁটার

মেনে ঘরোয়া পারিবারিক পরিবেশে। দই দিদি ও বোনের থেকে ফোঁটা

নিয়েছেন শমীক। গেরুয়া শিবিরের ফোঁটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়েছে ঘাসফুল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাডিতে এদিন ফোঁটা নিতে গিয়েছিলেন শোভন চট্টোপাধ্যায় বান্ধবী বৈশাখীকে নিয়ে। সদ্ এনকেডিএ চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পেয়ে কালীঘাটের আরও কাছে চলে এসেছেন তিনি। সাত সকালে নিউ আলিপুরে দলীয় কার্যালয়ে মন্ত্রী অরুপ বিশ্বাসের ভাইফোঁটার আসর একেবারে জমজমাট। সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে লাভলি মৈত্ররা দলবেঁধে এসে অরুপকে মিষ্টিমখ করিয়ে ফোঁটার নামে জয়তিলক এঁকে দিয়েছেন কপালে। বর্ষীয়ান মন্ত্রী উৎসব উদযাপনে মিল রয়েছে বর্তমান শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের ফোঁটায় রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের। অবশ্য সাবেকিয়ানা। নিজের বাড়িতে এদিন শমীকও ভাইফোঁটা সেরেছেন বোনের থেকে ফোঁটা নিয়েছেন। একেবারে হিন্দু বাঙালি সংস্কৃতি সঙ্গে উপহার।

য়ে সাধপূরণ ভার্চুয়াল ভাইফোঁটায়

কলকাতা, ২৩ অক্টোবর : জানলার গরাদ পেরিয়ে স্পিঞ্চ রোদ স্পর্শ করেছে থালায় সাজানো চন্দন, সিঁদুর, কালি, ঘি. ধান. দুর্বার ওপর। বোন প্রিয়াংকা ঘোষ সকাল থেকে উপবাস করে দাদার জন্য অপেক্ষায়। ফোনের স্ক্রিনে ভেসে উঠল দাদা প্রিয়ম ঘোষের মুখ। ভিডিও কলেই ক্যামেরার দিকে থালা বাড়িয়ে দাদাকে বরণ ও ফোনের স্ক্রিনে চন্দনের আঙুল পড়ল বোনের। দাদার কপালে ফোঁটা পড়ল না, কিন্তু কৃত্রিমতাতেই ভাইফোঁটার আস্বাদ নিলেন তাঁরা। বর্তমান যুগে কর্মসূত্রে ভাই বা বোনেরা থাকেন প্রবাসে। এই দিনটিতে অনেকের ফেরা হয়

প্রযক্তিব দৌলতে তবে ভৌগোলিক দূরত্ব ঘুচেছে ভাই-

উপহারের তালিকায় পাঞ্জাবি, মিষ্টির প্যাকেট মাস্ট। তবে আধুনিকতার ছোঁয়ায় ভাইফোঁটাও এখন ডিজিটাল। সেই সঙ্গে উপহারের ক্ষেত্রেও এসেছে ট্রেন্ডি ছোঁয়া। ই-ভাউচার, গিফট অনলাইন সাবস্ক্রিপশন কার্ড. প্যাকেজ, গ্যাজেটের অনলাইন এবং স্পিড পোস্টের উপহার মাধ্যমেও পাঠানোর রেওয়াজ বাড়ছে। গত ৮ বছর ধরে ভাইফোঁটায়

বাড়ি আসা হয় না দীপাঞ্জন ভৌমিকের। বোন থাকেন কলকাতায়। একরাশ মন খারাপ নিয়ে বললেন, 'কাজের জন্য এখন মুম্বইয়ে রয়েছি। বাড়ি যাওয়া হয় না। কৈশোরের ভাইফোঁটার দিনের কথা মনে পড়লে মন খারাপ হয়। একসঙ্গে কত খুনশুটি করতাম। ও



কপালে ফোঁটা ছোঁয়ানোর আনন্দই আলাদা। নদিয়ায়। বৃহস্পতিবার।

হোক ডিজিটাল, কিন্তু কমেনি অনুভূতি। বললেন, 'বিষয়টি এক বছর ধরে ভার্চুয়ালি তিন ভাইকে দিকে আবেগের, আরেক দিকে ভাইফোঁটা ফোঁটা দেন প্রমিতা মুখোপাধ্যায়। দুঃখেরও।মুখোমুখি বসে ভাইফোঁটা

দেওয়ার যে রেওয়াজ সেই অনুভূতি যেন পাই না। অনলাইনেই দু'জনৈ উপহার পাঠিয়ে দিই।

নেওয়ার জন্য কলেজ থেকে ভাই অর্ণব দৌড়ে আসত। কিন্তু ভাইয়ের গলাও শুনতে হয় ভার্চুয়ালি। ঋষিতা বললেন, 'প্রজোর সময় ও আসে। কিন্তু কালীপুজোর আগে ফিরে যায় বেঙ্গালুরুতে। এই দিনটায় থাকা হয় না। আগে এই সময় মামা-পিসিতে মিলে ঘর ভর্তি থাকত। এবছর বাড়ি যাওয়ার জন্য তৈরি ছিলেন পীযুষ মাইতি। কিন্তু শেষমুহূর্তে ছুটি বাতিল হওয়ায় মন খারাপ তাঁর। বললেন, 'এবার কাজের জায়গায় ফোন রাখার অনুমতি নেই। তাই আর ভার্চয়াল ভাইফোঁটারও সুযোগ নেই।' প্রিয়মের বোন এবার আবদার করেছে একমাসের নেটফ্লিক্সের রিচার্জ করে দিতে হবে। তিনি বললেন, 'এখন অনলাইনেই গিফট ভাউচার না ইন্সটামার্টের মাধ্যমে উপহার পাঠিয়ে দিই।'

কলকাতা, ২৩ অক্টোবর : শীঘ্রই রাজ্যে এসআইআর ঘোষণা করতে চলেছে নির্বাচন কমিশন। বছর ঘুরলেই বিধানসভা নিবার্চন। তাই সাংগঠনিক পরিস্থিতি ও দলীয় অবস্থান ঝালিয়ে নিতে ক্লাস বসবে সিপিএমের। শনিবার ও রবিবার সেই ক্লাস রয়েছে। তখনই আবার রাজ্য কমিটির বৈঠকও হবে। তাতেই ভোট-প্রস্তুতি ও এসআইআর নিয়ে আলোচনা করবে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট। সূত্রের খবর, বৈঠকে থাকার কথা রয়ৈছে সিপিএমের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাতের। দু'দিন রাজ্য কমিটির নেতারা

নিবচিন দিল্লিতে জাতীয় কমিশন সমস্ত রাজ্যের মুখ্য নিবার্চনি আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক পার্টি ক্লাস গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করছে আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

আলোচনা করবেন প্রস্তুতি নিয়ে।

সাম্প্রতিক পরিস্থিতি, বিশ্ব রাজনীতি, আরএসএস-এর শতবর্ষপর্তিতে তাদের অ্যাজেন্ডার নেতিবাচক দিক সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বলবেন প্রকাশ কারাত. দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক মহম্মদ সেলিমরা। তারপর রাজ্য নেতারা বৈঠক সারবেন। দলের অন্দরে চর্চা, এসআইআর হলে নাম বাদ পডবে অনেকের। প্রতিটি রাজনৈতিক দলই তাদের ভোটব্যাংক বাঁচানোর চেষ্টা করবে। ইতিমধ্যেই বিএলও-দের সঙ্গে বাড়ি বাড়ি যাওয়ার নিদান দিয়েছেন তৃণমূল নেতারা। কংগ্রেসও বিএলও-২ নিয়োগের প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে চাইছে। এই পরিস্থিতিতে সিপিএমও চাইছে তাদের ভোটব্যাংক রক্ষা করতে। সংগঠনের হাল বিবেচনা সেরেছেন। এই প্রেক্ষিতে শীর্ষ নেতৃত্বের করে এখন শক্তি বাড়ানোই তাদের উপস্থিতিতে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের এই মূল উদ্দেশ্য। এই বিষয়গুলি নিয়েও



মান্না দে ১৯৩৬ সঞ্জীব

সাহিত্যিক চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম আজকের

আলোচিত



করেছিলাম। কিন্তু ক্যাচগুলি যদি ধরা যেত, গল্পটা অন্যরকম হতে পারত। তাছাডা খেলা যত গড়িয়েছে বল পুরোনো হওয়ায় উইকেট ব্যাটিংবান্ধব হয়ে গিয়েছিল। আগের ম্যাচের মতো টস ততটা প্রভাব ফেলেনি। পিচও পরে ভালো হয়ে গিয়েছিল। - শুভমান গিল

ভাইরাল/১



রাজস্থানে সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্টেট (এসডিএম) ও পেটোল পাম্পের কর্মীদের হাতাহাতি। গাড়িতে তেল ভরা নিয়ে তর্কাতর্কি গড়ায় চড়, থাপ্লড়ে। এসডিএম জানান, তাঁর স্ত্রীর প্রতি দুর্ব্যবহার করাতেই তিনি চড় মারেন। ৩ কর্মী ধৃত।

ভাইরাল/২



সিআইএসএফের চোখ এডিয়ে বেঙ্গালরু-দিল্লি ফ্লাইটে এক অপ্রকৃতস্থ ব্যক্তি উঠে পডেছিলেন। টেক-অফের সময় তিনি সিটে বসতে অস্বীকার করেন। ক্র-দের কথা অমান্য করে চিৎকার করতে থাকেন। পরে পরিস্থিতি শাস্ত হলেও বিমান

দেরিতে ছাডে।

অভিনয়ে কি এবার এআই অভিনেতাই?

কৃত্রিম বৃদ্ধিমন্তায় তৈরি হয়েছে টিলি নরউড। তার আগমনে এমিলি ব্লান্ট, কিয়ারসি ক্লেমন্সের মতো অভিনেতারাও শঙ্কিত।

প্রশ্নে নিরাপদ তকমা

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৫৪ সংখ্যা, শুক্রবার, ৬ কার্তিক ১৪৩২

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শ্রের আর শেষ নেই। পার্ক স্ট্রিট কাণ্ড, কামদুনি কাণ্ড, হাঁসখালি কাণ্ড, আরজি কর কাণ্ড, কসবা কাণ্ড, দুগাপুর কাণ্ড ...। চৌত্রিশ বছরের বামফ্রন্ট জমানার পর ২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর থেকে বাংলায় নারী নিয়তিনের একের পর এক ঘটনার রেকর্ড। অথচ কলকাতাকে ভারতের নিরাপদতম শহর বলে দাবি করা হচ্ছে ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যরোর (এনসিআরবি) রিপোর্টে। দেশের সেই নিরাপদত্ম শহরেই আরজি কর মেডিকেল কলেজ বিশ্বের অন্যতম ভয়ংকর ধর্ষণ, খুনের সাক্ষী হয়েছে।

আর্মজ কর মেডিকেল ছিল নিহত তরুণী চিকিৎসকের কর্মস্থল। যাঁকে ধর্ষণের পর শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়। কিন্তু ঘটনাস্থলের প্রমাণ এমনভাবে লোপাট করা হয়েছে বলে অভিযোগ, যাতে নিযাতিতার বাবা-মা ঘটনার তদন্ত বা বিচার, কোনওটাতেই সম্ভুষ্ট হতে পারেননি। আরজি করে ওই ঘটনার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহিলাদের নাইট ডিউটি না দিতে বেসরকারি সংস্থাগুলিকেও অনুরোধ করেন।

দশদিনে বিচার শেষ করে ধর্ষককে মৃত্যুদণ্ড দিতে রাজ্য সরকার বিধানসভায় অপরাজিতা বিল পাশ করায়[।] কিন্তু বাংলায় ধর্ষণ বন্ধ হয়নি। বছর না ঘুরতেই সাউথ ক্যালকাটা ল' কলেজের এক ছাত্রীকে নিরাপত্তারক্ষীর রুমে গণধর্ষণ করা হয়। অভিযুক্ত তিনজনই তৃণমূল কর্মী। মূল অভিযুক্ত এক তৃণমূল বিধায়কের ঘনিষ্ঠ। তার রেশ না কাটতেই আবার দুর্গাপুরে বেসরকারি মেডিকেল কলেজে গণধর্ষণের অভিযোগ। নিযাতিতা ওডিশার বাসিন্দা হওয়ায় ওই রাজ্যের সরকার নিন্দায় সরব।

অভিমানী নিযাতিতার বাবার বক্তব্য, 'সোনার বাংলা সোনার থাকুক। আমরা আর আসব না। বড় ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলেন নিযাতিতা। এই ঘটনায় পরীক্ষায় বসা হয়নি তাঁর। পরে সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষায় বসার পরিকল্পনা আছে। কিন্তু নিযাতিতার বাবা যেমন বলেছেন, তাতে সকলের আশঙ্কা, মেয়েকে আর এখানে তিনি রাখতে চান না।

দর্গাপর বেসরকারি মেডিকেল কলেজ কর্তপক্ষ অবশ্য নিযাতিতার পরিবারকে বারবার অনুরোধ করেছে, মেয়েটিকে যেন এখানেই এমবিবিএস পড়া শেষ করতে দেওয়া হয়। নিযাতিতা যদি দুর্গাপুর ছেড়ে চলে যান, তাহলে বাংলার পক্ষে এর চেয়ে অসম্মান ও লজ্জার আর কিছু হবে না। শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের নয়, মুখ পুড়বে রাজ্যবাসীরও।

২০২৪-এর অগাস্টে আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ-আন্দোলনের আঁচ রাজ্য এবং দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে অন্তত পঁচিশটি রাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়েছিল। রাজ্য সরকার দশদিনে ধর্ষকের বিচার ও ফাঁসি চেয়ে বিধানসভায় অপরাজিতা বিল পাশ করিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ভেবেছিলেন, আরজি করের পর আর নিশ্চয় এমন কাণ্ড ঘটবে না। কিন্তু ভূল ভেবেছিলেন বঙ্গবাসী।

২০১১ সালে দিল্লিতে নির্ভয়া কাণ্ডের পরেও তৎকালীন ইউপিএ সরকার নারী নির্যাতন ঠেকাতে নানা আইনি পদক্ষেপ করেছিল। নাগরিক আন্দোলনে টলমল হয়ে গিয়েছিল শীলা দীক্ষিতের কংগ্রেস পরিচালিত দিল্লি সরকার। ভারতে 'রাত দখল' কর্মসূচির সূচনা সেই সময়ে। দেশবাসী ভেবেছিলেন, এদেশে ভবিষ্যতে আর এমন বীভৎস যৌন নিযাতন ঘটবে না।

কিন্তু আমাদের সকলকে ভূল প্রমাণিত করে একের পর এক ধর্ষণ, গণধর্ষণ ঘটেই চলেছে। পরপর ধর্ষণের ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গের ভাবমূর্তি নম্ট করছে। জাতীয় ও আন্তজাতিক সংবাদমাধ্যমে খবর ছড়ালে রাজ্যের বদনাম হয়। পর্যটন ব্যবসা মার খায়। নারীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন। নেতিবাচক প্রভাব পড়ে রাজ্যের স্বাভাবিক জীবন ও সামাজিক পরিবেশের ওপর।

তৃণমূল এরাজ্যে নারী নির্যাতনের অভিযোগ ওঠামাত্র যোগী-রাজ্যের দৃষ্টান্ত টানে। এনসিআরবি-র রিপোর্ট দেখায়। কিন্তু বাস্তব যদি অন্যরকম প্রিস্থিতি আঙুল দিয়ে দেখায়, তাহলে ওই রিপোর্টের আর কী গুরুত্ব থাকে সাধারণ মানুষের কাছে?

অমৃতধারা

মনের চেয়ে চিত্ত সূক্ষ্ম। চিত্তের মধ্যে বিষয়ের যোগ হইলেই মনের সৃষ্টি হয়। যেরূপ সরোবরের জলের মধ্যে ঢিল ছুড়লে বা অন্য কোনওরকম আঘাত লাগিলে তরঙ্গ উপস্থিত হয়, সেইরূপ চিত্তের মধ্যে বিষয়ের যোগ হইলে মনের ক্রিয়া হয়। চিত্তই প্রকৃতি। চিত্ত. অহংকার, বুদ্ধি ও মন-মনের এই চারিটি বিভাগ। মন জড়ও নয়, চেতনও নয়-মনের স্বরূপ অচিন্তনীয়। যেমন রঙ্গমঞ্চে এক নট- বিভিন্ন ভূমিকায় বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া বিভিন্ন প্রকার অভিনয়ের জন্য বিভিন্ন নাম ধারণ করে, তদ্রূপ মনও কর্মভেদে অনেক ধারণ করিয়া থাকে এই জগৎ মনেরই সৃষ্টি। সমষ্টি মনই ব্রহ্ম। এই জীবজগৎ ব্রহ্মেরই বিকাশ। ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই। ব্রহ্ম যেমন অনাদি, জীবও সেইরূপ অনাদি। -শ্রীশ্রীনিগমানন্দ সরস্বতী



হয় অদূরভবিষ্যতে অস্কার পান টিলি নরউড নামের কোনও এক অভিনেত্রী ? এমনিতে অস্কার বা কোনও পুরস্কার পেতেই

পারেন যে কোনও

অভিনেত্রী। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যাপারটা অতটাও সহজ নয়। কারণ সেটা একটা হুলুস্কুল ঘটাবার মতো ঘটনা হবে। অবশ্য হইচই তো পড়েইছে। বিষয়টা একটু খোলসা করা যাক।

আসলে টিলি নরউড নামে বাস্তবে এক অভিনেত্রী আছে, এবং নেইও। কারণ সে মানুষ নয়। ১০০ শতাংশ কৃত্রিম বৃদ্ধিমন্তার দারা নির্মিত এই নরউড। প্রবলভাবে তার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে সেপ্টেম্বরের শেষে. জুরিখ ফিল্ম ফেস্টিভালে। তাকে তৈরি করেছে মূল এআই প্রোডাকশন কোম্পানি পার্টিকেল্ড থেকে উৎসারিত এআই ট্যালেন্ট স্টুডিও শিকোইয়া। টিলি নরউড-কে দেখলে মনে হবে গ্যাল গ্যাডোট, আনা ডে আরমাস, আর ভানেসা হাজেন্স-এর মিশেল। তার প্রস্তুতকারীরা অবশ্য তাকে প্রোজেক্ট করছেন পরবর্তী নাটালি পোর্টম্যান কিংবা স্কারলেট জোহানসন হিসেবে। মনে রাখতে হবে, নাটালি পোর্টম্যান একজন অস্কার বিজেতা, আর জোহানসন মনোনীত হয়েছিলেন অস্কারের জন্য। স্কারলেট জোহানসনের উল্লেখটা অবশ্য আর একটা কারণেও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে জোহানসনের ভাবমর্তি। সেটা অবশ্য ১২ বছর আগেকার তাঁর এক চরিত্রাভিনয়ের জন্যই। মনে পড়তে পারে, ২০১৩-র হলিউড ছবি 'হার'-এ জোহানসন কণ্ঠ দিয়েছিলেন একটি কৃত্রিম বৃদ্ধিমত্তা পরিচালিত কম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেমের।

এখনও পর্যন্ত নরউড অভিনয় করেছে কেবলমাত্র একটি শর্ট ফিল্মে, যার নাম 'এআই কমিশনার'। সেখানে তার অভিনয় কিংবা অভিব্যক্তি দেখে সমালোচকরা কিন্তু আদৌ উচ্ছ্সিত নন। তবু তাকে নিয়ে প্রবল ঝড় উঠেছে হলিউডে। ঝড় উঠেছে কানাডা কিংবা ব্রিটেনের অভিনয় জগতেও। কারণটা সহজবোধ্য। আসলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যে প্রচুর মানুষের রুটিরুজি ধরে টান দিয়েছে, অভিনয়ের জগৎটাও তো তার বাইরে নয়। অভিনয় এবং এর সঙ্গে জড়িত ক্ষেত্রগুলিতে এআই-এর প্রভাবকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য এমনকি ২০২৩ সালে দীর্ঘমেয়াদি স্ট্রাইক পর্যন্ত করে হলিউডের অভিনেতাদের সংগঠন এবং স্ক্রিপ্টরাইটারদের সংগঠন। এর ফলাফল ছিল আংশিক সাফল্য। এআই-কে নিয়ন্ত্রণের কথা ওঠে। কিন্তু সবাই জানে, এআই দৈত্যকে বোতলের মধ্যে আটকে রাখা বড্ড কঠিন।

এআই অভিনেতাদের দিয়ে অভিনয় করালে খরচ নাকি প্রায় ৯০ শতাংশই কমে যাবে। প্রযোজকরা তাই স্বাভাবিকভাবেই ঝুঁকবেন এমন অভিনেতাদের দিকে। আর দর্শকদের রুচি সেই অনুসারেই তৈরি হয়ে যাবে, এমনই মনে করেছেন সংশ্লিষ্ট অনেকেই। টিলি নরউডের আত্মপ্রকাশে তাই শঙ্কিত অভিনেতারা, যাদের জীবিকা সরাসরি প্রভাবিত হবে এমন সব নরউড-দের দাপটে। এমিলি ব্লান্ট, কিয়ারসি ক্লেমন্স, মেলিসা ব্যারেরা এবং লুকাস গেজ-এর মতো অভিনেতারা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এইসব এআই অভিনেতাদের নিয়ে। 'আক্ষরিক অর্থেই যে অভিনয় শিল্পকে আমরা জানি অতনু বিশ্বাস



এ হল তার সমাপ্তির চিহ্ন', এমনটাই বলেছেন অস্কার মনোনীত অভিনেতা লকা গুয়াডাগ্নিনো। 'একে কারোরই সমর্থন করা উচিত নয়,' বলেছেন তিনি।

হলিউড অভিনেতাদের ইউনিয়ন, স্যাগ-আফট্রা'র মতে, সুজনশীলতা মানব-কেন্দ্ৰিক ছিল এবং তাই থাকা উচিত। ইউনিয়ন অবশ্যই নরউডের মতো কৃত্রিম অভিনয়শিল্পীদের দিয়ে মানব অভিনেতাদের প্রতিস্থাপনের বিরুদ্ধে। সেই সঙ্গে রয়েছে আরও জটিল প্রশ্ন। যেমন, নরউডকে তৈরি করা হয়েছে কম্পিউটার প্রোগ্রাম দিয়ে। তাকে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে বহু অভিনেতার অভিনয়ের ক্লিপিং দিয়ে। সেগুলো এই এআই-এর ট্রেনিং ডেটা, তার তথ্যভাণ্ডার। এইসব তথ্যকেই পুরে দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে। আর কম্পিউটার প্রোগ্রাম সেই তথ্যভাণ্ডার মন্থন করে তৈরি করে তার অভিব্যক্তি, তার অভিনয়। কিন্তু যে অসংখ্য পেশাদার অভিনয়শিল্পীদের কাজের উপর ভিত্তি করে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে নরউডকে, সেজন্য নেওয়া হয়নি তাঁদের অনুমতি বা তাঁদের দেওয়া হয়নি কোনও ক্ষতিপুরণ। ঠিক যেমনটা হয়ে আসছে অধিকাংশ জেনারেটিভ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে। তাই অনেকেই মনে করেন, এই সমস্ত শিল্পীর নাম জনসম**ক্ষে** প্রকাশ করা উচিত প্রস্তুতকারী সংস্কৃটির পক্ষ থেকে, এবং ভবিষ্যতে নরউডের যে কোনও কাজের জন্য তাঁদেরও দেওয়া উচিত রয়্যালটির একটি অংশ। 'চুরি করা অভিনয় ব্যবহার করে অভিনেতাদের কাজ থেকে সরিয়ে দেওয়ায় সমস্যা তৈরি হয়েছে এবং অভিনয়শিল্পীদের জীবিকা বিপন্ন করেছে আর অবমূল্যায়ন করেছে মানুষের শৈল্পিকতার, বলেছে স্যাগ-আফট্রা।

অভিনয়ের মধ্যেই কিন্তু নরউডের মতো এআই মডেলদের নিয়ে ভয়ের শিরশিরানি থেমে যায় না। রয়েছে একটি সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপন শিল্প, যাও বিপুলভাবে প্রভাবিত হতে পারে এই এআই অভিনেতাদের দ্বারা। নরউডই

যেমন ইতিমধ্যে পুনরাভিনয় করেছে সিডনি সুইনির বিতর্কিত[°] প্রেট জিন্স' বিজ্ঞাপনে। এছাড়াও অভিনয় ইন্ডাস্টির সঙ্গে জড়িত বহুসংখ্যক কলাকুশলীর জীবিকা প্রভাবিত হতে পারে এআই-এর ফলশ্রুতিতে।

ডিজনি, ইউনিভার্সাল এবং ওয়ার্নার ব্রাদার্স সম্প্রতি মামলা দায়ের করেছে মিডজার্নির বিরুদ্ধে। অভিযোগ এই যে, ফোটো এবং ভিডিও নিমাতা মিডজার্নি তাদের কন্টেন্ট সহ অন্যান্য সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে তাদের এআই-কে প্রশিক্ষণ দিয়েছে বেআইনিভাবে। আসলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে নিয়ন্ত্রণের একটি প্রধান সমস্যা হল, প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতি সত্ত্বেও, এ সংক্রান্ত আইনগুলি বেশ জটিল এবং নতুন আইন প্রণয়নও হচ্ছে বেশ ধীরগতিতে।

কিন্তু, এই না-মানুষ অভিনেত্রী নরউড আসলে কী? কৌতুকাভিনেতা এবং পার্টিকেল৬-এর পরিচালনাকারী ব্যবসায়ী এলিন ভ্যান ডের ভেলডেন-এর মতে, এই ধরনের এআই রোবট মানুষের বিকল্প নয়। তিনি টিলি নরউডকে তুলনা করেছেন পেইন্টব্রাশের মতো টুলের সঙ্গে। এআই-এর অভিনয় যেন আদপে অ্যানিমেশন, পুতুলনাচ কিংবা কম্পিউটার-জেনারেটেড ইমেজারি।

ভেবে দেখলে বোঝা যাবে, নরউড কিন্তু কোনও 'শিল্প' নয়। সে কেবল তথ্য এবং কম্পিউটার কোডের সমাহার। যতই তাকে পরবর্তী স্কারলেট জোহানসন হিসেবে প্রচার করা হোক না কেন! এবং নরউড-দের আবিভবিও কিন্তু প্রত্যাশিতই ছিল। সাম্প্রতিক অতীতে প্রযুক্তি এগিয়েছে অবাক গতিতে। আর বোতল থেকে যে জিন বেরিয়ে গিয়েছে তাকে আবার বোতলে বন্দি করার কোনও উপায় কিন্তু নেই। এমনকি ভয় পাওয়ার পক্ষেও যথেষ্ট দেরি হয়ে গিয়েছে। ভ্যান ডার ভেলডেন যেমন বলেছেন, 'কৃত্রিম অভিনেতাদের যুগ 'আসছে' না-- তা এসে

চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশন শিল্প দীর্ঘদিন

ধরেই ব্যবহার করে আসছে কম্পিউটার-নির্মিত ছবি, সাম্প্রতিক অতীতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং উন্নত সফটওয়্যার দিয়ে কমিয়ে দেওয়া অভিনেতাদের বয়স হচ্ছে। এমনকি পুনর্নিমাণ করা হচ্ছে মৃত অভিনেতাদেরও। ২০০২-এর সায়েন্স ফিকশন 'সিমোন'-এ এক পরিচালক কম্পিউটার ব্যবহার করেন আদর্শ অভিনেত্রী তৈরি করার জন্য। ২০১৩-র 'দ্য কংগ্রেস'-এ একজন বয়স্ক সেলেব্রিটিকে দেখানো হয়েছে ডিজিটালভাবে স্ক্যান করে। এবং ২০১৩-র 'হার' তো ছিলই। এসবই যেন আশ্চর্যজনকভাবে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক চলচ্চিত্র। তাই সত্যি বলতে কী, কিছুদিন ধরেই হলিউড অপেক্ষা করেছে নরউড-দের আসার জন্য।

যাই হোক না কেন, বিনোদন জগতের মানুষরা, যাঁরা নরউড-এর মতো সৃষ্টিকে মানুষের শৈল্পিক অভিব্যক্তির প্রকাশের এক দর্বল বিকল্প হিসেবে দেখেন, তাঁদের ক্ষেত্রেও পরিস্থিতি বেশ গুরুতর। নরউডের অভিনয় স্কারলেট জোহানসনের মতো নাই হতে পারে, অস্কারের ধারেকাছে নাই পৌঁছাতে পারে তার অভিনয়, অভিনয় শিল্পে এআই অভিনেতাদের অনুপ্রবেশের এই তো শুরু। ক্রমে নরউডরা আরও দক্ষ হবে, পরিশীলিত হবে। তাদের সঙ্গে মানুষ অভিনেতাদের ফারাক কমবে। যদিও পার্থক্য হয়তো একটা থেকেই যাবে-- আর সেখানেই তো মানুষের জিৎ। সব মিলিয়ে টিলি নরউড তাই মানব সুজনশীলতার ক্ষেত্রে কৃত্রিম বদ্ধিমতাব প্রবেশেব ক্ষেত্রে একটি গুক্তপূর্ণ মাইলফলক হয়েই থাকবে। এবং চলচ্চিত্র শিল্পের ভবিষ্যতের প্রতীকও হতে পারে এই এআই অভিনেত্রীটি। বলিউড সহ প্রধান ফিল্ম ইভাস্টিগুলিতেও এআই যেভাবে অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে, সেক্ষেত্রেও এক পথিকৃৎ হয়ে উঠতে পারে টিলি নরউডের সাফল্য, ব্যর্থতা কিংবা ত্ৰুটিগুলো।

(লেখক ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট. কলকাতার রাশিবিজ্ঞানের অধ্যাপক)

ার মৃত্যুতে সভ্যতা ধ্বংসের ইঙ্গিত

ভারতবর্ষ নদীমাতৃক দেশ। এ দেশে প্রথম

নগরায়ণ তথা সভ্যতার জন্ম নদীকে

কেন্দ্র করেই। নদী কৃষি, জলজ সম্পূদ

তথা সভ্যতার উৎস। কিন্তু সেই নদীই

আজ সংকটে। দিল্লি ও বেঙ্গালুরুর মতো

আধুনিক শহরগুলি আজ জলসংকটে

ভূগছে। এই শহরগুলির জনসংখ্যা দ্রুত

বিদ্ধির পাশাপাশি পরিকাঠামোগত বিশেষ করে জল সরবরাহ.

নিকাশি ব্যবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়নি। দুটি শহরই ভূগর্ভস্থ

জলের উপর অত্যন্ত বেশি নির্ভরশীল। এখানে বৃষ্টির জল

সংরক্ষিত না হওয়ায় জলস্তর প্রতি বছরই নীচে নেমে যাচ্ছে।

আধুনিক নগরায়ণ পদ্ধতিতে কংক্রিটের রাস্তা ও ভবন বৃদ্ধির

ফলে বৃষ্টির জল মাটিতে ঢুকতে পারছে না। দিল্লির যমুনা ও

বেঙ্গালুরুর হ্রদগুলি ভীষণ মাত্রায় বর্জ্য ও রাসায়নিক দুষণে

শহর শিলিগুড়িরও একই পরিস্থিতি। আধুনিক নগরায়ণের

জাঁতাকলে জর্জরিত ও অধিক জনসংখ্যার চাপে এই শহর আজ

স্বাভাবিকভাবে শ্বাস নেওয়ার ক্ষমতা হারিয়েছে। এই শহরের

মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত একাধিক নদী আজ বিলুপ্তপ্রায়।নদীবাঁধগুলি

বহুতলের গ্রাসে লুপ্ত। শহরের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত ফুলেশ্বরী,

চামটা, পঞ্চনইয়ের মতো নদীগুলি এই শহরের পানীয় জলের

ধারা অব্যাহত রাখতে পারত। তবে পরিকল্পনাহীন নগরায়ণের

চাপে আজ তারা আত্মপরিচয়হীন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে

আবর্জনা ও দখলদারির চাপে ফুলেশ্বরী আজ লাবণ্যহীন,

কঙ্কালসার, মৃতপ্রায়। মহানন্দা অ্যাকশন প্ল্যানের মতো এক

পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত একসময় সবুজে ঘেরা প্রাণের

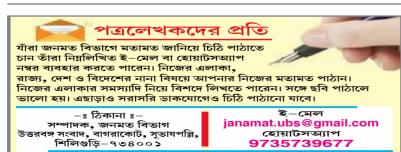
দৃষিত হবার কারণে পানের অযোগ্য।

ছোট-বড মিলিয়ে গোটা বিশেক গর্ত, ডেন

উপচে নোংরা জলে ছয়লাপ পুরো রাস্তা, দিনভর সহস্রাধিক গাড়ির চলাচল, ডানে-বাঁয়ে হেলেদুলে চলতে চলতে প্রতিদিন এক বা একাধিক গাড়ি উলটে ঘটছে মারাত্মক দুর্ঘটনা, কারও হাত-পা ভাঙছে, কারও মাথা ফাটছে, কোনও যাত্রী জ্ঞান হারাচ্ছেন। কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশ বা সিভিক ভলান্টিয়ারদের অসহায়ভাবে তাকিয়ে দোষ চাপিয়ে দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছেন। থাকা ছাড়া কোনও উপায় নেই। এই দৃশ্য প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের নয়, শিলিগুডি শহর লাগোয়া ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন আশিঘর মোড়ের। প্রায় এক বছর ধরে চূড়ান্ত হয়রানির শিকার হচ্ছেন পথচলতি মানুষজন, স্থানীয় দোকানি, স্কুল-কলেজ পড়য়া সহ অনেকেই। মাত্রাতিরিক্ত বিড়ম্বনার জন্য অনেক লোক এই রাস্তা এড়িয়ে অন্য পথে যাতায়াত করছেন। ফলে আশিঘর মোডের আশপাশের দোকানিদের ব্যবসা তলানিতে ঠেকেছে। আধাখন্দ রাস্তার দু'পাশের অপরিকল্পিত ড্রেনের অনিয়মিত বাইক, স্কুটি আরোহীদের হাত-পা ভাঙবে? নিকাশি ব্যবস্থাই এর জন্য দায়ী।

২'এর প্রধান, ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক, শিলিগুড়ির মেয়র, জলপাইগুড়ির সাংসদ, এসজেডিএ-র চেয়ারম্যান সহ প্রশাসনের অনেকেই অবগত রয়েছেন, কিন্তু কোনও এক অজ্ঞাত কারণে এই সমস্যা সমাধানে কেউ এগিয়ে আসছেন না।প্রত্যেকে অন্যের উপর

শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত এক ব্যস্ততম মোড় প্রায় এক বছর যাবৎ বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সমস্যা সমাধানে সম্প্রতি আমরা পথ অবরোধ করেছিলাম। কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কেমন যেন উদাসীন। জনপ্রতিনিধি এবং প্রশাসনের উচ্চ পদে আসীন আধিকারিকরা ধৃতরাষ্ট্র হয়ে বসে রয়েছেন। আর কতদিন টোটোযাত্রীরা উলটে গিয়ে মাথা ফাটাবেন? আর কতদিন নাকে রুমাল দিয়ে মানুষ হাঁটবেন? আর কতদিন সাইকেল, রাজীব দাস, আশিঘর মোড়, শিলিগুড়ি।



সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী: সব্যসাচী তালকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন: ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস: এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নৈতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন: সম্পাদক ও প্রকাশক: ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার: ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ :

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail: uttarbanga@hotmail.com, Website: http://www.uttarbangasambad.in

৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।



নদীর ওপর সভ্যতার বিকাশ অনেকটাই নির্ভর করে। সেই নদীকে বিপন্ন করে আমরাই নিজেদের বিপদ ডাকছি।

ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায়

রূপকথার গল্প মাঝেমধ্যে আকাশে বাতাসে ভেসে উঠলেও সরকারি সদিচ্ছা, উদাসীনতা ও ভোটব্যাংক রাজনীতির চাপে সেটাও ফানুসের মতো উড়ে যায়। ভোটব্যাংকমুখী উন্নয়ন ও নগরায়ণের চাপে অতিরিক্ত বৃক্ষচ্ছেদন, বনভূমির হ্রাস একদিকে যেমন প্রাকৃতিক পরিবর্তনের জন্য দায়ী, পাশাপাশি জলস্তর হ্রাস ও পানীয় জলের বিকল্প ব্যবস্থা না হওয়ায় দিল্লি, বেঙ্গালরুর মতো শিলিগুডিও আজ নিত্য জলকষ্টের শিকার।

শিলিগুড়ি এলাকায় ভূগর্ভস্থ জল মূলত পানীয় জলের উৎস হলেও এর গুণমান ক্রমশই খারাপ হচ্ছে। মোট ভূগর্ভস্থ জলের একটি বড় অংশ অত্যন্ত খারাপ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। শিলিগুড়ির জল সরবরাহের অন্যতম উৎস তিস্তা ও মহানন্দাতে বৃষ্টিপাত বাডলে নদীর জলে রুক্ষকণিকা বেডে যায়। ফলে শোধনাগারে সমস্যার সৃষ্টি হয়। জনসংখ্যার চাপে শিলিগুড়িতে প্রতাহ ১০০ মিলিয়ন লিটার জল সরবরাহ প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমানে এর অর্ধেক পরিমাণের বেশি সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না। গর্ত বা রিজাভারের সংখ্যা কম থাকায় জল সংরক্ষণের বিকল্প ব্যবস্থা প্রায় নেই। পরিকাঠামোগত অভাব বিশেষ করে নতুন রিজাভর্রি, ডিপ টিউবওয়েল, পাইপলাইনের সম্প্রসারণ জল-সমস্যার অনেক বড় কারণ।

প্রশাসনিক সদিচ্ছা ও জনচেতনা বদ্ধি করে প্রয়োজনে কঠোর আইন বলবৎ করে যদি নিয়মিত নদীগুলির ড্রেজিং সম্ভবপর হয় তাহলে খুব ভালো। বসতি বিকাশের ক্ষেত্রে সরকারি আইন ও নাগরিক কর্তব্যের সঠিক প্রয়োগ, পাশাপাশি নগরায়ণের ক্ষেত্রে পরিকাঠামগত উন্নয়ন ও অধিক মাত্রায় সবুজায়ন মৃতপ্রায় নদীর প্রাণ ফিরিয়ে আনতে পারে। নদীই প্রকৃতি তথা সভ্যতাকে রক্ষা করতে পারে।

প্রকৃতির বশে আমরা, প্রকৃতি আমাদের বশে নয়। প্রকৃতি নিয়ে খেলা নয়। প্রকতিকে ধারণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। না হলে একটি নদীর মৃত্যু সভ্যতার ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। (লেখক পেশায় শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ 🛮 ৪২৭৪

পাশাপাশি: ১। চলচ্চিত্র সম্পাদনার কৌশল ৩। ফোটা ফুলের নীচের অংশ ৫। গাল অথবা পরিমাণে বেশি ৬। আম-কাঁঠালের গন্ধে এই পতঙ্গ ছুটে আসে ৮। জন্ম থেকে শিশুর দেহে যে চিহ্ন থাকে ১০। বড় পুকুর বা জলাশয় ১২। উদ্দীপনা, হুডোহুডি ১৪। গান্ধিজিকে আমরা যেভাবে সম্বোধন করি ১৫। কাঁঠাল, নিরেট মর্খ বা অপদার্থ ১৬। ডিম্বাকৃতি বল হাতে নিয়ে খেলা। উপর-নীচ : ১। এঁর নামে পৃথিবী বিখ্যাত স্মৃতিসৌধ আছে ২। খব ওজনদার ও গুরুভার বস্তু ৪। রগচটা ৭। কানে শুনতে পান না ৯। বৌদ্ধ প্রোহিত ১০।

ভারতীয় সংগীতের একটি তারবাদ্য ১১। ওলাইচণ্ডীর অন্য নাম ১৩। সারা মাসের পারিশ্রমিক। সমাধান 🔲 ৪২৭৩

পাশাপাশি : ১। অস্ফুট ৩। চারুলতা ৪। গরল ৫। वात्रि विरा १। पर्का ५०। त्रन ५२। किश्याव ১৪। কামাল ১৫। দুরমুশ ১৬। কঠিন। **উপর-নীচ : ১**। অপুরাদ ২। টগর ৩। চালবাজ ৬। বিরস ৮। ফার্লং ১। অবকাশ ১১। ভাসমান

১৩।বলক।

प्रिक्यामि RUNNING SUCCESSFULLY

বিরোধী কৌশলে চাপে এনডিএ

মহাজোটের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী তেজম্বীই

দফার বিধানসভা ভোটের ১৫ দিন আগে মোক্ষম একটি সামাজিক-রাজনৈতিক চাল দিল বিরোধী মহাজোট। দীর্ঘ টালবাহানার পর অবশেষে বৃহস্পতিবার বিরোধী মহাজোটের মুখ্যমন্ত্ৰী পদপ্রার্থী হিসেবে তেজস্বী যাদবের নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হল[।] বিকাশশীল ইনসান পার্টির (ভিআইপি) নেতা মুকেশ সাহনিকে উপমুখ্যমন্ত্ৰী পদপ্ৰাৰ্থী হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। তেজস্বীর তারুণ্য আর সাহনির মল্লা পুত্র প্রিচয়— এই দুয়ের মিশেলে এনডিএ-কে ধাক্কা দেওয়ার চেষ্টা করছে মহাজোট।

এদিন পাটনার মহাজোটের এক যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে তেজস্বীর পাশে বসে কংগ্রেস হাইকমান্ডের দৃত অশোক গেহলট বলেন, 'মল্লিকার্জুন খাড়ুগে, রাহুল গান্ধি সহ সমস্ত শরিক দলের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে আমরা ঠিক করেছি, আসন্ন বিধানসভা ভোটে তেজস্বী যাদবই হবেন মহাজোটের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী।' ভোটে জিতলে অনগ্রসর সম্প্রদায়ের আরও একজন নেতাকে উপমুখ্যমন্ত্রী করা হবে বলেও আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

বিহারের রাজনীতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল অতি-পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর (ইবিসি) ভোট। রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ৩৬ শতাংশেরও বেশি ইবিসি-ভুক্ত। দীর্ঘকাল ধরে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার এই গোষ্ঠীটির ভরসায় টিকে ছিলেন। মহাজোটের নিজেদের দিকে টেনে আনা। মুকেশ সাহনি মূলত নিশাদ বা জেলে এবং নৌকাচালক সম্প্রদায়ের নেতা।

গোষ্ঠীটি সাধারণত কোনও নির্দিষ্ট



পড়াদেরও

মল্লিকার্জুন খাড়গে, রাহুল গান্ধি সহ সমস্ত শরিক দলের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে আমরা ঠিক করেছি, আসন্ন বিধানসভা ভোটে তেজস্বী যাদবই হবেন মহাজোটের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী।

অশোক গেহলট

দিকে ঝাঁকে থাকে না। তাই কডা টক্করের নির্বাচনে এই ভোটব্যাঙ্কই জয়-পরাজয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। বিশেষ করে উত্তর বিহারের মুজফফরপুর, মধুবনী, বৈশালী এবং খাগারিয়ার মতো নদীর ধারের যথেষ্ট। তেজস্বী যাদব একদিকে লক্ষ্য ঠিক সেই ভোটব্যাঙ্কটিকেই তাঁর তারুণ্য, চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি এবং চিরাচরিত সমর্থক গোষ্ঠীকে নিয়ে মাঠে নেমেছেন। আর সাহনি যোগ দেওয়ায় জোটের বিশ্লেষকরা মনে করেন, এই ভোটব্যাঙ্কে যুক্ত হচ্ছে অতি-পিছিয়ে পড়া মানুষের একটি বড় অংশ।

সাংবাদিক বৈঠকে মুকেশ সাহানির সঙ্গে তেজস্বী যাদব। পাটনায়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এটি বিহারের সামাজিক রাজনীতিতে নতুন ধরনের

মেরুকরণের ইঙ্গিত, যেখানে শুধু

পিছিয়ে পড়াদের নয়, অতি-পিছিয়ে

হওয়ার আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে।

ক্ষমতার অংশীদার

নীতীশ কুমার আদৌ এনডিএ-র মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী কিনা সেই প্রশ্নও তুলেছে মহাজোট। গেহলট বলেন, 'আমাদের জোটের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থীর নাম তো জানিয়ে দিলাম। কিন্তু এনডিএ-র মখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী কে? আমরা অমিত শা, বিজেপি সভাপতির কাছে জানতে চাই, আপনাদের নেতা কে বলে দিন। তাঁর সুরে সুর মিলিয়ে তেজস্বী বলেন, 'নীতীশ কুমারের সঙ্গে অন্যায় হচ্ছে। আমরা গোড়া থেকেই বলে আসছি, নীতীশ কুমারকে বিজেপি দ্বিতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী করবে না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা বারবার বলেছেন, পরিষদীয় দলের বৈঠকে বিষয়টির নিষ্পত্তি করা হবে। নির্বাচনের পর জেডিইউকে শেষ করে ফেলা হবে। নীতীশ কুমারের এটাই শেষ ভোট। অমিত শা এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন।'

বিহার ভোটে 'ভিআইপি' এখন মাল্লা-পুত্র

পাটনা, ২৩ অক্টোবর আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবই যে বিরোধী মহাজোটের মুখ, সেটা বহু আগে থেকেই স্থির হয়ে গিয়েছিল। বাকি ছিল শুধু আনুষ্ঠানিক ঘোষণার। সেটাও বৃহস্পতিবার সেরে ফেলেন নেতারা। কিন্তু বিরোধী মহাজোটের উপমুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে বিকাশশীল ইনসান পার্টি (ভিআইপি) সুপ্রিমো মুকেশ সাহনির নাম ঘোষণা ছিল ভাইফোঁটার সকালে আসল চমক বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা অশোক গেহলট তাঁর নাম ঘোষণার পর মুকেশ সাহনি পদ্মশিবিরকে হুংকার দিয়ে বলেন, 'বিজেপিকে যতদিন পর্যন্ত না ভাঙতে পারছি, ততদিন ছাড়ব না।' বিজেপির বিরুদ্ধে তাঁর দলের বিধায়কদের ভাঙানোর অভিযোগও তুলেছেন নিষাদ সম্প্রদায়ের নেতা

মুকেশ সাহনি নিজেকে মাল্লা-পুত্র বলৈ পরিচয় দেন। বিহারের মোট ২৪৩টি আসনের মধ্যে মাত্র ১৫টি আসনে এবার লড়ছে ভিআইপি। বিহারে মোট জনসংখ্যার ২.৫ নিষাদ সম্প্রদায়ের। পুরোটাই যাতে মহাজোটের অনুকূলে আসে, তার জন্য মুকেশ সাহনি এবং তাঁর দল মহাজোটের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গঙ্গার তীর বরাবর আসনগুলিতে মাঝি-মাল্লাদের প্রভাব একবাক্যে মেনে নিয়েছে মহাজোট। তাই আরজেডির সঙ্গে আসনরফা নিয়ে জট পাকলেও শেষপর্যন্ত রাহুল গান্ধির দৌত্যে সেই জট কাটে। একদা বিজেপির জোটসঙ্গী মুকেশ সাহনি অত্যন্ত গরিব পরিবার থেকে উঠে এসেছেন। প্রথমে সেলসম্যান তারপর বলিউডে সেট ডিজাইনার হিসেবে কাজ করেছিলেন তিনি। শাহরুখ খান অভিনীত দেবদাস. সলমন খানের 'প্রেম রতন ধন পায়ো' সেটেও কাজ করেছিলেন তিনি। বিগ বসের সেটের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন তিনি।



ভাইফোঁটার স্থান-কাল নেই...

বৃহস্পতিবার প্রয়াগরাজে।

রুশ তেল কেনা কমাচ্ছে ভারত

নয়াদিল্লি, ২৩ অক্টোবর : বিশ্ব রাজনীতির টানাপোড়েনে আবারও চাপে পড়েছে ভারতের জ্বালানি নীতি। গত দু'বছর ধরে রাশিয়া থেকে তুলনামূলক কম দামে অপরিশোধিত তেল কিনে ভারতের অর্থনীতি কিছুটা সাশ্রয় করেছিল। কিন্তু এবার সেই পথ প্ৰায় বন্ধ হতে চলেছে। মাৰ্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ নতুন করে রুশ তেল কোম্পানি রসনেফট ও লুক অয়েলের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করায় ভারতের আমদানি প্রক্রিয়া প্রায় স্থবির হয়ে পড়েছে।

মার্কিন প্রশাসনের হুঁশিয়ারিতে ষ্পষ্ট— রাশিয়া থেকে তেল কেনা অব্যাহত থাকলে ভারতের রপ্তানির ওপর ৫০ শতাংশ পর্যন্ত শুক্ক আরোপ করা হতে পারে। ফলত, রিলায়েন্স ও ইন্ডিয়ান অয়েল সহ বড় বড় সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলি ইতিমধ্যে রুশ সরবরাহকারীদের সঙ্গে চুক্তি পুনর্বিবেচনা শুরু করেছে।

ব্লুমবার্গের প্রতিবেদন অনুযায়ী, আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই রাশিয়া থেকে তেল আসা কার্যত 'শুন্যের কোঠায়' নেমে আসতে পারে। নিষেধাজ্ঞার ফলে মধ্যস্থ দেশগুলির মাধ্যমে তেল আনার পথও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ফলে ভারত এখন মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার দেশগুলির দিকে বিকল্প উৎস হিসেবে ঝুঁকছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, 'আপনারা জানেন, ভারত আমাকে আশ্বস্ত করেছে যে, তারা এটা বন্ধ করে দেবে। এটি তো একটা প্রক্রিয়া। হুট করে বন্ধ করা যায় না। তবে

মার্কিন নিষেধাজ্ঞা এড়ানোই লক্ষ্য

চলতি বছরেই রাশিয়া থেকে তেল সাহায্য করতে পারে। কিন্তু অন্যদিকে একদিকে মার্কিন শুল্কের বোঝা হ্রাসে এক পরীক্ষার মুখে দাঁড়িয়ে।

আমদানি অনেকটাই কমিয়ে দেবে তেল আমদানির খরচ বাড়াবে, যা ভারত। এটা খুব বড় বিষয়। এখন যে মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্কা আরও তীব্র করবে। পরিমাণ কেনা হয়, তার থেকে প্রায় অথৎি, ভূ-রাজনীতির এই পরিবর্তনে ৪০ শতাংশে নামিয়ে আনা হবে।' ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তা ও বিশ্লেষকদের মতে, ভারতের সিদ্ধান্ত অর্থনৈতিক ভারসাম্য-দু'টিই নতুন

ট্রাম্পকে এড়াতেই কি আসিয়ানে নেই মোদি

নয়াদিল্লি, ২৩ অক্টোবর : কুয়ালালামপুরে চলতি সপ্তাহের শেষে আসিয়ান সম্মেলনে স্বশরীরে অনুপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি ভার্চুয়ালি সম্মেলনে যোগ দেবেন। প্রধানমন্ত্রীর পরিবর্তে যোগ দেবেন কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। ২৬-২৮ অক্টোবর আসিয়ান সম্মেলনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে এড়াতেই মোদির না যাওয়ার সিদ্ধান্ত কি না, উঠছে প্রশ্ন। ইতিমধ্যে ভারত রুশ তেল কেনা কমানোর ব্যাপারে পদক্ষেপ করছে বলে খবর। সেক্ষেত্রে মোদির আসিয়ানে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

সম্প্রতি ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, মোদির সঙ্গে শীঘ্রই বৈঠক হওয়ার ব্যাপারে তিনি আশাবাদী। কিন্তু সেই আশায় জল ঢেলে মোদি বৃহস্পতিবার এক্সে লিখেছেন, 'মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আমার বন্ধু আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে কথা হয়েছে। আসিয়ানের চেয়ারম্যান পদের জন্য ওঁকে অভিনন্দন জানিয়েছি। আসিয়ান-ইন্ডিয়া সম্মেলনে ভার্চয়ালি যোগ দেব। আসিয়ান-ইন্ডিয়া কম্প্রিহেনসিভ স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ আরও গভীর হবে বলে আশা করছি।' ২০২২ সালে আসিয়ান সম্মেলনে অনুপস্থিত ছিলেন মোদি। কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশের খোঁচা, 'সমাজমাধ্যমে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রশংসায় কিছু বলা এক জিনিসু। কিন্তু যে ব্যক্তি ৫৩ বার দাবি করেছেন যে তিনিই অপীরেশন সিঁদুর থামিয়েছেন, আর ৫ বার দাবি করেছেন ভারত রুশ তেল কিনবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা দেখানো প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে একটু বিপজ্জনক।'

বজায় রাখতে পারবেন।

চাকরির টোপ গিলে যুদ্ধক্ষেত্রে তরুণ

হায়দরাবাদ, ২৩ অক্টোবর : হায়দরাবাদের তরুণ মহম্মদ আহমেদ রাশিয়ায় মোটা বেতনের চাকরির প্রলোভনের ফাঁদে পড়ে যান। সেখানে পৌঁছোনোর পরই তাঁকে জোর করে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হয়। ভিডিওবার্তায় নিজের ভয়ংকর অভিজ্ঞতা জানিয়ে আহমেদ বলেন. 'আমি সীমান্তবর্তী এলাকায় আছি। ২৫ জনের মধ্যে ইতিমধ্যে ১৭ জন মারা গিয়েছেন। এখন চারজন ভারতীয় রয়েছি। আমরা যুদ্ধে যেতে অস্বীকার করলে কপালে বন্দুক ঠেকিয়ে গুলি করার হুমকি দেওয়া হয়।' তাঁর পায়ে প্লাস্টার থাকায় হাঁটতেও পারছেন না, জানিয়েছেন আহমেদ। তাঁর স্ত্রী আফশা বেগম বিদেশমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন সাহায্য চেয়ে। আহমেদের এক আত্মীয় দাবি করেছেন, তাঁকে অস্ত্র হাতে জোর করে লডাইয়ে পাঠানো হয়েছে। হায়দরাবাদের খইরতাবাদ এলাকার তরুণ এখন নিরাপদে দেশে ফেরার অপেক্ষায় রয়েছেন।

ভাবতীয চালকের ট্রাকে পিষ্ট ৩ জন

ওয়াশিংটন, ২৩ অক্টোবর : মাদকাসক্ত অবস্থায় ট্রাক চালিয়ে তিনজনকে পিষে দিল এক ভারতীয় টাকচালক। মতদেব পবিচয় মেলেনি। আহত হয়েছেন চারজন। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কানাডার অন্টারিও ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া প্রদেশে। টাকচালক জশনপ্রীত সিংকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

মার্কিন সরকারি সূত্র বলছে, ভারতীয় জশনপ্রীত অনুপ্রবৈশকারী।



২০২২ সালের অগাস্টে তিনি অবৈধভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঢোকেন। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হলেও বাইডেনের আমলে জামিন পান। পঞ্জাবের বাসিন্দা। বর্তমানে ক্যালিফোর্নিয়ার যুবা সিটিতে থাকেন। সিসিটিভির ফুটেজে দুর্ঘটনার যে ছবি মিলেছে তাতে দেখা গিয়েছে, ১১৫ নম্বর ফ্রিওয়ে জংশনের ঠিক পূর্বদিকে একটি মালবাহী ট্রাক একটি এসইউভিকে ধাকা মারার পর একই লেনে থাকা একাধিক যানবাহনকে ধাকা দেয়। ধাকার ছবি উঠেছে ড্যাশক্যামে। পুলিশ জানিয়েছে, মাদকাসক্ত অবস্থায় গাড়ি চালানো ও যাত্রীহত্যার অভিযোগে জশনপ্রীতকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।



হর হর মহাদেব...

বহস্পতিবার রুদ্রপ্রয়াগ থেকে কেদারনাথের মন্দির।

ভোপাল, ২৩ অক্টোবর বিষাক্ত বাতাস নিয়ে দেশজুড়ে চর্চার মধ্যেই এবারের দীপাবলির অন্যতম আকর্ষণ ছিল কাবাইড গান বা দেশি ফায়ারক্র্যাকার গান। অফলাইনে তো বটেই, অনলাইনেও দেদার বিকিয়েছে এই আপাত নিরীহ বাজি। কিন্তু ওই কাবাঁইড গান-ই দুঃস্বপ্নের রাত নামিয়েছে মধ্যপ্রদেশের ১২২টি শিশুর পরিবারে। দীপাবলিতে কাবাইড গান ব্যবহারের পর গত তিনদিনে চোখে মারাত্মক আঘাত নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ওই ১২২ জন শিশু। তাদের মধ্যে ইতিমধ্যে ১৪ জন দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। সবথেকে খারাপ অবস্থা বিদিশায।

চিকিৎসকরা আপ্রাণ চেষ্টা

করছেন ঠিকই। কিন্তু কাবাঁইড গানের আঘাত এতটাই মারাত্মক পাবে, তা নিয়ে সংশয়ে রয়েছেন চিকিৎসকরা। তাঁরা সাফ জানিয়েছেন, যে নামেই ডাকা হোক না কেন, এই কাবাইড গান যন্ত্র বলা যায় সেটিকে। মূলত ফল পাকানোর রাসায়নিক ক্যালসিয়াম বিস্ফোরণ ঘটায় এই কাবাঁইড পাইপের ভিতরে সামান্য পরিমাণ



হাসপাতালে ভর্তি বেশ কয়েকজন শিশু।

যে চিকিৎসার পরও কতজন হয় অ্যাসিটিলিন গ্যাস। যা অত্যন্ত দেখে শিশু চোখে ভালোভাবে দেখতে দাহ্য।এরপর ছোট ছিদ্র দিয়ে গ্যাস তৈরি করেছিলাম। সেটা ফেটে জ্বালানোর লাইটারের সাহায্যে ওই যেতেই আমি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে গ্যাসে আগুনের ফলকি দিলেই তীব্র ফেলি।' ভোপালের পাশাপাশি বিস্ফোরণ ঘটায়। বিস্ফোরণের সময় ইন্দোর, জবলপুর, গোয়ালিয়রের পাইপের ভিতর থেকে কার্বাইডের মোটেও আতশবাজি বা খেলনা নয়। বাষ্প, ধাতব কণা ছিটকে আসে। বরং একটি বিপজ্জনক বিস্ফোরক যা চোখ, মুখ, শরীরের অন্য অংশে রিলস দেখে কাবাইড গান তৈরির গুরুতর আঘাত করে।

কাবাইড দিয়ে ছোট আকারের চিকিৎসাধীন ১৭ বছরের নেহার মণীশ শর্মা বলেন, 'এই যন্ত্রটি কথায়, 'আমরা বাড়িতে তৈরি সরাসরি চোখে আঘাত করে। গান। মূলত প্লাস্টিক বা টিনের কাবহিঁড গান কিনেছিলাম। সেটি পাইপ দিয়ে ওই গান তৈরি হয়। ফাটতেই আমার চোখ জ্বলে যায়। আমি কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না।' ক্যালসিয়াম কাবাইড রাখা হয়। আরও এক চিকিৎসাধীন রাজ তার সঙ্গে সামান্য জল দিলে তৈরি বিশ্বকর্মা বলে, 'আমি সমাজমাধ্যমে আইসিইউয়ে।'

কাবাঁইড গান বাড়িতেই হাসপাতালেও একই ছবি দেখা গিয়েছে। অনেকেই সমাজমাধ্যমে নেশায় মেতে ওঠে। হামিদিয়া হাসপাতালে হাসপাতালের সিএমওএইচ ড. যে ধাতব কণা বেরিয়ে আসে তা রেটিনাকে জ্বালিয়ে দেয়। অনেক শিশু পুরোপুরি অন্ধ হয়ে গিয়েছে। কয়েকজনের চিকিৎসা চলছে

সেনাকে ৭৯ হাজার কোটি

অনুমোদন নয়াদিল্লি, ২৩ অক্টোবর দেশের সমরবাহিনীকে শক্তিশালী

করার লক্ষ্যে কেন্দ্র ৭৯ হাজার কোটি টাকার প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম কেনার প্রস্তাব অনুমোদন করল কেন্দ্র। বৃহস্পতিবার প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সভাপতিত্বে প্রতিরক্ষা অধিগ্রহণ পরিষদ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কেন্দ্ৰ জানিয়েছে, স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীকে অত্যাধনিক অস্ত্র ও সামরিক হার্ডওয়্যারে শক্তিশালী লক্ষ্যে এই পদক্ষেপ।

খবব. স্থলসেনাব উল্লেখযোগ্য নাগ মিসাইল সিস্টেম (এনএএমআইএস). এমকে ট গ্রাউন্ড-বেস্ড মোবাইল ইলেক্ট্রনিক ইন্টেলিজেন্স সিস্টেম (জিবিএমইএস), গতিশীলতার যান (এইচএমভিএস)। নৌসেনাব জন্য लार्गिक প্ল্যাটফর্ম ডকস (এলপিডিএস), অ্যাডভান্স লাইটওয়েট টর্পেডো (এএলডব্লিউটিএস), ৩০ মিমি নেভাল সারফেস গান ইত্যাদি। বিমানবাহিনীর জন্য কোলাবোরেটিভ লং রেঞ্জ টার্গেট স্যাচুরেশন/ ডিস্ট্রাকশন সিস্টেম ব্যবহার করা হবে। কেন্দ্রীয় সরকার এবারের বাজেটে সামরিক খাতে বরাদ্দ বাড়িয়েছিল।

ওয়াশিংটনকে সতর্ক করল মস্কো

ান্যেধাজ্ঞায় জেলেনাস্ক

ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি রাশিয়ার জানিয়েছে, 'ন্যাটোর পারমাণবিক দুটি বড় তেল কোম্পানি রোসনেফট ও লুকোয়েলের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। টাম্পের সিদ্ধান্তকে 'সচিন্তিত ও যথার্থ পদক্ষেপ' বলে স্বাগত জানিয়েছেন ইউক্রেনের ভোলোদিমির জেলেনস্কি। বুধবার ব্রাসেলসে পৌঁছে এক্স হ্যান্ডেলে জেলেনস্কি লিখেছেন, 'এটা অত্যন্ত স্পষ্ট ও প্রয়োজনীয় বার্তা। যুদ্ধ দীর্ঘায়ত করার মূল্য দিতে হবে। আগ্রাসন হলে যে তার জবাব দেওয়া হবে না, তা নয়।'

রাশিয়া কিন্তু জানিয়েছে, নিষেধাজ্ঞার ফল বিপরীত হবে। আমেরিকাকে পালটা সতর্ক করে রুশ বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা বৃহস্পতিবার বলেছেন, 'নিষেধাজ্ঞার[্]উলটো ফলও হতে পারে। মার্কিন পদক্ষেপে মস্কোর চেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে বিশ্ব কারণ রোসনেফট ও লুকোয়েল অর্থনীতি। রাশিয়াকে আপসে আন্তর্জাতিক তেল বাণিজ্যে যুক্ত।

ব্রাসেলস ও ওয়াশিংটন, ২৩ আনতে সমর্থ হবে না আমেরিকা।' **অক্টোবর : মার্কিন প্রেসিডেন্ট এদিন ক্রেমলিন একটি বার্তা**য় অস্ত্রের মহড়া বিশ্বকে অস্থিতিশীল

করছে। বাড়াচ্ছে ঝুঁকি ও উত্তেজনা।'

ইউক্রেনের সঙ্গে রাশিয়ার দীর্ঘদিন ধরে চলা যুদ্ধ নিয়ে বেজায় ক্ষর ট্রাম্প হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে পতিনের সঙ্গে বৈঠকের সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। এতেই থেমে না থেকে রাশিয়ার দুই বৃহত্তম তেল সংস্থার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন তিনি। ইউরোপীয় ইউনিয়ন মস্কোর বিরুদ্ধে ১৯তম জরিমানা প্যাকেজ ঘোষণার কয়েক ঘণ্টা পরেই টাম্প নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। চিন মার্কিন নিষেধাজ্ঞার বিরোধিতা করেছে।

রাশিয়ার ওপর চাপ তৈরি করতেই ইইউ ও ট্রাম্পের পদক্ষেপ রুশ অর্থনীতিতে সংকট তৈরি করতে পারে বলে মনে করছেন আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা।

৫ রাজ্যের সিইওদের সৃঙ্গে আলাদা বৈঠক কমিশনের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি ২৩ অক্টোবর : বিহারে ভোট মিটলেই পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, তামিলনাডুর মতো পাঁচ বাজে বিধানসভ ভোটের দামামা বেজে যাবে। তাই ২০২৬ সালে ভোটের মুখে দাঁড়িয়ে থাকা রাজ্যগুলিতে স্বার আগে এসআইআর চালু করার কথা ভাবছে নিবাচন কমিশন। বুধ ও বৃহস্পতিবার সমস্ত রাজ্যের সিইও-র সঙ্গে বৈঠক শেষ হয় কমিশনের। বৈঠকের পর পশ্চিমবঙ্গ সহ পাঁচ রাজ্যের সিইও-র সঙ্গে আলাদা একটি বৈঠকে বসেন সিইসি জ্ঞানেশ কমার। রাজ্যগুলির প্রস্তুতির খুঁটিনাটি বিষয়েও খোঁজ নেন তিনি। খবর, প্রথম দফার এসআইআর শুরু হবে ২০২৬ সালে ভোটের মুখে থাকা রাজ্যগুলি পশ্চিমবঙ্গ, অসম, কেরল, পুদুচেরি ও তামিলনাডু থেকে। তবে আরও কয়েকটি রাজ্যকে এই পর্বে অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার সম্ভাবনা নভেম্বরেই। দেশজড়ে ধাপে ধাপে এই সংশোধন কার্যক্রম শুরু হবে জানা গিয়েছে, এবার এসআইআর প্রক্রিয়ায় একটি বড় পরিবর্তন আনা হচ্ছে। ২০০২ থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে সম্পন্ন শেষ নিবিড় সংশোধন ভোটার তালিকার সঙ্গে বর্তমান ভোটার তালিকাকে মিলিয়ে দেখা হবে। এর মাধ্যমে রাজ্যের স্থায়ী ও পরিযায়ী ভোটারদের প্রকৃত সংখ্যা নির্ধারণে আরও স্বচ্ছতা আসবে।

এই প্রক্রিয়াটিকে বলা হচ্ছে অফ ইলেক্টরস', মাধ্যমে আগের এসআইআর-এর সময়কার ভোটার তালিকা এবং বর্তমান তালিকার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা হবে। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে উদাহরণস্বরূপ, যদি পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক বর্তমানে অন্য রাজ্যে, ভোটার হিসেবে নিবন্ধিত থাকেন এবং তিনি প্রমাণ করতে পারেন যে তাঁর নাম বা তাঁর পরিবারের কারও নাম ২০০২ সালের পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকায় ছিল, তাহলে তিনি সেই রাজ্যের তালিকায় থাকার অধিকার

বেঙ্গালুরুতে গণধর্ষিতা বাংলার তরুণী

বেঙ্গালুরু, ২৩ অক্টোবর বেঙ্গালুরুর গঙ্গোন্ডানাহাল্লি এলাকায় একটি ভাড়াবাড়িতে কলকাতার ২৭ বছর বয়সি এক তরুণীকে গণধর্ষণ ও লুঠের অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) গভীর রাতে এই ঘটনাটি ঘটে। এই ঘটনায় কার্তিক, গ্লেন এবং সুযোগ নামে তিন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তবে বাকি দজন এখনও পলাতক।

পুলিশ জানিয়েছে, নিযাতিতা পার্লারে করেন। মঙ্গলবার রাত সওয়া ১২টা গঙ্গোন্ডানাহাল্লি এলাকায় নাগাদ ভাড়াবাড়িতে তাঁর চার বছরের ছেলের পাশে ঘুমাচ্ছিলেন। তখনই পাঁচ অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি হঠাৎ ঘরে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে। তারা निष्करपंत्र 'পूलिरगंत लाक' বल পরিচয় দিয়ে 'অবৈধ কার্যকলাপের তদন্তের' অজুহাতে ঢোকে বাড়িতে। এরপর তারা পালাক্রমে তাঁকে যৌন নিযাতিন করে এবং নগদ ২৫,০০০ টাকা ও দুটি মোবাইল ফোন লুঠ করে পালিয়ে যায়।

বাড়ির ভিতরে ঢুকেই দুষ্কৃতীরা সেখানে উপস্থিত দু'জন পুরুষকে বেঁধে ফেলে তাদের ওপর হামলা চালায়। এরপর তারা তরুণীকে পরপর ধর্ষণ করে। লুঠপাট সেরে মধ্যরাতে তারা এলাকা ছেড়ে পালায়। এরপরেই পুলিশের কাছে একটি জরুরি ফোন আসে এবং উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্তারা দ্রুত ঘটনাস্তলে পৌঁছোন।

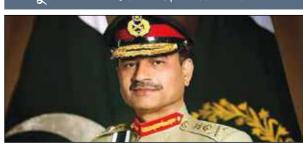
ঘটনায় তিনটি বিশেষ দল গঠন করা হয়েছে পলাতক আরও দুই অভিযুক্তকে ধরতে। আক্রান্ত মহিলার অবস্থা এখন স্থিতিশীল। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা অনুযায়ী গণধর্ষণ, অবৈধভাবে আটকে রাখা এবং ডাকাতির অভিপ্রায়ে গুরুতর আঘাত ইত্যাদি ধারায় মামলা করা হয়েছে।

হস থাকলে সামনে এসোঁ

এতদিন ভারতকে হুমকি দিচ্ছিলেন পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনির। এবার তাঁকেই পড়তে হল তালিবান হুমকির মুখে! সম্প্রতি মনিরকে সরাসরি ও প্রকাশ্যে হুমকি দিয়েছে 'পাকিস্তান তালিবান' নামে পরিচিত জঙ্গিগোষ্ঠী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি)।

টিটিপি-র শীর্ষস্তরের কমান্ডার কাজিম একটি ভিডিওতে মুনিরকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেছেন, 'সাহস থাকলে আমাদের মুখোমুখি হও। পাক সেনাপ্রধানকে উপহাস করে তিনি আরও বলেন, 'সাধারণ সেনাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে না দিয়ে এসে যুদ্ধ করা উচিত।

মানরকে চ্যালেঞ্জ তালিবানের



বরং পাক বাহিনীর মাথাদেরই সামনে ভিডিওতে কাজিমকে পাক উদ্দেশে

এসে লড়াই করার সাহস দেখাও।' ব্যঙ্গাত্মক সুরে তাঁর হুমকি, 'মায়ের দুধ খেয়ে থাকলে আমাদের সঙ্গে লড়ো।'

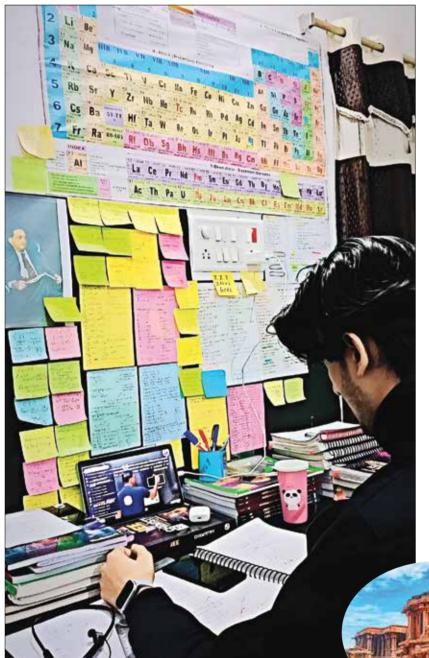
. এই বক্তব্যের পরই ২১ অক্টোবর ইসলামাবাদ ঘোষণা করে, কাজিমকে ধরিয়ে দিলে পুরস্কার হিসাবে দেওয়া হবে ১০ কোটি পাকিস্তানি রুপি।

তবে সাম্প্রতিক সময়ে টিটিপি-র ক্রমাগত হামলায় পাকিস্তানের নিরাপত্তা ব্যবস্থার দুর্বলতাগুলি স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। শুধু তা-ই নয়, পাক সেনাপ্রধানকে তালিবানের হুমকি সে দেশের সামরিক নেতৃত্বকেও কঠিন বলতে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছে।

করবো জয়, নিশ

ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সার্ভিস কমিশন বা পশ্চিমবঙ্গ জনসেবা আয়োগ বিভিন্ন সরকারি চাকরির পরীক্ষা আয়োজন করে। প্রথমেই নাম আসে ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের। এছাড়া রয়েছে মিসলেনিয়াস সার্ভিস, ক্লার্কশিপ ইত্যাদি। অনেকেই একসঙ্গে একাধিক চাকরির প্রস্তুতি নিতে গিয়ে গলদঘর্ম হচ্ছেন। মাঝেমধ্যে হয়তো মনে হয়. এতগুলো বিষয়ের জন্য প্রিপারেশন নিতে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলছি। মনে প্রশ্ন আসে, কীভাবে এগোনো উচিত? কোন বিষয়ে কীসের ওপর জোর দিতে হবে বেশি? স্মার্ট স্টাডি অবশ্যই দরকার এবং প্রয়োজন সবকিছুর আগে

নির্দিষ্ট রুটম্যাপ ঠিক করে নেওয়া। আজ প্রথম পর্ব





অমিতকুমার গোস্বামী অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অফ রেভিনিউ অ্যান্ড অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব-রেজিস্ট্রার ডব্লিউবিসিএস (গ্রুপ-এ)

আমি খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করব। প্রথমেই একটি কথা বলে রাখি, যদি তোমাদের সিভিল সার্ভিসের প্রস্তুতি ভালোমতো নেওয়া থাকে, তাহলে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আরও একাধিক দপ্তরের পরীক্ষা নিয়ে চিন্তা কমে যায়। সাহায্য মিলতে পারে কেন্দ্রীয় সরকারের কম্বাইন্ড হায়ার সেকেন্ডারি লেভেল ও এমটিএস পরীক্ষায়। কিন্তু এই পদ্ধতি ব্যাংকিং অথবা কম্বাইন্ড গ্র্যাজুয়েট লেভেলের ক্ষেত্রে খাটবে না। পরিশ্রম আর স্বপ্নের প্রতি দায়বদ্ধতাই সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। সেজন্য পরিশ্রম করতে হবে নিজেকে। যাত্রাপথে বাধা আসা অল্পের জন্য সাফল্য হাতছাড়া হওয়া ইত্যাদি ঘটতে পারে, হার মানলে চলবে না। প্রদিন আমরা বাকি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে এবং সামগ্রিক সিলেবাসের রিভিশন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনায় ফিরব। আজ শেষে এইটুকু বলি, পড়াশোনা শুধুমাত্র দায়সারাভাবে শেষ কোরো না। মুখস্থ করে ঢেলে আসবে, সেই মনোভাবের থেকে নতুনকে, অজানাকৈ জানার-বোঝার-শেখার চেষ্টা করো। বই বেছে নিয়ে বুঝে পড়ো। অভিজ্ঞদের পরামর্শ নাও।

ভারতীয় সংবিধান

সংবিধান পড়া মানে কিন্তু শুধুমাত্র আর্টিকল মুখস্থ করা নয়। প্রত্যেকটি আর্টিকলে যে বয়ান দেওয়া রয়েছে, তার সঠিক অর্থ বোঝাও ভীষণ জরুরি। ধরা যাক, ভারতীয় সংবিধানের আর্টিকল উনত্রিশ ও ত্রিশ, এই দুটি অনচ্ছেদে মাইনরিটিদের অধিকার সম্পর্কে বলা রয়েছে। কিন্তু মনে রেখো আর্টিকল ২৯-এ কোথাও 'মাইনরিটি' শব্দটি উচ্চারণ করা হয়নি। বলা

হয়েছে ত্রিশ নম্বর অনুচ্ছেদে। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্টিকল ওয়ান। অনচ্ছেদ এক। সেখানে বলা হয়েছে. ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়ার কথা। ইউনিয়ন গঠিত হবে 'এগজিস্টিং স্টেট 'গুলোকে নিয়ে। আরও একটি সংজ্ঞায় বলা আছে, 'টেরিটরি অফ

এক্ষেত্রে টেরিটরি অফ ইন্ডিয়াতে এমন জমি যুক্ত হতে পারে, যেটা ভারতবর্ষ আগামীদিনে দখল করবে।

সূতরাং টেরিটরি অফ ইন্ডিয়া ধারণাটি ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া'র ধারণার থেকেও বড়। এধরনের খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে। তাহলেই জটিল অবজেক্টিভ প্রশ্ন অথবা ডেসক্রিপটিভ প্রশ্নের উত্তর তোমরা লিখতে পারবে। সংবিধান বিষয়টি খুঁটিয়ে পড়ার ওপর নির্ভর করছে। তাই আমার পরামর্শ, শুধুমাত্র আর্টিকল মুখস্থ কোরো না। বরং সেই আর্টিকলের বিষয়বস্তু বোঝার চেষ্টা করো।

ভারতের ইতিহাসকে প্রাথমিকভাবে তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগ। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস শুরু হয় মেহেরগড় সভ্যতা. হরপ্লা সভ্যতা থেকে পাল ও সেন রাজার সময়কাল পর্যন্ত।

মধ্যযুগের ইতিহাস পাল, সেন যুগের পর থেকে মোটামুটি মোগল সাম্রাজ্য পর্যন্ত। আধুনিক ভারতের ইতিহাস পলাশির যুদ্ধের পর থেকেই ধরা হয়। তবে এ ব্যাপারে দ্বিমত থাকতেই পারে। এই তিনটে বিভাগের ইতিহাস

খুব খুঁটিয়ে পড়তে হবে। ঘটনাচক্রের সময়কালগুলো মেনে চললে ভালো। তোমরা যদি সাল অনুযায়ী ঘটনার চার্ট বানিয়ে ফেলতে পারো, তাহলে অবজেক্টিভ আর ডেসক্রিপটিভ- দু'ধরনের পরীক্ষাতেই

সুবিধা পাবে। উদাহরণ হিসেবে বলি, ধরো তোমরা মৌর্য শাসনকাল পড়ছ। নোট তৈরির সময় বাঁদিকে সাল ও ডানদিকে সেই সালে কী কী ঘটনা ঘটেছিল, তা লিখতে পারো।

আরও বিস্তারিতভাবে নোট তৈরি করা যেতে পারে। যেমন, যদি কোনও রাজার সময়কালে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে, তবে প্রথমে সেই রাজা ও তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে সাব-হেড করে তারপর বাঁদিকে রাজার সময়কালের প্রতিটা সাল এবং ডানদিক বরাবর নির্দিষ্ট সালে ঘটে যাওয়া ঘটনা লিখে রাখতে পারো। কোনও বড় ইভেন্টের ক্ষেত্রে তার নাম সাব-হেড করে নীচে সাল ও পাশে তথ্য লেখা যায়। এই পদ্ধতি সিকুয়েন্সিয়ালি হবে। মধ্যযুগের ক্ষেত্রেও তাই। আধুনিকযুগেরও।

উদাহরণ (ক) পলাশির যদ্ধ (সাব-হেড) বাঁদিকে- ১৭৫৭ সাল

ডানদিকে- কাদের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল? কেন সিরাজ-উদদৌলার পতন হয়েছিল? যুদ্ধের কারণ কী? ফলাফল কী হয়েছিল? ইত্যাদি।

একই বছরে আরও মাঝারি, ছোট মাপের ঘটনা থাকলে নীচে স্টার মার্ক দিয়ে তথা লিখে বাখো।

উদাহরণ (খ) কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা (সাব-হেড) বাঁদিকে- ১৮৮৫ সাল

ডানদিকে- প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য। নীচে একই সালে ঘটে যাওয়া বাকি ঘটনা স্টার মার্ক দিয়ে।

ভারতের অর্থনীতি ও রিজার্ভ

ভারতের অর্থনীতি, রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে ইউপিএসসি পরিচালিত সিএসই অথবা ডব্লিউবিসিএস, দুটো পরীক্ষাতেই ভালো মানের প্রশ্ন আসে। অনেকের মনেই অর্থনীতি সম্পর্কে ভীতি কাজ করে। তবে শুরুতেই বলি, বিষয়টি মোটেই তত কঠিন নয়। বুঝে বুঝে পড়লে এর মতো সহজ বিষয়

ভারতের অর্থনীতির অতীত থেকে ধরো, স্বাধীনতার পরপরই ভারতীয় অর্থনীতি

এই পরিবর্তনগুলো কেন হল? কী কী ঘটনা এই পরিবর্তনে সাহায্য করল? এসব যদি পরিষ্কার হয়, তাহলে অর্থনীতি বুঝতে বিশেষ সমস্যা হবে না। ১২টি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও বেশ ক'টি এক বছরের

সেখানে ভারত সরকারের পাশাপাশি রিজার্ভ ব্যাংকের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনীতিতে অর্থনীতির প্রকারভেদ, ভারতে কী ধরনের

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চলছে, কৃষিকার্যের অবদান, খনিজ সম্পদের অবদান, শিল্পবিপ্লব, সার্ভিস সেক্টরের অবদান, জনসংখ্যা অর্থনীতির ওপর কেমন প্রভাব বিস্তার করে, মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব, স্বাধীনতার পরবর্তীকাল থেকে বিভিন্ন সরকারি যোজনা (বিশেষত যেগুলো উপার্জনের সুযোগ দিয়েছে কিংবা গ্রাম ও শহরের উন্নয়নে সাহায্য করেছে) এবং বর্তমানে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যোজনা কীভাবে অর্থনীতিকে প্রভাবিত করছে ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত পডাশোনা দরকার।

রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া বা আরবিআই জাতীয় অর্থনীতিতে ভারসাম্য বজায় রাখতে কী ভূমিকা পালন করে, ভারতের ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে সচল রাখা, অর্থনীতিতে প্রয়োজনীয় টাকা সরবরাহ এবং সরকারকে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সাহায্য করে কীভাবে-এসব পড়তেই হবে।

পাশাপাশি বর্তমানে অর্থনীতিতে কোন কোন দেশীয় অথবা আন্তজাতিক ঘটনা প্রভাব ফেলছে বা আগামীদিনে ফেলতে পারে, তা দেখে নিও। এ প্রসঙ্গে বলে রাখি, নিয়মিত খবরের কাগজে চোখ রাখা অবশ্য প্রয়োজনীয়। ডিজিটাল মিডিয়ার বিশেষ বিভাগ সাহায্য করতে পারে। দৈনন্দিন কী কী বদল এল অর্থনীতিতে, দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলবে- তেমন কী ঘটল ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য দেওয়া থাকে।

শক্তির পরশে



মনিকা পারভীন স্নাতকোত্তরের পড়য়া, বাংলা বিভাগ,

'সমস্ত জীবনটা একটা ছন্দের মতো। জন্ম-মৃত্যু, **पिन-ताि्त, मूथ-पू:थ, भिलन-विराह्म, ठिक रा**न একটা সমদ্রের ঢেউয়ের মতো। একবার উঠছে আবার পডছে। একটা আছে বলেই যেন আর একটার সার্থকতা, তাই নাং'- চারুলতা সিনেমায় সৌমিত্রের কণ্ঠে এই সংলাপটি কমবেশি সকলের শোনা। যা বলে যায় এক সাধারণ অথচ গভীর দর্শনের কথা। প্রস্পর সম্পূর্ণ বিপরীত দুটি সত্তা পরস্পর সম্পূক্ত হয়েই একসঙ্গে সহাবস্থান করে। প্রত্যেক মানুষের মনেও একই সঙ্গে দুটি বিপরীতথর্মী সত্রী কাজ করে। মিথোলজি এই দই সত্রাব নাম দিয়েছে, শুভ আর অশুভ শক্তি। বছরের এই সময় যে আলোর উৎসবে গোটা দেশ মেতে ওঠে, তাও অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে শুভর জয়ের উদযাপন। দীপাবলি, আলোর রোশনাই কেবল বাইরের অন্ধকারকে দূর করার কথা বলে না। আমাদের মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা অন্ধকার একট ফাঁক পেলেই দাঁতনখ বের করে হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে আসতে চায়। হিংসা- হবে। এই যাত্রা কোনও গন্তব্যের উদ্দেশে দ্বেম, পরনিন্দা, পরচর্চায় আস্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে নয়। এই যাত্রা একটি নিরন্তর পথচলা, একটি

ফেলতে চায়। দূর করতে না পারলে এ উৎসবের তাৎপর্য কী।

যুগের সঙ্গে শুভ ও অশুভ-র ধারণা, অবস্থান ক্রমশ বদলাচ্ছে। সত্যযুগে শুভ এবং অশুভ শক্তির প্রতীক হিসেবে দেবতা ও অসুরুরা আলাদা লোকে অবস্থান করত। ত্রেতা যুগে কিন্তু রাম ও রাবণ অবস্থান করল একই লোকে। আরও পরে দ্বাপর্যুগে মহাভারতের গল্পে আমরা দেখি, পাণ্ডব ও কৌরবরা একই পরিবারে জন্ম নিচ্ছে। আর সবশেষে, এই কলিতে শুভ আর অশুভ অবস্থান করছে একই ব্যক্তির মধ্যে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা যায়, জন্ম থেকেই প্রতিটি মানুষকে দুই সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী সত্তার মুখোমুখি হতে হয়। বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও ধর্ম অনুযায়ী এদের নাম ভিন্ন হয় মাত্র। এই ইতিবাচক ও নেতিবাচক মনোভাবকে চিনা সংস্কৃতিতে বলে ইন ও ইয়ান। ইসলামে বলে শয়তান আর ফেরেস্তা। মানুষের বিবেক, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও এই দুই বিপরীতমখী শক্তির অস্তিত্ব থাকে। य यश्मिं एक योगता तिम श्राभाग मिरे, মনোযোগ দিই- সেই অংশ বেশি শক্তিশালী হয়। মানুষের সার্বিক চরিত্র সেই অনুযায়ী

পৃথিবীতে আজ এক 'অদ্ভত আঁধার' নেমে এসেছে। তাই আজও শ্রেষ্ঠতের আস্ফালন দেখাতে গিয়ে হাজার হাজার মানুষকে দাঁড়িয়ে শেষপর্যন্ত যেন একগুচ্ছ সূর্যমুখী এগিয়ে

শহরকে স্রেফ মিসাইল ছুড়ে ধ্বংস করা যায়, ত্রাণের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা ক্ষুধার্ত মানুষকে স্নাইপারের গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেওয়া যায়, আবার কখনও দশ বছর বয়সি দাদাকে তার ভাইয়ের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা গলিত মতদেহ কুড়িয়ে নিতে হয়। নিজেদের অস্ত্র ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে কাউকে যুদ্ধের জিগির জিইয়ে রাখতে হয়। যখন জিওপলিটিক্সের দোহাই দিয়ে চডান্ত নারীবিদ্বেষী সন্তাসী রাষ্ট্রপ্রধানদের রেড কার্পেটে অভ্যর্থনা জানাতে হয়, তখন জীবনানন্দের কথাটি বড় বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে- 'যাদের হৃদয়ে কোনও প্রেম নেই. প্রীতি নেই, করুণার আলোড়ন নেই, পৃথিবী অচল

আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।' অন্ধকার! অন্ধকার! চাপ চাপ অন্ধকার! আঁধার দূর করতে ঠিক কতগুলো প্রদীপ দরকার? তবু বারবার অধ্যাপক কাফির উক্তি আমাদের মনে করে যেতেই হবে, 'ঘণার চেয়ে ভালোবাসা অনেক বেশি সংক্রামক। ভালোবাসার শক্তি অসীম। ভালোবাসাই পারে সমস্ত অন্ধকারকে দর করতে। 'মনের কোণের সব দীনতা মলিনতা'কে দর করতে আমাদের ফিরে যেতে হবে সেই উপনিষদে। 'তমসো মা জ্যোতির্গময়'। অন্ধকার থেকে আলোর পথে যাত্রা করতে হবে। আরও নত হতে শিখতে

আলো দেওয়ার প্রক্রিয়াটি যেমন একটি দহন প্রক্রিয়া, ভালোবাসাও তাই। ভালোবাসতে গেলে নিজেকে অনেকখানি পোডাতে হয়। পোডাতে হয় নিজের অহং. অভিমান। তবে এ পোডায় ক্ষত থাকে না, বরং

নিরন্তর অনুশীলন। প্রদীপের

এ দহনে অসীম সুখ! রামচন্দ্র চোন্দো বছরের বনবাস শেষে যখন অযোধ্যায় ফিরে আসেন, তখন নগরবাসী তাঁদের প্রিয় রাজাকে স্বাগত জানাতে গোটা নগরী আলোকিত করেছিলেন। যা আমাদের কাছে 'দীপাবলি' বা 'দিওয়ালি'। এই পরব লংকার রাজা রাবণের বিরুদ্ধে রামের বিজয়ের প্রতীক। যা অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে শুভ শক্তির বিজয়কে সূচিত করে। এছাড়াও দীপাবলির সঙ্গে একাধিক গল্প জড়িত। শ্রীকৃষ্ণের হাতে নরাকাসুর বধ, ২৪তম তীর্থঙ্কর মহাবীরের আধ্যাত্মিক জাগরণ বা 'নির্বাণ' হয়েছিল এ সময়েই। শুভ শক্তির সঙ্গে অশুভ শক্তির চিরন্তন দ্বন্দ্বে এই তিথি তাই বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

নিজেকে পোড়ানোর অবকাশটুকু যেন আমাদের থাকে। আলোয় পাগল প্রভাত হাওয়াতে আমরা যেন আমাদের হৃদয় আরও নইয়ে দিতে পারি। এই নফরতের দনিয়ায় চিরকাল যেন মহব্বতের শের শুনিয়ে যেতে পারি। ওদের ঘৃণার বন্দুকের নলের সামনে নির্দ্বিধায় মেরে ফেলা যায়, একটা গোটা দিতে পারি-এতটুকুই দীপাবলির প্রার্থনা।



ভূগোল পড়তে গেলে ম্যাপ ও চার্টের ব্যবহার আবশ্যিক। যেমন ধরো, পৃথিবীতে বিভিন্ন খনিজ সম্পদের মধ্যে যে কোনও একটি কোথায় কোথায় সর্বোচ্চ পরিমাণে পাওয়া যায়, সেটা যদি তুমি ম্যাপ পয়েন্টিং করে পড়ো এবং নিয়মিত রিভিশন দাও, সেটা মুখস্থবিদ্যার চাইতেও বেশি উপযোগী পদ্ধতি। একই কথা চার্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

আরও একটি উদাহরণ, ভারতের কোথায় কোথায় ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়, তা মনে রাখার জন্য একটি ম্যাপ কিনে পয়েন্টিং করে রাখো। ম্যাপের ওপরে হেডিং দাও, 'ভারতের ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদনকারী কেন্দ্র সমূহ'। এভাবে পড়লে মনে রাখা অনেকটাই সহজ হয়ে যায়। ধরো, এভাবে পথিবী ও ভারত মিলিয়ে প্রায় চল্লিশটি ম্যাপ তৈরি হল। রোজ পাঁচটি করে ম্যাপ সকালবেলায় ভালো করে চোখ বুলিয়ে নেবে। চল্লিশটি ম্যাপ পড়তে আটদিন সময় লাগবে। একইভাবে সার্কলেট করে রিভিশন করলে বিষয়গুলো আয়ত্তে চলে আসবে।

হেসেখেলে পার ২৫ বছর, আরও পথ চলার স্বপ্ন চোখে

খোকন সাহা

শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং সমাজের প্রতি দায়ব্বতা। এই তিনটি বিষয়ের সমিতি প্রতি বছর স্নাতকোত্তর ওপর গত ২৫ বছর ধরে খুবই গুরুত্ব দিয়ে কাজ করা হচ্ছে। তা কতটা আন্তরিক তা সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্তনী সমিতির রজত জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে সবার সামনে পরিষ্কার হল। উপস্থিত প্রাক্তনীরা বছরভর বিভিন্ন কর্মসূচির বিষয়ে প্রস্তাব পেশ করেন। উত্তর্বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা, গবেষণার পরিকাঠামো উন্নয়নে সমিতি কর্তপক্ষের সঙ্গে নিবিড় সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে।

ইন্দ্রজিৎ চক্ৰবৰ্তী বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা বছরের ইতিহাস বিভাগের পড়্য়া[`]ছিলেন। তাঁর হাত ধরেই কনফারেন্স হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানটির সূচনা হয়। ডঃ শুক্লা সরকার, ডঃ সতী সিং, ডঃ মলয় করঞ্জাই, গৌতমেন্দু নন্দী প্রমুখ সংগীত পরিবেশন করেন। বিশিষ্টরা বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে সমিতির লোগো এবং পরিচয়পত্র উন্মোচন করা হয়। সোমা দত্ত সমিতিব প্রবীণ সদস্য। ৬৫ বছর বয়সে হাইজাম্প, লংজাম্প এবং দৌড়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে সোনা জিতে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। তাঁকে এদিন সংবর্ধিত করা হয়। সমিতির ২৫ বছরের লোগো তৈরির জন্য শিল্পী অজয় সরকারকে সম্মাননা জানানো হয়।

সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। যার মধ্যে তাপস চট্টোপাধ্যায় রচিত 'উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস', 'উত্তরবঙ্গের আর্থিক- সামাজিক- দূঢ়বিশ্বাস।

সাংস্কৃতিক উন্নয়নের রূপরেখা' নামক সংকলন গ্রন্থ ও 'দ্বিশতবর্ষে বিদ্যাসাগর স্মরণিকা' বইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্তরে পাঠরত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি ফ্যাকাল্টির মেধাবী অথচ নিম্নবিত্ত প্রভয়াদের প্রস্কার (মেডেল), অর্থ ও আইপ্যাড জাতীয় শিক্ষাসামগ্রী দিয়েছে। ক্যানসার ও অন্যান্য কঠিন অসুখে সংকটাগ্রস্ত ছাত্রছাত্রীদের অর্থসাহায়্য করেছে। ক্যাম্পাসে স্বামী বিবেকানন্দের পূর্ণাঙ্গ মূর্তি স্থাপন করেছে। ত্রাণমূলক কর্মসূচির ক্ষেত্রেও সমিতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কোভিডের সময় সমিতির সদস্যদের দান করা ১০ লক্ষ টাকায় উত্তরবঙ্গের

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্তনী সমিতি

আট জেলায় ত্রাণ ও চিকিৎসা সহায়তা হয়েছিল। সাম্প্রতিক দুর্যোগের পর সমিতির সদস্যরা দুধিয়া, মিরিক, বিজনবাড়ি ও নাগরাকাটা গিয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়িয়েছেন।

বর্ষ

উপলক্ষো

বজতজযন্ত্ৰী

সমিতির নানা জেলায় বছরভর অ্যাকাডেমিক আলোচনাচক্রের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বর্তমানে সমিতির পরিচালনার জন্য ৩০ জন সদস্যের একটি কার্যকরী কমিটি রয়েছে। প্রাক্তন কিউরেটর ফজলুর রহমান ২০০১ সালে এই সমিতি এর সম্পাদক পদে রয়েছেন। গঠিত হয়। সমিতি এপর্যন্ত এছাড়া, প্রাক্তন রেজিস্ট্রার ডঃ তাপস দশটি গবেষণামূলক একক এবং চট্টোপাধ্যায় সমিতির সভাপতি পদে রয়েছেন। সবাই মিলে কাজ করে সমিতিকে আরও অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে বলে সদস্যদের

মালভূমির চরিত্র, সেখানকার পর্বতশ্রেণি, কী কী খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়? এর বিস্তার কতটা এবং এর সৃষ্টির পেছনে কী ইতিহাস ছিল? ইত্যাদি পয়েন্ট করে করে পডতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ গাঙ্গেয় সমভূমির একটা বড়

ভারত ও পশ্চিমবঙ্গের ভূগোল

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রাথমিকভাবে প্রাকৃতিক আর আঞ্চলিক,

এই দটো ভাগ রয়েছে। ভারতের প্রাকৃতিক

ভগোলের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের প্রাকৃতিক

ভূগোলকে সমান গুরুত্ব দিয়ে পড়তে হবে।

যেমন, ভারতের ক্ষেত্রে উত্তরের হিমালয়

পর্বত, তার সৃষ্টি, সীমানা, পূর্ব-পশ্চিম ও

উত্তর-দক্ষিণে বিস্তার, সেখানে কী কী

ভৌগোলিক চরিত্র রয়েছে, একইসঙ্গে

পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে হিমালয় পর্বতমালার

কী কী অংশ রয়েছে, সেখানকার ভূমিরূপ

কেমন, সেখানকার পার্বত্য শ্রেণির সর্বেচ্চি

শৃঙ্গ থেকে শুরু করে নদ-নদী, ভূমিরূপ,

আবার ধরা যাক, দাক্ষিণাত্যের

মালভমি। ভারতের অন্তর্গত দাক্ষিণাত্যের

তার ঢাল- পুরোটাই পড়তে হবে।

অংশ অধিকার করে। সেখানে প্রাতন পলিগঠিত সমভূমি, অপেক্ষাকত নতুন পলিগঠিত সমভূমি, এখানকার ভূমিতে কী চাষ হয়? ইত্যাদি পড়তে হবে। পড়তে হবে বৃষ্টিপাত সম্পর্কে। ভারতের ক্ষেত্রে যেমন আঞ্চলিকভাবে বৃষ্টিপাতের বিভিন্নতা পড়বে, পশ্চিমবঙ্গেব ক্ষেত্রেও তেমন বিভিন্নতা তোমাদের

পডতে হবে। ভারত আর পশ্চিমবঙ্গ ভূগোলের ক্ষেত্রে আলাদা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট লিখলে করে উপকাব হবে। আবাব আঞ্চলিক বহুক্ষেত্রে টেবিল ৈতরির জায়গা রয়েছে। যেমন ভারতের মত্তিকা ধরো, নিয়ে পড়ার সময় কোন

অঞ্চলে কী ধরনের মত্তিকা পাওয়া যায়? তাতে কোন খনিজ বৈশি মেলে? কোন ফসল ভালো চাষ হচ্ছে? -এসব নিয়ে একটি টেবিল তৈরি করা যেতে পারে। প্রতিটি নদীর উৎস, কোথায় গিয়ে

পতিত হয়, কোন কোন রাজ্য/জেলা দিয়ে যায়, তার রাস্তাপথে কোনও জলবিদ্যৎ প্রকল্প রয়েছে কি না, নদীর মোট বিস্তার কত কিলোমিটার, ওয়াটার কমিশন গঠিত হয়েছে কি না, সেই নদী থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ কোন কোন রাজ্যের প্রয়োজন মেটায়, নদীর উপনদী কী ইত্যাদি পয়েন্ট যেমন ভারতের ক্ষেত্রে কাজে লাগবে, তেমন পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও টেবিল বানাতে পারো। এই টেবিলগুলো পর্যায়ক্রমে তোমাদের মাঝেমধ্যে রিভিশন দিতে হবে।

এতে যেমন তথ্যগুলো মনে থাকবে. তেমন ডেসক্রিপটিভ লেখার ক্ষেত্রেও সবিধা হবে। সেন্সাস বা জনশুমারির ক্ষেত্রে ভারতের রাজ্যভিত্তিক সেন্সাস আর পশ্চিমবঙ্গের জেলাভিত্তিক সেন্সাসের তথ্যের জন্য আলাদা চার্ট বানাবে এবং পিরিওডিক্যালি সেসব

রিভিশন করবে। পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি পৃথিবীর ভগোল সম্পর্কে ইউপিএসসি এবং আগামীদিনে ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষায় পডতে

পৃথিবীর প্রাকৃতিক গঠন, প্লেট থিওরি. টেকটনিক বিভিন্ন মহাসাগর ও তাদের চরিত্র, আবহাওয়া ও তার বর্তমানকালীন পরিবর্তন, ลหลหิโ পৃথিবীজুড়ে থাকা খনিজ সম্পদ অথব প্রাকৃতিক সম্পদ, কৃষিকার্য, শিল্প, ভূ-রাজনীতি (ভারত আুর বিশ্ভূ-রাজনীতি, দক্ষিণ এশিয়া, ভারত মহাসাগরের ভূ-রাজনীতি, সীমান্ত সমস্যা), পরিবেশ দৃষণ, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক (বন্যা, খরা, ভূমিধস, মহামারি), ভূমিক্ষয় ও ভূমি ব্যবহারের ধরন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

ব্যাংকের ভূমিকা

আর নেই। বর্তমান পর্যন্ত যে পর্যায়কাল, সে সম্পর্কে ধারণা প্রথমেই তৈরি করে নাও। যেমন অথাৎ খানিকটা নেহরুভিয়ান অর্থনীতি অনেকাংশে সমাজতন্ত্র নির্ভর ছিল। ১৯৯১ সালে দেখা গেল, ভারত সমাজতন্ত্র নির্ভর অর্থনীতি ছেড়ে ক্যাপিটালিস্টিক প্রাইভেটাইজড অর্থনীতির দিকে পা বাডাচ্ছে।

স্বল্পমেয়াদি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ধরে এই পরিবর্তন ঘটেছিল।



হুগলির তরুণী উদ্ধার ফালাকাটায়

ফালাকাটা, ২৩ অক্টোবর ফালাকাটার কিষান মান্ডি এলাকা থেকে এক তরুণীকে উদ্ধার করল পলিশ। ওই তরুণীর নাম ইলা ঘোষ (২২)। বাড়ি হুগলি জেলায়। বৃহস্পতিবার অন্যমনস্কভাবে তরুণীকে ঘোরাঘুরি করতে দেখে সন্দেহ হয় ফালাকাটা কিষান মান্ডি এলাকার বাসিন্দাদের। তাঁরাই পুলিশকে খবর দেন। পরে এসআই মিঠুন বৰ্মন মহিলা পুলিশ নিয়ে গিয়ে ওই তরুণীকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসেন।

কিন্তু তাঁর সঙ্গে কথা বলার পর পুলিশের অনুমান, তরুণীর মানসিক সমস্যা রয়েছে। তাই কোনওভাবে হয়তো ফালাকাটায় চলে আসেন। পরে এদিন পলিশ ওই তরুণীকে আলিপুরদুয়ার আদালতে তোলে। পুলিশ জানিয়েছে, আদালত সব শুনে তরুণীকে বীরপাড়ার একটি আশ্রমে রাখার নির্দেশ দেয়। পরে এদিন সেখানেই তাঁকে রাখা হয়েছে। এদিকে, পুলিশ তাঁর ঠিকানা বের করে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে। তরুণীর পরিবারের সদস্যরা হুগলি থেকে এদিন ট্রেনে করে রওনা দিয়েছেন। শুক্রবার বীরপাড়ায় এসে তরুণীকে

সিডেটিভ ড্রাগস

বাজেয়াপ্ত

জয়গাঁ, ২৩ অক্টোবর : জয়গাঁ শহরের সুমসুমি বাজারের বাসিন্দা দর্গা ছেত্রীর বাডিতে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ সিডেটিভ ড্রাগস বাজেয়াপ্ত করেছে জয়গাঁ থানার পুলিশ।

তাঁর বাড়িতে একটি কালো প্লাস্টিকের ভিতর থেকে মোট ১৭ হাজার ৬৯৫টি ট্যাবলেট পাওয়া গিয়েছে। ধৃতকে এদিন আলিপুরদুয়ার জেলা আদালতে তোলা হলৈ তাঁর ৭ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

জরুর তথ্য মজুত রক্ত

বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টা অবধি

আলিপুরদুয়ার জেলা

হাসপাতাল (পিআরবিসি) এ পজিটিভ বি পজিটিভ ও পজিটিভ এবি পজিটিভ এ নেগেটিভ

বি নেগেটিভ ও নেগেটিভ এবি নেগেটিভ - ০

ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল

এ পজিটিভ বি পজিটিভ ও পজিটিভ এবি পজিটিভ এ নেগেটিভ বি নেগেটিভ

ও নেগেটিভ এবি নেগেটিভ - ০

 বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল

এ পজিটিভ বি পজিটিভ ও পজিটিভ এবি পজিটিভ এ নেগেটিভ

বি নেগেটিভ ও নেগেটিভ এবি নেগেটিভ _

আলিপুরদুয়ার, ২৩ অক্টোবর: বোন ২০ বছর আগে মারা গিয়েছেন। তারপর আর ফোঁটা নেওয়া হয়নি। এখন লোহারপুল এলাকার বাসিন্দা প্রদীপকুমার চৌধুরীর ৮৩ বছর। এত বছর পর এবার তাঁর নাতনির বয়সিদের কাছ থেকে ফোঁটা পেয়ে খুব খুশি তিনি। প্রদীপের কথায়, খিব ভালো লাগল। মনে হল যে সেই আগের দিনে ফিরে গিয়েছি।'

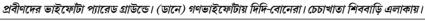
আবার শহরের নিউটউন এলাকার ৮১ বছর বয়সি গোপালচন্দ্র গোস্বামী প্রতিবার জলপাইগুড়িতে বোনের কাছে গিয়ে ফোঁটা নিয়ে আসেন। কিন্তু এবার প্যারেড গ্রাউন্ডে দিনান্তে পথপ্রান্তে মিলনমেলায় গণভাইফোঁটার অনুষ্ঠান হয়। তাই এবার জলপাইগুড়ি না গিয়ে তিনি

সেখানে গণভাইফোঁটা নিয়েছেন। আলিপুরদুয়ারের বহস্পতিবার উদ্যোগে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তরফে আয়োজিত ওই ভাইফোঁটার অনুষ্ঠানে ৭৯ বছর বয়সি মৃণালকান্তি ঘোষ, মুন্ময় ভৌমিকরাও অংশ নেন। ফোঁটা দেওয়ার পাশাপাশি তাঁদের প্রত্যেককে মিষ্টিমুখ করানো হয়। উপহারও দেওয়া হয়।

বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল বলেন 'এই বিশেষ দিনে দিদি ও বোনেরা এখানে এসে প্রবীণ নাগরিকদের ফোঁটা দিল। এটা সত্যি দারুণ বিষয়।'

এদিনের ভাইফোঁটার ওই অনুষ্ঠান সকলের নজর কেড়েছে। ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্ণধার চক্রবর্তী বলেন, 'প্রবীণদের এই বিশেষ দিনে ফোঁটা দিতে পেরে আমাদের খুব ভালো লাগছে।'





বছর পর ফোঁটা, মিষ্টিমুখে আনন্দ

বিজেপি জেলা কার্যালয়ে এদিন মহিলা মোর্চা, টাউন মণ্ডল, জেলা বিজেপির মহিলারা ভাইফোঁটার অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। জেলা বিজেপির সভাপতি মিঠু দাসের কথায়, 'এই

বিশেষ দিনে আমরা সকলে জড়ো হয়েছিলাম কার্যালয়ে। দিদি ও বোনেরা ফোঁটা দিয়েছে। খুব ভালো লাগল আমাদের। সেই সঙ্গে মিষ্টিমুখও করা হয়েছে। সত্যি অন্যরকম কাটল দিনটা।'

আবার চেচাখাতা শিববাডি এলাকায় শান্তিদৃত ইউনিটের উদ্যোগে কয়ারপার গণভাইফোঁটার আয়োজন কবা এলাকার বাসিন্দা বিন্দিয়া হয়। দে-র কথায়, 'আগেও অনেকবার

প্রণব সূত্রধর

ভাইফোঁটার দিন বাসের অভাবে

বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার চৌপথি

সহ একাধিক জায়গাতে যাত্রীদের

বাসের জন্য অপেক্ষা করতে দেখা

যায়। বিশেষ করে জয়গাঁ, হাসিমারা

সহ অন্যান্য রুটের বাসের ঘাটতি

ছিল। পর্যাপ্ত বাসের অভাবে অটো.

টোটো রিজার্ভ করে যাতায়াত চলে।

যেসব রুটে বেসরকারি বাসের উপর

নির্ভরশীল মানুষ সেখানে সমস্যা বেশি

থেকে জয়গাঁ যাওয়ার বাস না পেয়ে

আলিপুরদুয়ার চৌপথি এলাকাতেই

দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন। শেষপর্যন্ত

ছোট যাত্রীবাহী গাড়িতে তিনি রওনা

দেন। তাঁর কথায়, 'ভাইফোঁটার দিন

বাস পেতে সমস্যায় পড়তে হয়েছে।

দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানোর পরও গাড়ি

মেলেনি।' পূজোর মরশুমে স্কুল,

কলেজ ও বিভিন্ন অফিস বন্ধ রয়েছে।

ফলে একাধিক রুটে তেমন যাত্রী

নেই। তার ফলে কালীপুজোর সময়

এদিন রিতা রায় আলিপুরদুয়ার

হয়েছে বলে অভিযোগ।

বাড়ল

আলিপুরদুয়ার, ২৩ অক্টোবর:

বাস কম,

যাত্ৰী ভোগান্তি

54(7

যাত্রীদের।

গণভাইফোঁটার অনুষ্ঠানে নিয়েছি। পাড়ার সবাইকে একসঙ্গে সব সময় পাওয়া যায় না। কিন্তু এদিন সবাই মিলে পথচলতি মান্যজনকেও ফোঁটা দেওয়া হয়েছে।'

সঙ্গে সঙ্গে বোনফোঁটাও হয়েছে এদিন। শহরের সূর্যনগর এলাকায় সরকারবাড়িতে ভাইফোঁটার সঙ্গে বোনফোঁটার আয়োজন ছিল।

তবে এটা নতুন নয়, প্রতিবারই সেখানে বোনফোঁটার আয়োজন করা হয় বলে জানিয়েছেন বাড়ির সদস্য অনজা সরকার। অনজার কথায়, 'সাধারণত বোন বা দিদিরা দাদা বা ভাইদের রক্ষা করার জন্য ফোঁটা দিয়ে থাকে। এখন যুগ পালটেছে। বোনরাও বোনেদের রক্ষা করতে পারে। তাই বোনফোঁটার আয়োজন।'

বন্ধ রেখেছেন অনেকে। তবে এদিন

ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যে যাত্রীসংখ্যা

বাড়ায় সমস্যা তৈরি হয়। চাহিদার

তলনায় বাসের সংখ্যা কমতেই

যাত্রীদের হয়রানির শিকার হতে হয়।

শহরের এক বাসিন্দা এদিন বাস

না পেয়ে টোটো রিজার্ভ করেই

সোনাপুর এলাকায় যান বলে জানান

ভাইফোঁটার দিনের চাহিদার কথা

মাথায় রেখে অতিরিক্ত পাঁচটি

বাস চালিয়েছে বলে দাবি। তা

সত্ত্বেও বাসের সমস্যা মেটেনি

বলে অভিযোগ। অন্যান্য সময়

জয়গাঁ সহ আলিপুরদুয়ার জেলায়

প্রায় আড়াইশোটি বেসরকারি বাস

চলাচল করে। তবে দুর্গাপুজো ও

কালীপুজোর পর থেকে প্রায় পঞ্চাশটি

বেসরকারি বাস বন্ধ রয়েছে। জয়গাঁ,

হাসিমারা রুটেও একই অভিযোগ।

এই বিষয়ে আলিপুরদুয়ার তরাই

অঞ্চল মোটর ওনার্স ওয়েলফেয়ার

অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দেবাঙ্কর

দে বলেন, 'পুজোর মরশুমে অটো,

টোটোর দাপটে বাসে যাত্রী কম

হচ্ছে। তাই জয়গাঁ সহ কয়েকটি রুটে

একাংশ বাস চলাচল বন্ধ বযেছে

অনষ্ঠানের

বাসকর্মীদের

নিয়েছেন।

কিছু বাস

কম। তবে

সমস্যা

হয়নি

তাই

যানবাহন

থাকায়

এনবিএসটিসি

পিঙ্কি ঘোষ নামে আলিপুরদুয়ার

পরিবারের মতো করে তপোবন হোমে আবাসিকদের ভাইফোঁটা পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ২৩ অক্টোবর: কোনও না কোনও কারণে ওঁরা সকলে পরিবারের ছোঁয়া থেকে দুরে থাকেন। তাই বলে ভাইফোঁটার বিশেষ দিনে যখন ভাইবোনেরা একসঙ্গে আনন্দে মেতেছেন তখন কি ওঁদের মুখ ভার করে থাকা মানায়! ওঁদের বলতে কামাখ্যাগুড়ির তপোবন হোমের আবাসিকরা। চেনা ছন্দে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই হোমের সকলে আনন্দে মেতেছিলেন। আবাসিক প্রবীণ-প্রবীণারা প্রতি বছরের মতো এবারও ধুমধাম করে ভাইফোঁটা পালন করেছেন। এমনকি মেয়েদেরও ফোঁটা দেওয়া হয়। অন্যদিকে হোমের কমবয়সি বাসিন্দারাও একে অন্যকে ফোঁটা দিয়ে এই বিশেষ দিনটি কাটান।

আবাসিকরা কোনওমতেই উৎসবের দিনটিতে নিজেদের একা মনে না করেন. সেইজন্যই এমন আয়োজন। হোমের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক নীতীশ পাহাড়ি এনিয়ে বলেন, 'প্রতি বছরই আমাদের হোমে ভাইফোঁটা ও বোনফোঁটার আয়োজন করা হয়। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, যেন কেউ এই দিনটিতে নিজেকে একা না ভাবেন। সবাই একটি পরিবারের সদস্যের মতো একসঙ্গে আনন্দ উপভোগ করতে পেরেছেন। বর্তমানে হোমে মোট ৪০ জন প্রবীণ ও ১৬ জন প্রবীণা আবাসিক রয়েছেন।

এঁদের মধ্যে প্রত্যেকেই এদিন পরস্পরকে ফোঁটা দিয়ে একে অন্যের মঙ্গলকামনা করেছেন। শুধ তাই নয়, হোমে থাকা ৫৯ জন মেয়ে ও ৭০ জন ছেলেও দিনটি একইভাবে হাসিখুশি পালন করেছেন। সবাই যেন একে অন্যের আত্মীয়। দিনের শেষে হোমের প্রতিটি আবাসিকদের মুখে প্রশান্তির হাসি ছিল। কেউ নতুন জামা পরে ছবি তুলেছেন, কেউ আবার গাইলেন গান।

নিজেদের মতো দিনটি পালন করতে পেরে উচ্ছ্বসিত হোমের এক প্রবীণ বাসিন্দা বললেন, 'আমরা ভাবতেই পারিনি, দিনটি এত সুন্দরভাবে পালিত হবে। দিনটি কাটিয়ে ছোটবেলার কথা মনে পড়ছে। দিদিরা আমার কপালে ফোঁটা দিত। সেই দিনের মতোই আজও মনটা আনন্দে ভরে উঠছে। আবেগঘন গলায় অন্য এক প্রবীণা বাসিন্দা বললেন, 'এখানে সবাই আমাদের নিজের মানুষ। আমরা সবাই মিলে একে অপরকে ফোঁটা দিয়েছি। মনে হচ্ছে যেন আবার নিজের বাড়িতে ফিরে গিয়েছি। তবে শুধু ফোঁটাতেই উৎসব শেষ হয়নি। সঙ্গে ছিল দারুণ সব খাবার আর মিষ্টি। এদিনের বিশেষ মেনুতে ছিল ডাল, বেগুনি, চপ, পনির, মাংস, চাটনি, দই ও তিন রকমের মিষ্টি। দুপুরে সবাই মিলে একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া হয়েছে। তারপরই আড্ডা জমে উঠেছিল তপোবন হোমের উঠোনে।



বাজারে কার্টছার্ট

আলিপুরদুয়ার, ২৩ অক্টোবর : ভাইফোঁটা বলৈ কথা। একদিন দাদাভাইদের পাতে স্পেশাল কিছু তুলে দেবেন বলে আগে থেকেই পরিকল্পনা করে রেখেছেন সকলে। মেনুও আগে থেকেই সেট করা কেউ ইলিশ ভাপা, মাটন কষায় ভূরিভোজ করাবেন তো কেউ ডাব চিংড়ি রাঁধবেন। ব্যাস, সেইমতোই বৃহস্পতিবার সকাল হতেই ফর্দ নিয়ে ব্যাগ হাতে দিদি-বোনেরা বেরিয়ে পড়েন বাজারে। কিন্তু দোকানদারদের মুখে দাম শুনতেই ক্রেতাদের বাজারে কাঁটছাঁট করতে হয়।

এদিন বৌবাজারে এসেছিলেন শিপ্রা কুণ্ডু। তিনি বলেন, 'সবজির দামও চড়া। বিশেষ করে মাছের যা দাম তাতে অল্প বাজার করতেই টাকা শেষ হয়ে যাচ্ছে। ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যে ইলিশ কিনতে এসেছিলাম। এক কেজি নেওয়ার ইচ্ছা থাকলেও পরিমাণে কম নিয়েই বাড়ি ফিরতে হচ্ছে।'

ভাইফোঁটায় ভাই-দাদাদের দীর্ঘায়ু কামনায় কপালে ফোঁটা পাশাপাশি আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল পেটপুজো। আর সেই পেটপুজোর আয়োজন করতে গিয়েই নাভিঃশ্বাস উঠছে সকলের। সবজি, মাছ, মাংস সবই কিনতে গিয়ে ছ্যাঁকা খাচ্ছেন আমজনতা। এদিন বড়বাজার, বৌবাজার পাশাপাশি শহরের প্রায় সব বাজারেই ভিড় লক্ষ করা যায়। কিন্তু দোকানদারদের মুখে দাম শুনেই মেজাজ গেল চটকে।

এদিন বাজারে মাছের দাম ছিল চডা। প্রতি কেজিতে কাতল মাছ ইলিশ - ১২০০ থেকে ১৮০০ টাকার ৩৫০- ৪০০ টাকা, রুই মাছ ২৬০ মধ্যে।

টাকা থেকে ৪৫০ টাকা। গলদা চিংড়ি ৮০০- ১০০০ টাকা। বাগদা চিংড়ি -৪০০ টাকা। অন্যদিকে ইলিশের দামও ছিল ধরাছোঁয়ার বাইরে। ইলিশ সাইজ অনুসারে ৭০০ টাকা থেকে ১৮০০

তল মাছ ৩৫০- ৪০০ টাকা প্রতি কেজি রুই মাছ প্রতি কেজি ২৬০

টাকা থেকে ৪৫০ টাকা গলদা চিংড়ি ৮০০- ১০০০ টাকা প্রতি কেজি

ইলিশ্ সাইজ অনুসারে ৭০০ টাকা থেকে ১৮০০ টাকা পর্যন্ত

ছোট সাইজের ইলিশ ৭০০- ৮০০ টাকা, বড় মাপের ইলিশ্ - ১২০০ থেকে ১৮০০ টাকার মধ্যে

পাঁঠা ৮০০ থেকে সর্বোচ্চ ৯৫০ ছুঁয়েছে প্রতি কেজিতে

৭০০-৮০০ টাকা কেজির মধ্যে বিকোচ্ছে খাসি

টাকা পর্যন্ত। ছোট সাইজের ইলিশ

-৭০০- ৮০০ টাকা। বড় মাপের

পাশাপাশি পাঁঠা ৮০০ থেকে সবেচ্চি ৯৫০ ছঁয়েছে প্রতি কেজিতে। তবে মুরগির দামে তেমন কোনও হেরফের চোখে পড়েনি। সেক্ষেত্রে ব্রয়লার মুরগি কেজি প্রতি ২২০ টাকা থেকে ২৫০ টাকা। দেশি মুরগি -৪০০ টাকা প্রতি কেজি। ৭০০ থেকে ৮০০ টাকা কেজির মধ্যে বিকোচ্ছে খাসি।

চিত্তরঞ্জনপল্লির বাসিন্দা বিপ্লব ঘোষের কথায়, 'টাকা ফুরোলেও ব্যাগ ভরছে না। অন্যদিনের তুলনায় এদিন ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যে স্বকিছুরই দাম ৫০-১০০ টাকা করে বেশি ছিল।'

তবে যাই হোক বছরে একবারই ভাইফোঁটা আসে. সে উপলক্ষ্যে অনেকের ভাইবোনেরাও দূর থেকে ফোঁটা দিতে আসেন ফলে পকেটে প্রভাব পডলেও আপ্যায়নে ত্রুটি রাখতে চান না কেউই।

মাছ বিক্রেতা শিবনাথ সরকার বলেন, 'প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জোগান কম থাকায় কিছুটা দাম বেড়েছে। এছাড়া, ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যেও দাম বেশি।' তবে এদিন কিন্তু মাছের দোকানের চেয়ে মাংসের দোকানে তুলনামূলক ভিড় বেশি দেখা যায়। বিক্রেতা রাহুল দে বলেন, 'ভাইফোঁটা থাকলেও মাংসের দামে তার কোনও প্রভাব পড়েনি। দাম আগের মতোই আছে।'



পুজোর মরশুমে অটো, টোটোর দাপটে বাসে যাত্ৰী কম হচ্ছে। তাই জয়গাঁ সহ কয়েকটি রুটে একাংশ বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে। এছাড়াও ভাইফোঁটার অনুষ্ঠানের জন্য বাসকর্মীদের অনেকে ছুটি নিয়েছেন। তবে অন্যান্য যানবাহন থাকায় সমস্যা সেরকম হয়নি বলে মনে করছি।

দেবাঙ্কর দে. সম্পাদক তরাই অঞ্চল মোটর ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন

হয়রানি

পূজোর মরশুমে স্কুল, কলেজ ও বিভিন্ন অফিস বন্ধ রয়েছে

ফলে একাধিক রুটে তেমন

যাত্রী নেই কালীপুজোর সময় থেকে বাস

চালানো বন্ধ রেখেছেন অনেকে

ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যে থেকে একাংশ বাস যাত্রীসংখ্যা বাড়ায় সমস্যা ভাইফোঁটার চালানো তৈরি হয় অন্যান্য সেরকম বলে



এনবিএসটিসি ডিপোতে বাসের অপেক্ষায় যাত্রীরা।

আলিপুরদুয়ার, ২৩ অক্টোবর: দুগাপুজোর বিসর্জনের শোভাযাত্রার সেই চেনা জাঁকজমক আবার ফিরে এল আলিপুরদুয়ার শহরের রাজপথে। সোমবার ধুমধাম করে পালিত হয় কালীপুঁজো। পুজো শেষে এবার দেবীকে বিদায় জানানোর পালা। কোনও কোনও ক্লাব ও বারোয়ারি পুজো কমিটি বুধবার প্রতিমা নিরঞ্জন সারলেও. বঁড় ক্লাবগুলোর বেশিরভাগ শুক্রবার তাদের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করবে। ঢাক-ভাংরা-তাসার বোলে আর নাচের তালে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে আলিপুরদুয়ারের অলিগলি।

শহরের বিভিন্ন পুজোর পাশাপাশি জংশনে উপচে পড়া ভিড় লক্ষ করা যায়। শুক্রবার জংশন এলাকার শান্তিদৃত কুয়ারপাড় ক্লাবের প্রতিমা বিসর্জন। শিববাড়ি থেকে এলাকা পবিক্রমা করবে। তারপর রেল হাসপাতালের পাশের পুকুরে প্রতিমা নিরঞ্জন করা হবে। ক্লাবের সেই চেষ্টা চালিয়েছি। প্রতিবার কিছু

কাশ্মীরি নৃত্য ও ঢাক।'

শুধু এই ক্লাব নয়, শুক্রবার সন্ধ্যায় দেখা যাবে রবীন্দ্র সংঘ ও সবুজ সংঘের মতো জংশন এলাকার



শোভাযাত্রা বের হয়ে জংশনের বিভিন্ন নামকরা ক্লাবগুলোর বিসর্জন ও শোভাযাত্রা। আর সেখানে ঢাক ও ভাংরার তালে পা মেলাবেন সকলে। সবজ সংঘের সম্পাদক তপেন কর সভাপতি সূজয় দেব রায়ের কথায়, বলৈন, 'আমাদের পুজোর এবার 'শোভাযাত্রা কীভাবে সুন্দর করা যায়, মূল আকর্ষণ ছিল লাইট ও সাউন্ড। তাই আমরা ঠিক করেছি, বিসর্জনেও নতন চেষ্টা করি। এ বছর জটেশ্বর লাইট ও সাউন্ভের ওপর আমরা

থেকে ৫০ জন তাসাবাদকের দল জোর দেব। শুক্রবার আমাদের নিয়ে আসা হয়েছে। এছাড়া থাকছে প্রতিমা বিসর্জন।সেখানে নাচ, গান ও বিভিন্ন বাদ্যির পাশাপাশি ২১টি ঢাক নিয়ে আমরা শোভাযাত্রা বের করব।'

একই মত রবীন্দ্র সংঘের পুজো উদ্যোক্তাদেরও। তাঁরা জানান, বিগত বছরে আমরা যেভাবে শোভাযাত্রা বের করেছি, এবার সেভাবেই হচ্ছে। প্রতিমা আনার ক্ষেত্রে এখন ক্লাবগুলো যেভাবে জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন করছে তাতে স্বাভাবিকভাবে মানুষের মধ্যে একটা প্রত্যাশা থেকেই যায়। ক্লাবগুলোও চেম্বা করে সেই প্রত্যাশা পূরণ করার। তবে সব ক্লাবের যে আয়োজন খুব জাঁকজমকপূর্ণ হয়, তা নয়। অনেক ক্লাব ও পুজো কমিটি সাদামাঠাভাবেই তাদের প্রতিমা বিসর্জন দেবে।

যেমন জংশনের পুজোগুলোর মধ্যে অন্যতম টিকিট চেকিং স্টাফের পুজো। আয়োজকদের অন্যতম সুকান্ত রায় বলেন, 'আমরা শুক্রবার দিনের বেলায় প্রতিমা বিসর্জন করব।প্রত্যেকেরই পেশাগত ব্যস্ততা থাকায় বিসর্জনের জমকালো আয়োজন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তবে শুধু শুক্রবার নয়, ২৫ তারিখ শনিবারও কিছু বিসর্জন রয়েছে। ফলে পরপর দু'দিন জংশন সরগরম থাকবে।

আলিপুরদুয়ার, ২৩ অক্টোবর: ৫০ টাকা দিলেই আপনি ভিআইপি! মণ্ডপে ঢুকে ঠাকুর দেখতে আর লাইন দিতে হবৈ না। সিধে ভিআইপি গেট দিয়ে ঢকে পডতে পারবেন। টিকিট সাউথ স্পোর্টিং ক্লাবের কালীপুজোর বিতর্ক শুরু হয়েছে শহরে।

এবছরের থিম রহস্যময় ভূতের মণ্ডপ। তা দেখতে দর্শনার্থীরা ভিড়ও করছেন। কিন্তু থিম নয়, এই পুজো নিয়ে চর্চা হচ্ছে সম্পূর্ণ একটি অন্য কারণে। ট্যাঁক থেকে ৫০ টাকা খসালেই লম্বা লাইনের ঝিক পোহাতে হচ্ছে না। একদম সোজা পৌঁছে যাওয়া যাচ্ছে মণ্ডপে। ক্লাব কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে শহরজুড়ে চলছে জোর আলোচনা। সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেকে ক্ষোভ

অভিযোগ পুরোপুরি উডিয়ে দিয়েছেন সাউথ স্পোর্টিং ক্লাবের সম্পাদক শিবনাথ দাস। তিনি বলেন, 'এ ধরনের খবর আমাদের জানা যাঁরা ডোনেশন দিয়েছেন তাঁদের

মণ্ডপে প্রবেশের জন্য টাকা নেওয়ার প্রশ্নাই নেই।'

তবে স্থানীয়দের অভিযোগ. কালীপুজোর পরদিন থেকেই ক্লাবের পক্ষ থেকে মণ্ডপের মূল প্রবেশপথের কেটে ঠাকুর দেখা? আলিপুরদুয়ারের নেই। শুধুমাত্র ক্লাবের সদস্য এবং পাশে বাঁশের ব্যারিকেড দিয়ে আলাদা প্রবেশপথ করা হয়েছে। নাম

লেখা বিশেষভাবে সক্ষম এবং শিশুরা বিনামূল্যে প্রবেশ করতে পারবেন। বুধবার সাউথ স্পোর্টিং ক্লাবের প্রজো দেখতে এসেছিলেন মুন্ময় কুণ্ডু। তিনি দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে

টাকার বিনিময়ে পাস বিক্রি করা হচ্ছে সুযোগের সদ্যবহার। পাসের মূল্য বলেও স্থানীয়রা অভিযোগ করেন। ১০০ টাকা করলে আরও ভালো এই ভিআইপি পথের ওপর একটি হত। গাড়ি নিয়ে মণ্ডপে ঢুকতে সাইনবোর্ডও ঝোলানো আছে। তাতে পারতাম। যাই হোক কমিটির কাছে আবেদন করব পরের বার যেন পাসের মূল্য আরও বাড়ানো হয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছেন হাষিকেশ সরকারের মতো স্থানীয়দের অনেকেই। সাউথ স্পোর্টিং

অভিযোগ অস্বীকার করলেও এই ঘটনা নিয়ে টিপ্পনী কাটার সুযোগ ছাড়ছে না শহরের অন্যান্য ক্লাব। শান্তিদৃত কুয়ারপার ক্লাবের সভাপতি সুজয় দেব রায় বলেন, 'আমরাও সাধ্যমতো আমাদের ক্লাবের পুজোকে বড় করার চেষ্টা করছি। তবে পুজো যতই বড় হয়ে যাক না কেন সাধারণ মানুষ এবং ভিআইপি নিয়ে ভেদাভেদ সোমরাজ দাস নামে এক স্থানীয় কোনওদিন আমাদের ক্লাবে হতে

মণ্ডপ দর্শনের এই 'উদ্যোগ' নিয়ে জন্য মণ্ডপে প্রবেশের আলাদা ব্যবস্থা ভিআইপি প্রবেশপথ। এই পথ দিয়ে আছে। দর্শনার্থীদের কাছ থেকে প্রবেশের জন্য ক্লাবের তরফে ৫০ জংশন এলাকার ওই ক্লাবের

সাউথ স্পোর্টিং ক্লাবের কালীপুজোর মণ্ডপ দর্শনে ভিড়।

ছিলেন। এতক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে অসুবিধা হওয়ায় তিনি পাস কিনতে বাষ্য হন। তিনি বলেন, 'আলিপুরদুয়ার শহরে প্রথম এই ব্যবস্থা দেখলাম। ৫০ টাকা দিলেই কি না ভিআইপি! প্রথমে ভেবেছিলাম না দেখেই চলে যাব। তবে বাচ্চার আবদারে বাধ্য হয়েই টাকা দিয়ে

টিকিট কেটে প্রবেশ করি।² এই ব্যবস্থার সমালোচনা করে বাসিন্দা বলেন, 'একেই বলে দেব না।'



জিনের রাজা

আফ্রিকার

প্রজাপতি

পোকামাকড়ের জগতে

জিনগত জটিলতার জন্য

অ্যাটলাস ব্লু প্রজাপতিটি তার

আলাদা। মরক্কো এবং উত্তর

আফ্রিকার এই প্রজাপতির

দেহে ৪৪৮টি ক্রোমোজোম

২০০ জোড়া বেশি! প্রতিটি

বহন করে এবং এত বেশি

সংখ্যায় কোমোজোম থাকায়

এটি সবচেয়ে জিনগতভাবে

বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রাণীদের মধ্যে

অন্যতম। বিজ্ঞানীরা মনে

করেন, ক্রোমোজোমের এই

প্রাচুর্য এটিকে অনন্য বিবর্তনীয়

সুবিধা দেয়। এটি পরিবেশগত

পরিবর্তনের সঙ্গে দ্রুত মানিয়ে

নিতে, দ্রুত বংশ বিস্তার করতে

এবং নতুন রঙের প্যাটার্ন

তৈরি করতে সাহায্য করে।

এর ঝকঝকে নীল ডানা, যা

হয়তো তারই বহিঃপ্রকাশ।

কেমব্রিজের বাব্রাহাম

অঞ্চলভেদে বিভিন্ন প্রকারের,

ত্বকের বয়স ৩০

বছর কমানো

ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা মানব

ত্বকের জৈবিক ঘড়িকে তিন

সক্ষম হয়েছেন এবং তাঁরা এটি

ব্যবহার না করেই।নোবেলজয়ী

প্রক্রিয়ার একটি পরিবর্তিত রূপ

প্রয়োগ করে, গবেষকরা ৫৩

বছর বয়সি ত্বকের কোষকে

এমনভাবে পুনর্যৌবন দান

করেছেন যে, তারা এখন ২৩

বছর বয়সির মতো আচরণ

করছে। প্রক্রিয়াটি কোষের

মূল পরিচয় নষ্ট না করেই

সাময়িকভাবে তাকে আরও

পুরোপুরি রূপান্তরের বিপরীতে

এই আংশিক কৌশলটি কোষের

রাখে এবং তাদের ভাগ হওয়ার,

স্বাভাবিক কার্যকারিতা বজায়

কোলাজেন তৈরি করার এবং

টিস্যু মেরামত করার ক্ষমতা

বিশ্বাস করেন, এই আবিষ্কারটি

ঘটাতে পারে। একই পদ্ধতি

ভবিষাতে হার্ট আটোকের

পর হার্টের টিস্যু মেরামত,

বার্ধক্যজনিত পেশির শক্তি

ব্যবহার করা যেতে পারে।

পুনরুদ্ধার এবং ক্ষত নিরাময়ে

রিজেনারেটিভ মেডিসিনে বিপ্লব

ফিরিয়ে আনে। গবেষকরা

তরুণ অবস্থায় নিয়ে যায়।

করেছেন কোনও স্টেম সেল

ইয়ামানাকা কোষ রূপান্তর

দশক পিছনে ঘুরিয়ে দিতে

রয়েছে, যা মানুষের চেয়ে প্রায়

ক্রোমোজোম জেনেটিক উপাদান

সৌরঝড়ে স্পেসএক্সের ক্ষতি



২০২২ সালের শুরুতে যখন একটি শক্তিশালী সৌরঝড় হয়, তখন এটি পৃথিবীর চৌম্বর্ক ক্ষেত্রের দিকে আয়নিত কণার স্রোত পাঠায়। এই কারণে উপরের বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত ও প্রসারিত হয়, যার ফলে নিম্ন কক্ষপথে থাকা উপগ্রহগুলিতে বায়ুমণ্ডলীয় টান বেড়ে যায়। স্পেসএক্সের সদ্য উৎক্ষেপণ করা কয়েক ডজন স্টারলিঙ্ক স্যাটেলাইট এই ঝড়ের কবলে পড়ে এবং তাদের কাঞ্জিত কক্ষপথে পৌঁছানোর আগেই বায়ুমণ্ডলে পুড়ে যায়। এই ক্ষতি প্রমাণ করে, প্রাকৃতিক শক্তির কাছে আধনিক প্রযক্তি কতটা দুর্বল। সৌরঝড়ু রেডিও যোগাযোগ, জিপিএস সিস্টেম এবং বিদ্যুৎ গ্রিডগুলিকে ব্যাহত করতে পারে এবং মহাকাশ ভিত্তিক পরিকাঠামোর উপর আমাদের নির্ভরতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝুঁকিও বাড়ছে। বিজ্ঞানীরা এখন উপগ্রহগুলিকে মহাকাশের আবহাওয়ার প্রভাব থেকে রক্ষা করার জন্য প্রবাভাস মডেল এবং প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করছেন এই ঘটনাটি মনে করিয়ে দেয়, সবচেয়ে উন্নত মানব প্রযুক্তিও সূর্যের মহাজাগতিক শক্তির কাছে মাথা নত করতে বাধ্য।



খনি পরিষ্কারে জাদুকর গাছ

ফিলিপাইনের খনিজ সমৃদ্ধ অঞ্চলে বিজ্ঞানীরা এমন এক অসাধারণ উদ্ভিদ আবিষ্কার করেছেন, যার আছে অসাধারণ ক্ষুধা। এই ছোট ঝোপটির নাম রিনোরিয়া নিক্কোলিফেরা। এটি মাটি থেকে বিষাক্ত নিকেল শোষণ করতে পারে। এর শুকনো পাতায় প্রতি কেজি ১৮,০০০ মিলিগ্রাম পর্যন্ত নিকেল জমা হয়। বেশিরভাগ উদ্ভিদের জন্য এই ঘনত্ব মারাত্মক হলেও, এই প্রজাতিটি দৃষিত মাটিতে দিব্যি বেড়ে ওঠে, যেন বিষকে বেঁচে থাকার উপাদানে রূপান্তরিত করে। এই ধরনের গাছকে 'হাইপারঅ্যাকিউমুলেটর' বলা হয়। তারা মাটি থেকে ভারী ধাতু শোষণ করে নিজেদের টিস্যুতে নিরাপদে সঞ্চয় করে। বিজ্ঞানীরা এখন দৃষিত জমি পরিষ্কার করতে এই প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াকে কাজে লাগাচ্ছেন। খনিশিল্পের আশপাশে এই গাছ লাগিয়ে ধীরে ধীরে মাটি বিষমুক্ত করা যেতে পারে। পরে সেই গাছ থেকে 'ফাইটোমাইনিং নামে টেকসই প্রক্রিয়ায় নিকেল পনরুদ্ধারও করা যেতে পারে। যন্ত্রের বদলে প্রকৃতি নিজেই পরিবেশ পরিষ্কারের প্রযুক্তি সরবরাহ করছে. যা এক অভিনব

সরব অধীর

ও কম খরচের সমাধান।

বহরমপুর, ২৩ অক্টোবর : মুর্শিদাবাদের মাটি থেকে বৃহস্পতিবার বঙ্গৈ এসআইআর ও তণ্মল বহরমপুরে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে করা হলে অবশ্যই প্রতিবাদ করব।

সাক্ষাৎ করার পর, সাংবাদিকদের মখোমখি হয়ে তিনি বলেন, 'এই বাংলায় ভূয়ো ভোটারের অভাব নেই। ভুয়ো ভোটার সংশোধনে আপত্তির কিছু নেই। তবে নিব্যচন কমিশনকে কংগ্রেসের ভোট লুটের রাজনীতির দেখতে হবে, কোনও বৈধ ভোটার বিরুদ্ধে সরব হলেন প্রাক্তন কংগ্রেস যেন তালিকা থেকে বাদ না পড়েন। সাংসদ অধীর চৌধুরী। এদিন বৈধ ভোটারের ভোটাধিকার হরণ

গ্রেপ্তার

৫ বাংলাদেশি

চ্যাংরাবান্ধা, ২৩ অক্টোবুর ডোরাডাবরির সীমান্ত সংলগ্ন একটি গ্রেপ্তার করল মেখলিগঞ্জ থানার রাজ্জাক হোসেন, বাবুল হোসেন, আইনুল হকের খোঁজ করছে পুলিশ। ঢকেছিলেন। বৃহস্পতিবার ধৃতদের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

ও মহম্মদ সৌয়াগ আলিয়ারহাট বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে।

স্থানীয়দের প্রশ্ন, কীভাবে সীমান্ত পাচারে যুক্ত থাকার তথ্য রয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য অপরাধের সঙ্গে জ্যোতির্ময় রায় পাটোয়ারি বলেন, 'আমার গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার রয়েছে বহুদিন ধরেই।'

মেখলিগঞ্জের এসডিপিও আশিস পি সুব্বা বলেন, 'এই ব্যক্তিরা অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিল বুধবার। চোরাচালানের তথ্যও সামনে এসেছে। অন্য কোনও অপরাধের সঙ্গে এরা জড়িত কি না, এদের আরও কোনও অসৎ উদ্দেশ্য রয়েছে কি না, সমস্ত বিষয়ে তদন্ত চলছে।

প্রথম পাতার পর প্রকল্পে ইতিমধ্যেই বিনিয়োগ শুরু করেছে চিন। বাংলাদেশ ও নেপালের অস্থির পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে শিলিগুড়ি করিডর এলাকায় স্লিপার সেল শক্তিশালী করতে শুরু করেছে একাধিক জঙ্গি সংগঠন। এই জটিল ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে প্রতিরক্ষামন্ত্রক উত্তর-পূর্ব সীমান্তে রণকৌশল ও সম্মিলিত আক্রমণের সক্ষমতার প্রমাণ দিতেই পূর্ব বলেই মত সেনা গোয়েন্দাদের একাংশের। তাছাডা মহডার মাধ্যমে শত্রুদেশগুলিকে সুস্পষ্ট বাতর্তি দিতে চাইছে ভারত। হিমালয়ের সবথেকে উঁচ অংশে

কীভাবে ভারী যুদ্ধাস্ত্র, ট্যাংক পৌঁছানো যাবে সেসবও ঝালিয়ে নেওয়া হবে মহড়ার মাধ্যমে। মহড়ার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যেই তিন বাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের সর্বোচ্চ কর্তারা বেশ কয়েকটি যৌথ বৈঠক করেছেন। কয়েকদিনের মধ্যেই শিলংয়ে বায়সেনার ইস্টার্ন কমান্ডের হেড কোয়ার্টারে বৈঠকে বসে মহড়া নিয়ে আরও একটি বৈঠক হবে। মহড়ার পর তিন বাহিনীর বাছাই করা জওয়ানদের নিয়ে একটি বিশেষ দল তৈরি করা হবে বলেও জানা গিয়েছে। তিন বাহিনীর যৌথ মহডা হলেও আপৎকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিএসএফ, এসএসবি, আইটিবিপি সহ সমস্ত নিরাপত্তা বাহিনীকে প্রস্তুত থাকার জন্য ইতিমধ্যেই বার্তা পাঠিয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। সেইমতো শিলিগুড়ি ও সংলগ্ন এলাকায় থাকা নিরাপত্তাবাহিনীর ছাউনিগুলিতে

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার সকালে চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাড়ি থেকে পাঁচ বাংলাদেশিকে পুলিশ। তাঁদের আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে বাডির মালিক রশিদল রহমানের স্ত্রীকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রশিদুল এবং তাঁর সঙ্গে চোরাকারবারে জড়িত বুধবার রাতেই ওই বাংলাদেশিরা চোরাপথে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে মেখলিগঞ্জ আদালতে তোলা হলে তিনদিনের পুলিশ হেপাজতের

মেখলিগঞ্জ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই এলাকার বাসিন্দা রশিদুল রহমানের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন ওই বাংলাদেশিরা। এঁরা সকলেই চোরাচালানের সঙ্গে যুক্ত বলে অভিযোগ। ধৃত বাংলাদেশিরা সকলেই লালমণিরহাট জেলার থানা এলাকার বাসিন্দা। তাঁদের মধ্যে মহম্মদ আরিফুল শ্রীরামপুর, মহম্মদ রাবিউল ইসলাম মহম্মদ রুবেল ইসলাম বুরারবাড়ি এবং মহম্মদ লাজু সীমান্তবাজার এলাকার বাসিন্দা। ধৃতদের কাছ থেকে পাঁচটি মোবাইল ফোন এবং ভারতীয় ও বাংলাদেশি মিলিয়ে মোট আটটি সিম কার্ড উদ্ধার করা গিয়েছে। ফরেনার্স আক্টে এঁদের

রক্ষীবাহিনীর নজর এড়িয়ে ভারতের মূল ভূখণ্ডে এঁরা চলে এলেন ? পুলিশই জানিয়ৈছে, এঁদের বিরুদ্ধে সীমান্তে যুক্ত থাকতে পারেন এঁরা। ভারতীয় যোগসাজশ ছাড়া এভাবে সীমান্ত পেরিয়ে গ্রামে আশ্রয় নেওয়া তাঁদের পক্ষে অসম্ভব বলেই গ্রামের অনেকে মনে করছেন। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য রশিদুলের বিরুদ্ধে নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকার অভিযোগ

যুদ্ধ মহড়া

প্রথম পাতার পর

দায়িত্ব পেয়েও কাজ শুরু করেনি কেন্দ্রীয় সংস্থা

সড়ক সারাতে ভরসা পূর্ত দপ্তর

শিলিগুড়ি, ২৩ অক্টোবর : দার্জিলিং-শিলিগুড়ি সংযোগ স্থাপনকারী ১১০ নম্বর জাতীয় সডক দেখভালের জন্য পূর্ত দপ্তরের আলাদা রয়েছে। আধিকারিকও রয়েছেন। কিন্তু রাস্তার দায়িত্ব চলে গিয়েছে কেন্দ্রীয় সডক সংস্থার হাতে। কিন্তু দায়িত্ব পাওয়ার কয়েক মাস কেটে গেলেও কেন্দ্রীয় সংস্থাটি কাজে হাত দেয়নি। তাই ভাঙাচোরা রাস্তা মেরামতের জন্য জেলা প্রশাসন সেই পূর্ত দপ্তরকেই তলব করছে যেনতেনপ্রকারে রাস্তা মেরামত করে দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে বাধ্য হয়ে বিভিন্ন ঠিকাদারি সংস্থাকে অনুরোধ করে কাজ করাতে হচ্ছে পূর্ত দপ্তরকে। সম্প্রতি পাহাড়ের প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ ভিভিআইপিদের যাতায়াতের জন্য পূর্ত দপ্তরকেই রাস্তা মেরামত করতে হয়েছে। যা নিয়ে রীতিমতো ক্ষোভে ফুঁসছেন পূর্ত দপ্তরের কর্তারা। তাঁদের বক্তব্য, রাস্তা হাতে নেই, আর্থিক বরান্দ নেই, পেতে চেয়ে রাজ্য পূর্ত দপ্তর কেন্দ্রীয়



১১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। - ফাইল চিত্র

তাহলে কীভাবে কাজ করা সম্ভব? পূর্ত দপ্তরের জাতীয় সড়ক বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার নির্মল মণ্ডল বলেছেন, 'রাস্তা জাতীয় এজেন্সিকে দিয়ে দেওয়ায় দার্জিলিং জেলায় আমাদের দুটি সাব-ডিভিশন পুরোপুরি অকেজো হয়ে গিয়েছে। সেখানে আধিকারিক, থাকলেও কাজ কিছুই নেই।' একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, পরিস্থিতিতে জাতীয় সড়ক বা হিলকার্ট রোডের দায়িত্ব পুনরায়

সডক পরিবহণমন্ত্রকে চিঠি দিয়েছে। যদিও দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজ বিস্ট বলেছেন, 'শুধু মুখ্যমন্ত্ৰী এলেই জেলা প্রশাসনের ভাঙা রাস্তা মেরামতের কথা মনে পড়ে। সাধারণ মানুষের জন্য পর্ত দপ্তর রাস্তা মেরামতের কাজ করে না। তাই রাস্তাটি পূর্ত দপ্তরের হাত থেকে নিয়ে কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে দেওয়া হয়েছে। ছয় মাসের মধ্যে

ধাপে ধাপে রাজ্যের হাতে থাকা জাতীয় সড়কগুলি কেন্দ্রীয় সড়ক

যা ঘটেছে

- দার্জিলিং-শিলিগুডি সংযোগকারী ১১০ নম্বর জাতীয় সডকের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সংস্থার
- তবে কয়েক মাস কেটে গেলেও সংস্থাটি কাজে হাত দেয়নি
- 🛮 ভাঙাচোরা রাস্তা মেরামতের জন্য জেলা প্রশাসন পূর্ত দপ্তরকেই তলব করছে

সংস্থাকে দেওয়া হচ্ছে। গত বছর ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের দায়িত্ব দেওয়া হয় ন্যাশনাল হাইওয়ে অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট লিমিটেডকে কপোৱেশন (এনএইচআইডিসিএল)। ফলে সে সময় পূর্ত দপ্তরের জাতীয় সড়কের সাব-ডিভিশন একটি কর্মহীন

হয়। ১১০ নম্বর জাতীয় সড়ক

দীর্ঘদিন পূর্ত দপ্তরের জাতীয় সড়কু ডিভিশন-৯'এর হাতে ছিল। রাস্তাটি দেখভালের জন্য পূর্ত দপ্তরের জাতীয় সড়ক বিভাগের (ডিভিশন-৯) দুটি সাব-ডিভিশন করা হয়েছিল। শিলিগুড়ি সাব-ডিভিশন অফিস দার্জিলিং মোড় থেকে মহানদী পর্যন্ত এবং দার্জিলিং সাব-ডিভিশন অফিস মহানদীর পর থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত রাস্তা দেখভালের দায়িত্বে ছিল। প্রতিটি অফিসে একজন করে এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, একাধিক অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার, জব অ্যাসিস্ট্যান্ট সহ বিভিন্ন পদে কর্মী রয়েছেন। চলতি বছরের এপ্রিল মাসে এই জাতীয় সড়কটিও এনএইচআইডিসিএলকে দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই রাস্তাটির দায়িত্ব হস্তান্তরও হয়ে গিয়েছে। যার ফলে পূর্ত দপ্তরের দুটি অফিসের হাতে বাস্তবে কোনও কাজ নেই। কিন্তু ৪ অক্টোবরের দুর্যোগে রাস্তাটি আরও বেহাল হতেই মেরামতের জন্য ডাক পড়ছে পূর্ত দপ্তরেরই। যে কারণে রাস্তাটির দায়িত্ব ফিরে পেতে চাইছে রাজ্যের পূর্ত দপ্তর।



কলকাতার একটি কালী প্রতিমা বিসর্জনের শোভাযাত্রা। বৃহস্পতিবার।-পিটিআই

নাশকতা, দেরিতে

পলিশ ও তদন্তকারী সংস্থার তরফে নমুনা সংগ্রহের পর ট্র্যাক মেরামতের কাজ শুরু হয়। ভোর ৫টা ২৫ মিনিটে ট্রেন চলাচল ফের স্বাভাবিক হয়।

যান আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিআরএম *দেবেন* সিং সহ অন্ত রেলকতারা। এই বিষয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের সিপিআরও কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলেন, 'ট্রেন তেমন অভিযোগ ওঠেনি। ম্যানেজার তীব্র ঝাঁকুনির পর ট্রেন থামানোর কথা জানান। বিস্ফোরণের পুলিশ, আরপিএফ সহ তদন্তকারী সংস্থা তদন্ত শুরু করেছে।' ঘটনায়

দেন না। বন্যপ্রাণী এলাকায় চলে টাকা?'

এলে বোঝা যায় না। গ্রামের বাসিন্দা

সুবিরত ওরাওঁ, শিব রাউতিয়া,

জ্ঞানোদা বর্মনরা রীতিমতো হুঁশিয়ারি

দিয়ে জানান, পরিস্থিতির পরিবর্তন

না হলে তাঁরা আগামী বিধানসভা

নির্বাচনের সময় ভোট দেওয়া তো

দূরের কথা, বুথ পর্যন্ত করতে দেবেন

কেন্দ্র করে এখন সমস্ত ট্রেনেই ভিড় রয়েছে। অসমের বেশিরভাগ ট্রেন ওই লাইন হয়েই চলাচল করে। অসমের নিউ বঙ্গাইগাঁও এবং নিউ আলিপুরদুয়ার ও নিউ কোচবিহারের পর নিম্ন অসম কোকরাঝাড় গুরুত্বপূর্ণ স্বাভাবিকভাবেই এই বিস্ফোরণের ঘটনায দুশ্চিন্তা বেড়েছে রেলমন্ত্রকের। সাম্প্রতিককালে অসমে নাশকতার

এর আগে বিভিন্ন সময় বোরোল্যান্ড জনিত ফলে রেল ট্র্যাক ও স্লিপার ক্ষতিগ্রস্ত দাবিদাওয়া নিয়ে স্থানীয় রাজনীতি হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। অসম সরগরম হলেও বর্তমানে সেই পরিস্থিতি বদলেছে। তবে হঠাৎ করে এই বিস্ফোরণের সঙ্গে কে বা ৮টি ট্রেন বিভিন্ন স্টেশনে আটকে কারা জড়িত রয়েছে, তা স্পষ্ট করে পড়ে। বিবেক ও সরাইঘাট এক্সপ্রেস জানা সম্ভব হয়নি। ঘটনার তদন্ত দুই থেকে তিন ঘণ্টা দেরিতে ছাড়ে। চলায় রেলমন্ত্রক এই বিষয়ে এখনই দীপাবলি ও ছটপুজোকে কিছ বলতে নারাজ।

মারা গেলে পাঁচ লাখ টাকা দেয়

এলাকাবাসীকে। বলেছেন, 'আমরা

গ্রামবাসীদের কাছে বারবার আবেদন

করছি সন্ধ্যার পর একা টর্চলাইট ছাড়া

যেন বাইরে না বের হন। এমনকি

কোথায় কতগুলি হাতি রয়েছে তা

নিয়ে আমরা আগাম সতর্কতা দিচ্ছি

পারভিন সতর্ক করেছেন

রাতে বনকর্মীরা ঠিকঠাক উহলও সরকার। মানুষের দাম কি পাঁচ লাখ

না। জ্ঞানোদার প্রশ্ন, 'একজন মানুষ হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজের মাধ্যমে।'

সর্বস্বতায় বাগানের সর্বনাশ

পুঁজির ভাণ্ডার না ফুলিয়ে অকাতরে খরচ করতেন স্কুল, কলেজ, ক্লাব, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান তৈরিতে। এখনকার মালিকদের কাছে সেসব কাঁঠালের আমসত্ত্বের মতো অলীক। ১৮৭৭ সালটির সঙ্গে ডুয়ার্সের

চা শিল্পে বাঙালির প্রবেশের কাহিনী। মুন্সী রহিম বক্স তৎকালীন ডেপুটি ক্মিশনারের দপ্তরে কর্মরত ছিলেন তিনি ১৮৭৭ সালের ১৭ অগাস্ট জলঢাকা প্রাণ্ট নামে চা চাষেব জন্য ৭.২৮ একর জমির লিজ পান। লাগোয়া আলতাডাঙ্গার লিজ পান কালীমোহন রায় ও দুর্গাবতী সেন। পরে ওই লিজ আরেক শিল্পপতি বিহারীলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের হাত ঘুরে রহিম বক্সের মালিকানায় আসে। যা জলঢাকা-আলতাডাঙ্গা চা বাগান নামে পরিচিত।

১৮৭৭ সালেই পথচলা শুরু বাতাবাড়ি, বামনডাঙ্গা, এলেনবাড়ি, ডামডিম ইত্যাদি বাগানগুলির। ১৮৭৯ সালটি বাঙালি ডুয়ার্সের চা শিল্পের যুগ সন্ধিক্ষণ। জলপাইগুড়িতে প্রথম ভারতীয় শিল্পপতিরা সেবছর জয়েন্ট স্টক কোম্পানি গঠন করেন। প্রথম পুরোপুরিভাবে ভারতীয়দের নিয়ে গঠিত জলপাইগুড়ি টি কোম্পানি ১৮৭৯ সালে মোগলকাটা চা বাগান তৈরি করে।

জলপাইগুড়ি টি কোম্পানি লিমিটেডের ১৮৭৯ সালের ২ জুনের সভার কার্যবিবরণী থেকে পাওয়া যায়, তখন চেয়ারম্যান ছিলেন এক বাঙালি জয়চন্দ সান্যাল। অন্য ডিরেক্টররাও ছিলেন বাঙালি। ১৮৭৯ থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে জলপাইগুড়ির বাঙালি শিল্পপতিদের প্রচেষ্টায় জলপাইগুড়ি টি, নদর্নি বেঙ্গল টি, গুরজংঝোরা টি, আটিয়াবাড়ি টি, রামঝোরা টি, দেবপাড়া টি. ডায়না টি, আঞ্জমান টি, চামুর্চি টি, কাঁঠালগুড়ি টি, চুনিয়াঝৌরা টি ইত্যাদি ১১টি কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়।

সেগুলির একটিরও মালিকানা জলপাইগুড়ির রাজা প্রসন্নদেব রায়কত ১৯১৭ সালে বৈকুণ্ঠপুরে তাঁর জমিতে চা বাগান গড়ার অনুমতি দেন। ওই জমিতে বাঙালিদের উদ্যোগে ১৯১৭ সালে তৈরি হয় সরস্বতীপুর, ১৯১৮ সালে জয়পুর ও করলাভ্যালি, ১৯১৯ সালে ভান্ডিগুড়ি বাগান। রাজা নিজেও শিকারপর ও ভান্ডাপুর নামে দুটি বাগান তৈরি করেন।

১৯১৫ সালে জলপাইগুড়ির প্রথম চা বণিকসভা ইন্ডিয়ান টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হলে প্রথম চেয়ারম্যান আরেক বাঙালি স্বাধীনতা সংগ্রামী জ্যোতিষচন্দ্র সান্যাল। চা শিল্পে বাঙালির সেই গৌরবগাথা এখন রূপকথা হয়ে গিয়েছে।

জারকে

রায়গঞ্জ, ২৩ অক্টোবর : ভূল চিকিৎসায় রোগীমৃত্যুর অভিযোগকে করে তুলকালাম কাণ্ড বাধল রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। বৃহস্পতিবার এক মহিলা চিকিৎসক[ੇ] সহ তিন ব্যাপক মারধরের অভিযোগ উঠল মৃতের বাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে। ওই মহিলা চিকিৎসককে চুলের মুঠি ধরে মারধর করার ঘটনাও ঘটেছে। নিগহীত হতে হয়েছে নার্সদেরও। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, তা নিয়ন্ত্রণে হাসপাতালে পৌঁছাতে হয় রায়গঞ্জ থানার বিশাল পুলিশবাহিনীকে। পুলিশি মধ্যস্থতায় এদিন সকাল ১১টা নাগাদ মৃত অভিজিৎ বিশ্বাসের (১৬) দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। অভিযোগ খতিয়ে দেখতে তদন্ত গঠনের পাশাপাশি এদিনই সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। হাসপাতাল সুপার প্রিয়ঙ্কর রায়ের বক্তব্য, 'মৃতের পরিবারের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। তবে মৌখিক অভিযোগের ভিত্তিতে কমিটি গঠন করে তদন্ত চলছে।

খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' তিনটি ওভার ডোজ ইনজেকশন দেওয়ার জন্য মৃত্যু হয়েছে অভিজিতের, এই অভিযোগ তুলে বৃহস্পতিবার ভাইফোঁটার দিন হাসপাতালে চরম বিক্ষোভ দেখালেন মৃতের বাডির লোকজন। চিকিৎসকদের মারধর, নার্সদের শারীরিকভাবে হেনস্তা, হাসপাতালে ভাঙচুরের চেষ্টা, বাদ গেল না কিছুই। রায়গঞ্জ থানার পুলিশ দ্রুত হাসপাতালে না পৌঁছালে বড় ধরনের ঘটনা ঘটত বলে মনে করছেন হাসপাতালের বড় একটা অংশ। জানা গিয়েছে, কালীপুজোর পরের দিন মঙ্গলবার শহরের বন্দর এলাকার একটি পরিবারের চার সদস্য

চিকিৎসকদের হেনস্তা করার ঘটনাও



মৃতের পরিবারের সদস্যের শাসানি

ও ডায়ারিয়ায় আক্রান্ত হন। তাঁদের মধ্যে বুধবার সকালে হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগে ভর্তি করা হয় করোনেশন হাইস্কলের দশম শ্রেণির ছাত্র অভিজিৎ, তার মা নমিতা বিশ্বাস ও ঠাকুমা শাশ্বতী বিশ্বাসকে। রাতের দিকে তিনজনই সুস্থ হয়ে ওঠে বলে পরিবারের দাবি। অভিযোগ, সুস্থ হয়ে ওঠার পরেও বৃহস্পতিবার ভোররাতে পরপর তিনটি হাই অ্যান্টিবায়োটিক ইনজেকশন দেওয়া হয় অভিজিৎকে এর পরেই সে নতুন করে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং কিছুক্ষণের মধ্যে মারা যায়। মৃতের আত্মীয় সাগর শীলের অভিযোগ, 'আমার মামাতো ভাইকে ওভারডোজ ইনজেকশন দেওয়ার জন্যই মৃত্যু হয়েছে। আমাদের মোবাইল ক্যামেরায় অন রেকর্ড চিকিৎসকরা স্বীকার করেছেন বেশি পরিমাণ অ্যান্টিবায়োটিকের ডোজ দেওয়ার জন্যই মৃত্যু হয়েছে।

অভিজিতের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই তার আত্মীয়, পাড়ার হাসপাতাল জমান। বিক্ষোভকারীদের বড় একটা অংশ মেডিসিন বিভাগে চডাও হয়। তারপরেই কর্তব্যরত চিকিৎসকদের মারধর শুরু হয়। রেয়াত করা তো দুরের কথা, মহিলা চিকিৎসককে চুলের মুঠি ধরে মারধর করার পাশাপাশি নীচে ফেলে দেওয়া হয়। বাধা দিতে এসে নিগৃহীত হতে হয় নার্স সহ কয়েকজন স্বাস্থ্যকর্মীকে। রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার মহম্মদ সানা আক্তার বলেন, 'এদিন সকালে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে মেডিসিন বিভাগে রোগীমৃত্যুকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছিল। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি খিচুড়ি খাওয়ার কিছুক্ষণ পরই বমি নিয়ন্ত্রণে আনে।'

ময়নাগুডি. ২৩ অক্টোবর : কোচিং থেকে বান্ধবীদের নিয়ে পুজো দেখতে গিয়েছিল নবম শ্রেণির ছাত্রী ময়ুরাক্ষী দে। বাড়ি ফিরতে দেরি হওয়ায় মা মোবাইল ফোনে ফোন করে সামান্য বকুনি দিয়েছিলেন। কিছক্ষণ পরেই ন্যাশনাল আর্টিস্টিক যোগা ও যোগাসনে চ্যাম্পিয়ন ময়ুরাক্ষীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল তার শোয়ার ঘর থেকে।

বুধবার রাতে মেয়েকে বাড়ি ফিরতে বলে এক প্রতিবেশীর পিংকি। পরিবারের ধারণা, এরমধ্যেই সম্ভবত ফাঁকা বাড়িতে ফিরে আসে

মেয়েকে ঝলন্ত অবস্থায় পেয়ে চিৎকার করে ওঠেন পিংকি। প্রতিবেশীরা চিৎকার শুনে ছুটে আসেন। তাঁরাই খবর দেন থানায়। পুলিশ এসে ময়রাক্ষীকে উদ্ধার করে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বহস্পতিবার ভাইফোঁটার দিন দুপুরে তার নিথর দেহ আসে বাড়িতে।

এদিন বিকেলে ময়নাগুড়ি শ্মশানে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় বাড়িতে গল্প করছিলেন ময়ূরাক্ষীর মা ময়ূরাক্ষীর। মা পিংকি এবং বাবা সুবল কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি, সামান্য বকুনিতে এমন চরম সিদ্ধান্ত মেয়ে। কিছুক্ষণ পর বাড়িতে ফিরে নেবে মেয়ে। তাঁরা কার্যত বাকরুদ্ধ।

রাত ৮টা নাগাদ তো আলিপুরদুয়ার শহর থেকে জংশনে আসার রাস্তাগুলিতে যানজট হতে শুরু করে। সেই ভিড সামাল দিতে প্রশাসনকে বেশ বেগ পেতে হয়েছে।

ভিড়ের সুবাদে রেস্তোরাঁগুলিরও বেশ লাভ হল। এদিন রাতে পার্ক রোডে এক রেস্তোরাঁর বাইরে গাড়ির লাইন দুর্গাপুজোর সময়ের ছবি মনে করিয়ে দিচ্ছিল। ওই সময়ও রেস্তোরাঁয় খেতে গিয়ে রীতিমতো লাইন ধরতে হয়েছিল। নেতাজি রোডের বাসিন্দা চিত্রাণী সাহার সঙ্গে দেখা হল। পরিবারের সদস্যদের নিয়ে রাজাভাতখাওয়া ঘুরতে গিয়ে এই রেস্তোরাঁয় খেতে এসেছিলেন।চিত্রাণী বললেন, 'আজকে দাদা ট্রিট দিচ্ছে। রাজাভাতখাওয়া থেকে মোমো খেয়ে এসে ওই রেস্তোরাঁয় খেতে এলাম। সেখানেই রাতের খাওয়া সারব।' চিত্রাণীর মতো আরও অনেকে একই কথা বললেন। একইসঙ্গে উৎসবপর্ব শেষ হতে চলায় তাঁদের মন যে বেশ খারাপ সেটা জানাতেও ভুললেন না।

মুছেই যাচ্ছে কেরি সাহেবের গ্রাম

প্রস্তৃতিও শুরু হয়েছে।

প্রথম পাতার পর প্রধান সডক থেকে এখানে আসার একটি বোর্ড দেখলাম। সেখানেও কেরি প্রসঙ্গ নেই। শুধু লেখা, মদনাবতী নীলকৃঠি ১.৫ কিমি। তৃণমূল, বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেস মিলে কি তাহলে কেরির অন্ধিতই অস্বীকাব কবতে চায় ?

পুকুরের ধারে দাঁড়ালে বোঝাই যায়, দু'দিকে বিশাল চত্ত্বরজুড়ে ছিল নীলকঠি। একটা দিক ভরে গিয়েছে জঙ্গলে। অন্যদিকও অনেকটা মুখে বাড়িঘরের মধ্যে ঢেকে গিয়েছে গায়ে নলকূপের পাশে জল নিয়ে খেলা করছে কিশোর-কিশোরী।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের গায়ে আর। শব্দ, অক্ষর বলে কিছু নেই। গাছের নীচে গ্রামের অটোস্ট্যান্ড। গ্রামবাসীদের কাছেই জানা গ্রেল, স্মৃতিচিহ্নকে দেশের মানচিত্রে তুলে মেঘডম্বুরদিঘি।

অদুরে একটি ছিড়ে যাওয়া ফ্লেক্সে সেখানে নানা বয়সের পাঁচ-ছয়জন উইলিয়াম কেরির বন্ধুরা। কেরির পাঁচ বছরের ছেলে পিটারের সমাধিটি এগারো তারিখেই মারা যায় পিটার। এই সমাধিটি বানানো ২০১৬ সালে। বাংলা ও কানাডায় কেরির ভক্তরাই বানিয়ে গিয়েছেন এটা। রাজ্য দখলদারদের কবলে। গ্রামে ঢোকার সরকারের মতো সেই সংস্থারও আর কোনও মাথাব্যথা নেই গত নয় বছরে। কেরির মৃত সন্তানের সমাধি। তার তাঁদেরও কেউ দেখতে আসেননি কী অশেষ দর্গতি ইতিহাসের জায়গাটার! বামফ্রন্ট আমলের শেষ দিকে

গায়েই এই এলাকায় কেরির জন্মদিনে সিমেন্টের এক লম্বা ফলক। তাতে মেলা বসত। এখনও কি সেটা হয়? নিছক একজন মিশনারি, প্রকাশক কী লেখা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সামনেই প্রাচীন ডুমুর বা নীল ব্যবসায়ী ভাবাটা চরম ভুল। মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারও কেরির

কেরির একটি ছবি লাগানো। সেখানে বসে। তাঁরাই বলছিলেন, তৃণমূল লেখা, উইলিয়াম কেরি স্মরণে। কারা আমলের প্রথম দিকে জানুয়ারিতে দিয়েছে এই বোর্ড? নীচে শুধু লেখা, এই মেলা চলত। এখন আর হয় না। হলেও নমো-নমো করে, যেখানে কেরির কোনও প্রসঙ্গ ছাড়া। অবাকই বাঁধানো। সেখানে লেখা দেখে বোঝা লাগল তাঁদের মুখে কথাটা শুনে। এই যাচ্ছে, ১৭৯৬-এ এই অক্টোবরের রাজ্য সরকারের আমলে চারদিকেই তো মেলা বেডেছে। হঠাৎ উইলিয়াম কেরির নামে

মেলা বন্ধ হয়ে গেল কেন? এই এলাকারই সাংসদ সিপিএম ফেরত বিজেপির খগেন মুর্মু। তাঁরও কোনও মাথাব্যথা নেই কেরির স্মৃতি সংরক্ষণে। অথচ ইতিহাস বলছে. ২৩০ বছর আগে এই এলাকায় শিক্ষা ও স্বাস্থ্য উন্নয়নে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন কেরি। তাঁকে শুধুই

কেরির সেই নীলকঠির জমি ধীরে ধরার কোনও চেষ্টা করেননি। অথচ পড়ল, একটা দিকে মাটি কাটা হচ্ছে। কে দেখবে এসব? কেরি যে মালদার এই সীমান্তবর্তী

এলাকার গ্রামে এসে কাজ করেছেন, সেই সত্যটাও ধীরে ধীরে মুছে যেতে পারে। উইকিপিডিয়াতে কেরির জীবনীতে লেখা রয়েছে, তিনি শ্রীরামপুরে যাওয়ার আগে কাজ করেছিলেন মেদিনীপুরে। নালাগোলার কসবা এলাকার এই গ্রামের কোনও উল্লেখই নেই। কেউ সেটা সংশোধন করেও দেয়নি এতদিনে।

কেরির পুরোনো আস্তানার ভগ্নাবশেষ থেকে সবুজ ধানখেত পেরিয়ে দেখা যায় মালদার শেষ গ্রাম দক্ষিণ দিনাজপুরের সাংসদ কেন্দ্রীয়

थीरत বেহাত হয়ে যাচ্ছে। চোখেও এই জায়গাটা দু'দুটো জেলারই গর্বের জায়গা। কেরির কাজ করার ক্ষেত্রটা শুধই মালদা জেলায় সীমাবদ্ধ ছিল না। অবিভক্ত বাংলার দিনাজপুরেও শিক্ষা ছড়ানোর কাজ করেছেন তিনি। বাংলায় বাইবেল লেখার পরিকল্পনাও তিনি শুরু করেছিলেন এই দিঘির পাড়ে। যা বাস্তব হয় শ্রীরামপুরে কেরি সাহেবকে নিয়ে বাংলায়

বহু বই লেখা হয়েছে, তৈরি হয়েছে সিনেমাও। শুধু উত্তরবাংলার এই অখ্যাত গ্রামে কেরি সাহেবের স্মৃতিচিহ্নটুকু মুছে ফেলা হচ্ছে অজ্ঞাত কারণে। তা ভালো করে তুলে ধরার উদ্যোগও নেই কারও। উদাসীন্য না ও দক্ষিণ দিনাজপুরের প্রথম গ্রাম। অজ্ঞতা? প্রশ্নটা ঘুরে বেড়ায় ভাঙা ইটের পাঁজরে, ঝিঁঝি পোকার ডাকে। উত্তর খোঁজে মদনাবতী, উত্তর খোঁজে

অর্জিত আয় দিয়ে ব্যক্তিগত

(भर्ष ग्रीह ' प्रत्या इदि क्रिया ह्या ग्रीश

संभ ग्रारं कि उँ (प्रशेष धा ग्रेरं)

জোড়া ক্যাচ ফেলে হারল ভারত

ভারত-২৬৪/৯ অস্ট্রেলিয়া-২৬৫/৮ (৪৬.২ ওভারে) ২ উইকেটে জয়ী অস্টেলিয়া

অ্যাডিলেড, ২৩ অক্টোবর: ঝলে যাওয়া কাঁধ। থমথমে মুখচোখ।

অপার বিস্ময়ের ঘোর! কুপার কোনোলিকে শর্ট বল করতে চেয়েছিলেন অর্শদীপ সিং। ডেলিভারিটা মাথার উপর দিয়ে চলে গেল। আম্পায়ার ওয়াইড ঘোষণা

ওডিআইয়ে ভারতীয়দের

শচীন তেন্ডুলকার ৪৬৩ ১৮৪৬২ বিরাট কোহলি 908 28222 রোহিত শর্মা ২৭৫ ১১২৪৯ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ৩০৮ >>>>> রাহুল দ্রাবিড়

করলেন। একরাশ বিস্ময়ের ঘোর নিয়ে হতাশভাবে আম্পায়ারের দিকে তাকালেন অর্শদীপ। ততক্ষণে ২২ বল বাকি থাকতে ২ উইকেট ম্যাচ ও ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে সিরিজ জয়ের উৎসব শুরু হয়ে গিয়েছে অস্ট্রেলিয়া শিবিরে।

হওয়ারই কথা উৎসব। প্রায় দ্বিতীয় সারির দল নিয়ে টিম ইন্ডিয়াকে টানা দুই ম্যাচে হারানোর কৃতিত্বের জন্য উৎসব করতেই পারেন অজিরা টস জেতা থেকে শুরু করে ক্রিকেট স্ক্রিল, সবেতেই আজ নিখঁত ছিল মিচেল মার্শের দল। তুলনায় টিম ইন্ডিয়ার পারফরমেন্স হতাশায় ভরা অনেকটা পারথের অ্যাকশন রিপ্লে টিম ইন্ডিয়ার ক্রিকেটে। 'বদরোগ হিসেবে হাজির ক্যাচ ফেলার ঘটনাও। ম্যাথ শর্টের (৭৪) ব্যক্তিগত ২৩ ও ৫৫ রানে অক্ষর প্যাটেল ও মহম্মদ সিরাজরা যে ক্যাচ ছেড়েছেন, তারপর ম্যাচ জেতার কথা ভাবাই অপরাধ। জোডা ক্যাচ মিসই ডুবিয়ে দিয়ে গেল আজ টিম ইন্ডিয়াকে।

টসে হেরে ব্যাট করতে নেমে অ্যাডিলেডের বাইশ গজে কখনোই স্বস্তিতে ছিলেন না ভারতীয় ব্যাটাররা।

কোহলিরা (০) ফের ব্যর্থ। শ্রেয়স আইয়ারকে (৬১) নিয়ে প্রাক্তন অধিনায়ক রোহিত শর্মা (৭৩) যদি ১১৮ রানের পার্টনারশিপটা না করতেন, তাহলে ২৬৪/৯ স্কোরে পৌঁছাতে পারত না ভারত। অক্ষরও (৪৪) ব্যাট হাতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু দলের রানটা অন্তত তিনশোর ঘরে পৌঁছে দিতে পারেননি তিনি। জবাবে রান তাড়া করতে নেমে ২২ বল বাকি থাকতে ২৬৫/৮

করে অনায়াস জয় অজিদের। সিরিজ শুরুর আগে থেকে অস্টেলিয়া দলের তরফে বলা হচ্ছিল ভারতের বিরুদ্ধে সাদ বলের সিরিজের

অ্যাসেজের প্রস্তুতি সারবেন তাঁরা। অ্যাসেজের প্রস্তুতি মার্শদের কতটা হল, সময় তার জবাব দেবে। কিন্তু তার আগে শুভমান-গৌতম গম্ভীরদের টিম ইন্ডিয়ার প্রস্তুতি নিয়ে নতুনভাবে ভাবতেই

হবে। পারথে হারের পরই মাঠের

ধারে ব্যর্থতার ময়নাতদন্তের বৈঠক

করেছিলেন কোচ গম্ভীর। আজও

বোলিং কোচ মর্নি মরকেল, সহকারী

রায়ান টেন ডোসেটদের নিয়ে বৈঠক

সমাধান পেলেন কি? জবাব জানে না দুনিয়া। 'রোকো' জুটির আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আকাশে কালো ঘনঘটা

সিডনিতে সিরিজের শেষ একদিনের

ম্যাচের আগে দলের সমস্যা ও তার

আরও বাড়ল কি? পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে

অধিনায়ক ওডিআইয়ে গত ১০ বছরে নিজের রোহিত তাঁর 'স্টান্স' মন্তরতম অর্ধশতরানের পথে বদল করেছিলেন। রোহিত শর্মা। বৃহস্পতিবার। পরিচিত আগ্রাসী

ব্যাটিংয়ের ছন্দ থেকে বেরিয়ে ঠুকঠুকে, ঘুমপাড়ানি ব্যাটিং করলেন। দলকে ভরসা দেওয়ার মবিয়া চেষ্টা কবে গেলেন। পবে গিয়াব বদলে আগ্রাসনও দেখালেন। ১৩০ মিনিট উইকেটে থেকে ৯৭ বলে ৭৩ রানের ইনিংসে রোহিত দেখিয়েছেন ধৈৰ্য, স্কিল, ইনটেন্ট ঠিক থাকলে

বারবার বৃষ্টির চোখরাঙানি ভারতীয়

লড়লেন একা রোহিত

আজ সমস্যা তৈরি করল

আডিলেডের বাইশ

গজ। শুরুতে কোহলির

হ্যাপি হান্টিং গ্রাউন্ডের'

আদর্শ ছিল না। এমন

উইকেটে বড় শট

খেলার পাশে ড্রাইভ

পরিস্থিতি বুঝে প্রাক্তন

করাও বেশ কঠিন।

বাইশ গজ

ব্যাটিংয়ের

ব্যাটারদের সমস্যায় ফেলেছিল।

রান করা সম্ভব। তাঁর মধ্যে এখনও

সেরাটা দিয়ে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু

ফের ব্যর্থ। আনকোরা জেভিয়ার

যেভাবে বিরাট আজ এলবিডব্লিউ

হয়েছেন বিরাট, সেটা একেবারেই

কোহলিসুলভ নয়। টানা দুই ম্যাচে রানের খাঁতা না খোলার নজিরও

গডলেন। মিচেল স্টার্ক (৬২/২),

স্কিলফুল বোলার। কিন্তু স্টার্কদের

অখ্যাত বারলেটের

সামনে উইকেট

এখানেই শেষ নয়।

দল অপরিবর্তিত রেখে

কলদীপ যাদবকে খেলানোর কুথা

ভাবলেনই না, সেখানে অস্ট্রেলিয়া

অ্যাডাম জাম্পাকে (৬০/৪) দলে

ফিরিয়ে এনে প্রমাণ করে দিয়েছে

অ্যাডিলেডের বাইশ গজে রিস্ট

স্পিনাররাই রাজা। জাম্পা ম্যাচের

সেরাও নিবাচিত হয়েছেন আজ।

প্রথম একাদশে নেই, সেই

প্রশ্ন উঠেছে প্রবলভাবে। শশী

করেছেন। জাম্পার সাফল্যের

পড়েছে বিষয়টা। কিন্তু কোচ

ব্যর্থ হলেও আজ অ্যাডিলেড

লড়াকু ৭৩ রানের ইনিংসের

দিনে আরও বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে

গম্ভীরকে বোঝাবে কেং পারথে

মাধ্যমে নিজের আত্মবিশ্বাস ফিরে

পেয়েছেন হিটম্যান। অজিদের রান

তাড়ার সময় বারবার শুভমানকে

পরামর্শ দেওয়ার পাশে দলের

বোলারদেরও বড দাদার মতো

আগলে রাখছিলেন হিটম্যান।

কিন্তু তারপরও সাফল্য অধরা

হয় 'রোকো'-দের।

টিম ইন্ডিয়ার। শনিবার সিডনিতে

হোয়াইটওয়াশের লজ্জায় না পডতে

থারুরও কুলদীপের হয়ে সওয়াল

কুলদীপ কেন টিম ইন্ডিয়ার

উপহার দিলে দলের

সমস্যা তো বাড়বেই।

গম্ভীর-শুভমানরা যেখানে

জোশ হ্যাজেলউডরা (২৯/০)

বরাবরই অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও

সামলে দেওয়ার পর শুরুতেই

বারলেটের (৩৯/৩) বলে

নয়া অধিনায়ক শুভমান হতাশ করেছেন। পয়া মাঠে কিং কোহলিও

ক্রিকেট বাকি রয়েছে। শ্রেয়সও



৫৫ রানে ম্যাথু শর্টের ক্যাচ ফেলেছিলেন মহম্মদ সিরাজ। যা ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট হয়ে দাঁড়ায়। অ্যাডিলেডে।

ওডিআইয়ে প্রথমবার টানা দ্বিতীয় শূন্য বিরাটের

কোহলির 'শেষের কবিতা'-র ইঙ্গিত

অনুশীলনে দুর্দান্ত। আসল পরীক্ষায় ডাহা ফেল!

বিরাট কোহলির হলটা কী? তিনি কি তাঁর কেরিয়ারের শেষটা দেখতে পেয়ে গিয়েছেন? নাকি তিনি বুঝতে পারছেন না, শারীরিকভাবে দারুণ ফিট থাকলেই ক্রিকেট খেলা চালিয়ে যাওয়া যায় না।? দরকার পড়ে ম্যাচ প্র্যাকটিসের। সঙ্গে ক্রিকেটীয় স্কিলেরও।

কোহলির মনের অন্দরে ঠিক কী চলছে এখন? আপাতত জানার কোনও উপায় নেই। কিন্তু ২২৪ দিন পর আন্তজাতিক ক্রিকেট খেলতে নেমে বিরাট দুই ম্যাচে জোড়া শূন্য করবেন, কেউ কখনও ভেবেছিল বলে মনে হয় না। পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে

একদিনের ক্রিকেটে কোহলির জোড়া শুন্য দেখব, ভাবিনি

ইরফান পাঠান

কখনও। আমি বিস্মিত।

চলতি একদিনের সিরিজের প্রথম ম্যাচে বিরাট করেছিলেন ৮ বলে ০। আজ পছন্দের, পয়া অ্যাডিলেড ওভালের মাঠে ফের ০ করলেন কোহলি। উইকেটে টিকলেন মাত্র ৪ বল। পারথে মিচেল স্টার্ক, জোশ হ্যাজেলউডদের সামনে বারবার বিব্ৰত হয়েছিলেন তিনি। আজ পয়া অ্যাডিলেড ওভালের মাঠে কোহলির পথে কাঁটা বিছিয়ে দিলেন অখ্যাত জেভিয়ার বার্টলেট। ভারত অধিনায়ক শুভমান গিল আউট হওয়ার পর মাঠে নেমেছিলেন বিরাট। উলটোদিকে ছিলেন রোহিত শর্মা। রোকো জুটিকে

প্রথম দুই ডেলিভারি ছেড়ে দিয়েছিলেন কোহলি। মনে করা হয়েছিল, আজ ব্যাটিং নিয়ে একটু বেশিই সতর্ক তিনি। বার্টলেটের তিন নম্বর ডেলিভারি ডিফেন্স করেন শেষবারের জন্য বেরিয়ে যাচ্ছিলেন

নিয়ে তখন জল্পনা চরমে।

বিরাট। ঠিক পরের ডেলিভারি পিচে পড়ে ভেতরের দিকে ঢুকে আসে। বলের লাইনের দিশা পাননি প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। সরাসরি তাঁর প্যাডে আছড়ে পড়ে বার্টলেটের ডেলিভারি। আম্পায়ার আউটের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন দ্রুত। নন-স্ট্রাইকার এন্ডে থাকা রোহিতের সঙ্গে আলোচনা করে প্যাভিলিয়নে ফিরে যান বিরাট। পরে রিপ্লেতে দেখা যায়, আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত সঠিক।

জোড়া একদিনের ম্যাচে টানা দ্বিতীয় শূন্য করে নয়া নজির গড়লেন কোহলি। তাঁর দীর্ঘ কেরিয়ারে একদিনের ম্যাচে এমন ঘটনা প্রথম। একরাশ হতাশা নিয়ে ব্যাট হাতে যখন প্রিয় অ্যাডিলেড থেকে

কোহলি. তখন অভিবাদন জানান। বিরাটও গ্লাভস তুলে দর্শকদের গুডবাই জানান। তাঁর এই গুডবাই জানানোর দৃশ্য ক্রিকেটমহলের পাশে সমাজমাধ্যমেও বিরাটের 'শেষের কবিতার' ইঙ্গিতপূর্ণ বিদায় হিসেবে ধরে নেওয়া হয়েছে সিডনিতে সিরিজের শেষ একদিনের ম্যাচে কোহলি খেলবেন কি না, কোচ গৌতম গম্ভীর তাঁকে ফের একটা সুযোগ দেবেন কি না, সেই প্রশ্ন ও জল্পনাও এখন শুরু হয়ে গিয়েছে। ইরফান পাঠানের মতো প্রাক্তন ক্রিকেটার বিস্মিত হয়ে সমাজমাধ্যমে লিখে ফেলেছেন. 'একদিনের ক্রিকেটে জোড়া শূন্য দেখব, ভাবিনি কখনও।

আমি বিস্মিত।'



বাংলার অনুশীলনে শাহবাজ আহমেদ। ছবি : সিএবি মিডিয়া

কলকাতায় ফিরলেন সামি

গুজরাট ম্যাচে নামতে চলেছেন শাহবাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ অক্টোবর : বাংলার হয়ে শেষ ম্যাচ খেলেছেন গত ডিসেম্বরে। লখনউ সুপার জায়েন্টসের হয়ে আইপিএলের আঙিনায় শেষ ম্যাচ খেলেছেন গত ২৭ মে। মাঝের সময়ে চোটের কারণে মাঠের বাইরে থাকা।বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে রিহ্যাব করা। চোট সমস্যা কাটিয়ে আপাতত ফিট বাংলার অলরাউন্ডার শাহবাজ আহমেদ। গতকাল রাতে কলকাতায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। আজ সকালের ইডেন গার্ডেন্সে বাংলা দলের অনুশীলনে প্রথমে ফিটনেস পরীক্ষা দিলেন। সফলও হলেন। পরে বাংলা দলের নেটে অন্তত আধ ঘণ্টা ব্যাটিং সারলেন। বোলিংও করলেন। তাঁকে দেখে চোটের কোনও সমস্যা রয়েছে বলে মনে হয়নি। বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্রাও আশাবাদী শনিবার থেকে ইডেনে শুরু হতে চলা গুজরাটের বিরুদ্ধে রনজি ম্যাচে শাহবাজকে দলে পাওয়ার ব্যাপারে। লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'শাহবাজ ফিট। ওকে গুজরাট ম্যাচে খেলানোর পরিকল্পনা রয়েছে আমাদের। শাহবাজের মতো অভিজ্ঞ দলে থাকলে নিশ্চিতভাবেই আমাদের ভারসাম্য বাড়বে।

শাহবাজের প্রত্যাবর্তন বাংলা দলের অন্দরে খুশির পরিবেশ তৈরি করেছে। গতকাল রাতে কলকাতায় পৌঁছে আজ সকালের অনুশীলনে ছিলেন আকাশ দীপও। তাঁকেও দারুণ ছন্দে বাংলার নেটে বোলিং করতে দেখা গিয়েছে। নয়াদিল্লি থেকে আজ দুপুরের দিকে কলকাতায় পৌঁছে গিয়েছেন মহম্মদ সামিও। তিনি শুক্রবার দলের সঙ্গে অনুশীলন করবেন। জানা গিয়েছে, গুজরাটের বিরুদ্ধে ম্যাচে টিম বাংলায় একটিই পরিবর্তন হতে চলেছে। বিশাল ভাট্টির বদলে খেলবেন শাহবাজ। চার পেসারের স্ট্র্যাটেজিই বজায় রাখছে বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট। উত্তরাখণ্ড ম্যাচ যে পিচে খেলা হয়েছিল, ঠিক তার পাশের উইকেটে হওয়ার কথা গুজরাট ম্যাচ। পিচে ঘাস রয়েছে। তবে সবুজ উইকেট নয়। বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'পিচ নিয়ে না ভেবে আমাদের মাঠে সেরাটা দিতে হবে। পথ চলার এখনও অনেক বাকি।'

ক্যাচ মিসকে দুষছেন গিল ভারতীয় দলের জন্য প্রাপ্তি হল

ভেবেছিলেন সিরিজে সমতা ফেরাবেন। ভেবেছিলেন জয়ের সর্ণিতে ফির্বেন।

স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে। পরিকল্পনাও ভেস্তে গিয়েছে ভারত অধিনায়ক শুভমান গিলের। স্বাভাবিকভাবেই ज्यािफल्लरफ्त भार्क जरम्हेिनशात বিরুদ্ধে টানা দুই ম্যাচের সঙ্গে সিরিজ হারের ধাকায় বিরক্ত ভারত অধিনায়ক। খেলা শেষের পর পরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে শুভমান স্বীকার করে নিয়েছেন, গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ম্যাথু শর্টের জোড়া ক্যাচ মিস ফারাক গড়ে দিয়েছে। এভাবে ক্যাচ মিস করলে ম্যাচ জেতা যায় না, এমন কথাও শোনা গিয়েছে ভারত অধিনায়কের গলায়। অক্ষর প্যাটেল ও মহম্মদ সিরাজ শর্টের যে ক্যাচ ছেড়েছেন, সেই ক্যাচ ও দলের ফিল্ডিংকে কাঠগড়ায় তুলে গিল বলেছেন, 'আমার মনে হয় আমাদের ব্যাটাররা ভালো রানই করেছিল। কিন্তু খেলার গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ক্যাচ ফেললে, একবার নয়. একাধিকবার ক্যাচ হাতছাড়া হলে ম্যাচ জেতা কঠিন হয়ে যায়। তাছাড়া খেলা এগিয়ে চলার

স্টান্স বদলে সফল শ্রেয়স



৬১ রানের ইনিংসে দলকে ভরসা দিয়েছিলেন শ্রেয়স আইয়ার।

করাটাও সহজ হয়ে গিয়েছিল।' জোড়া ম্যাচের পাশে সিরিজ সঙ্গে অ্যাডিলেডের পিচে ব্যাটিং হারের যন্ত্রণা রয়েছে ভারতীয় এখন নিয়মরক্ষার। তার আগে

শিবিরে। শনিবার সিডনিতে সিরিজের শেষ একদিনের ম্যাচ

রোহিত শর্মার ব্যাট হাতে ছন্দ। অধিনায়ক শুভমানের কথায়, 'রোহিত অনেকদিন পর ক্রিকেটে ফিরেছে। ওর খেলায় আমরা খুশি। দলের রানের ভিত গড়ার কাজটা ওই করেছে।' হিটম্যানের সঙ্গে ভারতের রান করার প্রাথমিক কাজটা দারুণভাবে শুরু করেছিলেন শ্রেয়স আইয়ারও। রোহিত-শ্রেয়সের ১১৮ রানের জটি টিম ইভিয়ার ২৬৪ রানের ভিত গড়েছিল। যদিও ম্যাচের ফল টিম ইন্ডিয়ার পক্ষে যায়নি। শর্ট বলের দুর্বলতা কাটিয়ে শ্রেয়স কীভাবে রান পেলেন? ম্যাচ হারের পর সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে শ্রেয়স শুনিয়েছেন তাঁর নয়া 'আপরাইট স্টান্সের' কথা। শেষ কয়েক বছর ধরেই নিজের ব্যাটিং স্টান্সের উপর কাজ করছেন তিনি। সেই স্টান্স বদলের ফলেই ব্যাটে রান পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন শ্রেয়স। বলেছেন, 'আমি আচমকা কোনও কিছু করিনি। এক বছর আগে থেকেই আমি নিজের ব্যাটিং স্টান্স নিয়ে কাজ করছি। আপরাইট স্টান্স বাউন্সি পিচে আমার ব্যাটিং

ছুটছে রিয়াল, বড় জয় চেলসি-লিভারপুলের

মাদ্রিদ ও লন্ডন, ২৩ অক্টোবর : টানা তিন ম্যাচে জয়। লা লিগার পর চ্যাম্পিয়ন্স লিগেও অপ্রতিরোধ্য রিয়াল মাদ্রিদ। ঘরের মাঠে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ততীয় ম্যাচে জভেন্ডাসকে ১-০ গোলে হারিয়েছে জাভি অলন্সোর ছেলেরা। প্রথমার্ষে অবশ্য গোলের মুখ খুলতে পারেননি কিলিয়ান এমবাপেরা। ৫৭ মিনিটে জয়সূচক গোল করেন ম্যাচের জুডে বেলিংহাম।

ম্যাচের পর কোচ অলমো বলেছেন, 'চ্যাম্পিয়ন্স লিগে কোনও ম্যাচই সহজে জেতা যায় না। জুভেন্তাস ইউরোপের অন্যতম শক্তিশালী দল। শেষদিকে ওরা বেশ চাপ তৈরি করেছিল আমাদের রক্ষণে।' জুভেন্তাসের বিরুদ্ধে রিয়ালের জার্সিতে ৩০০তম ম্যাচ খেলে ফেললেন গোলরক্ষক থিবো কুর্তোয়া। আপাতত তিন ম্যাচ জিতে পয়েন্ট তালিকার পাঁচ নম্বরে রয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অপর ম্যাচে আয়াখস আমস্টারডামকে ৫-১ গোলে বিধ্বস্ত করেছে চেলসি। জয়ী দলের হয়ে গোল করেন মার্ক গিউ, মোয়েস কাইসেডো, এঞ্জো ফার্নান্ডেজ, এস্তেভাও ও তাইরিক জর্জ। ডাচ ক্লাবটির গোলটি ওয়াউট ওয়েগহর্স্টের। এই ম্যাচে চেলসির গোলদাতাদের মধ্যে গিউ. এস্তেভাও ও জর্জ 'টিনএজার'। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ইতিহার্সে প্রথমবার কোনও দলের তিনজন 'টিনএজার' স্কোরশিটে নাম

চেলসির মতো লিভারপুলও বড় জয় পেয়েছে। তারা ৫-১ গোলে হারিয়েছে এইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্টকে। রেডসের হয়ে গোল করেন হুগো একিটিকে, ভার্জিল ভ্যান ডায়েক, ইব্রাহিমা কোনাতে, কোডি গাকপো ও ডমিনিক সোবোসলাই। ফ্রাঙ্কফুর্টের গোলটি রাসমাস ক্রাইস্টসেনের।

ক্লাব ব্রাগাকে ৪-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছে বায়ার্ন মিউনিখ। জার্মান ক্লাবটির হয়ে গোল করেন লেনার্ট কারি, হ্যারি কেন, লুইস দিয়াজ ও নিকোলাস জ্যাকসন। এই ম্যাচে গোল করে জামাল মুসিয়ালাকে টপকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বায়ার্নের জার্সিতে সর্বকনিষ্ঠ গোলদাতা হয়েছেন কারি।



ফলফিল

রিয়াল মাদ্রিদ >-০ জুভেন্ডাস বায়ার্ন মিউনিখ 8-০ ক্লাব ব্রাগ চেলসি ৫-১ আয়াখস আমস্টারডাম মোনাকো ৩-৩ টটেনহাম হটস্পার অ্যাথলেটিক বিলবাও ৩-১ কারাবাগ এফকে এইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্ট ১-৫ লিভারপুল স্পোর্টিং লিসবন ২-১ মার্সেই আটালান্টা ০-০ স্লাভিয়া প্রাহা

গালাতাসারে ৩-১ বোডো/গ্লিমট

পাঞ্জাবের নয়া স্পিন কোচ বাহুতুলে

সহজ করে দিয়েছে।'

চণ্ডীগড়, ২৩ অক্টোবর আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি পাঞ্জাব কিংসের নতুন স্পিন বোলিং কোচ হলেন সাইরাজ বাহুতুলে। প্রাক্তন ভারতীয় লেগ স্পিনার দায়িত্ব **পেলেন সুনীল যোশির জায়গায়**। যিনি ২০২৩ সাল থেকে পাঞ্জাবের -স্পিন বোলিং কোচের ভূমিকায় রয়েছেন।

পাঞ্জাব সিইও সতীশ মেনন প্রাক্তন কোচ সুনীলকে বিদায় এবং বাহুতুলেকে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন, 'পাঞ্জাব কিংসের হয়ে সুনীলের অসামান্য অবদানের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। একই সঙ্গে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি বাহুতুলেকে।^{*} তিনি আরও যোগ করেছেন, 'ক্রিকেট নিয়ে বাহুতুলের ভাবনাচিন্তা, স্ট্র্যাটেজি বিশেষ করে তাঁর ঘরোয়া ক্রিকেটারদের তুলে আনার ক্ষমতা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।'

নতুন দায়িত্ব পেয়ে উচ্ছুসিত বাহুতুলের মন্তব্য. 'সামনের আইপিঁএলে পাঞ্জাবের স্পিন বোলিং কোচের দায়িত্ব সামলাতে মুখিয়ে রয়েছি। পাঞ্জাব এমন একটা ফ্র্যাঞ্চাইজি যারা ভিন্নধারার ক্রিকেট খেলে এবং দলের মধ্যে প্রচুর সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি আমি।'

শুধু সংখ্যা দিয়ে রোকো-কে মাপা ভুল : চ্যাপেল

অ্যাডিলেড, ২৩ অক্টোবর : চলতি অস্ট্রেলিয়া সিরিজের পরই কি দুইজন আন্তজাতিক কেরিয়ারে দাঁড়ি টানবেন? জল্পনা ক্রমশ ডালপালা মেলছে। বুধবার অজিদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ওডিআইয়ে রোহিত শর্মা ৭৩ রান করলেও চার বলের ইনিংসে খাতা খোলার আগেই বিরাট কোহলি সাজঘরে ফেরেন। গত ম্যাচে রোহিত ব্যর্থ হয়েছিলেন। বিরাট কেরিয়ারে প্রথমবার টানা দুই ম্যাচে শূন্য রানে আউট হলেন। যদিও 'রোকো' জুটিকে শুধু পরিসংখ্যান দিয়ে মাপতে নারাজ অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক গ্রেগ চ্যাপেল।

এদিন রোহিতের ফর্মে ফেরার চেষ্টা আনন্দ দিলেও বিরাট-ব্যর্থতায় হতাশ হয়েছেন গুরু গ্রেগ। অস্ট্রেলিয়া-ভারতের দ্বিতীয় ওডিআই দেখার ফাঁকে একটি সংবাদমাধ্যমে নিজের কলামে টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন হেডস্যর গ্রেগ লিখেছেন, 'বিরাট-রোহিতকে শুধুমাত্র সংখ্যা দিয়ে মাপতে যাওয়া ভল। এখন ক্রিকেট দুনিয়া অনেক এগিয়ে গিয়েছে। নতুন নতুন নাম উঠে আসছে। শুভমান গিলের



ব্যাটে রান না এলেও অর্শদীপ সিংয়ের সঙ্গে খুনশুটিতে বিরাট কোহলি।

মতো তরুণরা দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। কিন্তু রোহিত-কোহলির তৈরি করা সোনালি অধ্যায় শুধুমাত্র রেকর্ডবুকে নয়, প্রতিটা ক্রিকেটপ্রেমীর মনে চিরকাল থেকে যাবে।' টিম ইন্ডিয়ার কোচের পদ থেকে গ্রেগ সরে দাঁড়ানোর পর বিশ্ব ক্রিকেটে বিরাট-রাজ শুরু হয়েছে। গত দেড় দশকে বিরাট-রোহিত ভারতীয় দর্শকদের একঝাঁক স্মরণীয় মুহূর্ত উপহার দিয়েছেন। বিরাট শুধু ভারতের নয়, বিশ্ব ক্রিকেটেরই মুখ হয়ে উঠেছিলেন। যার জন্য গ্রেগের চোখে বিরাট শুধুমাত্র একজন ব্যাটার নন। চ্যাপেল বলেছেন, 'আমার কাছে কোহলি শুধু একজন ব্যাটার নয়। ও হল বিশ্ব ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটি চালিকাশক্তি। ও মাঠে ব্যাট হাতে এমন সব ইনিংস খেলেছে, যেগুলি অনেকট ক্রিকেটার স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। ভারতের ওডিআই দলকে হোম ও অ্যাওয়ে সিরিজে আরও ক্ষরধার, ফোকাসড করে তোলার মল কারিগর ছিল বিরাট। কোহলির আগেও একাধিক কিংবদন্তি এসেছে। কিন্তু বাকিদের থেকে কোহলি আলাদা কারণ, ওকে শুধু সংখ্যা দিয়ে মাপা ভুল। বিরাট নিজেও কখনও পরিসংখ্যান নিয়ে ভাবেনি। বরং অধিনায়ক ও ক্রিকেটার হিসেবে দলের সাফল্যই ওর কাছে প্রাধান্য পেয়েছে। বিরাটের মূলধন হল ঐতিহ্য, সংখ্যা নয়। বিরাটের আবেগ, রানের খিদে বারবার মনে করিয়ে দেয় যে ক্রিকেট শুধু সংখ্যার খেলা নয়।'

রোহিতের ক্রিকেটীয় জার্নিতেও মুগ্ধ গ্রেগ। বলেছেন, 'রোহিত ধীরে ধীরে মহান ক্রিকেটার হওয়ার দিকে এগিয়েছে। কেরিয়ারের শুরুতে দলে জায়গা পাকা করতে সমস্যায় পড়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে নিজের স্কিলকে উন্নত করে সাদা বলের ক্রিকেটে বিশ্বের অন্যতম সেরা হয়েছে। ওর ক্রিকেটীয় জার্নি বাকিদের কাছে অনুপ্রেরণা।' বিশেষজ্ঞদের মতে, ২০১৩ সালে সাদা বলের ক্রিকেটে মিডল অর্ডার থেকে ওপেনিংয়ে আসাই রোহিতের কেরিয়ারের টার্নিং পয়েন্ট। গ্রেগের গলায়ও একই সুর শোনা গিয়েছে। তিনি বলেছেন, '২০১৩ সালটা রোহিতের কেরিয়ারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বছর ছিল। ওডিআইয়ে ওপেন করতে নেমে ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শতরান করে। তারপর আর পিছনে তাকাতে হয়নি রোহিতের। এরপর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ডাবল সেঞ্চুরি, একের পর এক শতরান। টেকনিকের পাশাপাশি আত্মবিশ্বাসেও পরিবর্তন এসেছিল রোহিতের মধ্যে। যা ওকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে।'



টি২০ দলে ফিরলেন বাবর

লাহোর, ২৩ অক্টোবর : দীর্ঘ দশ মাস পর পাকিস্তান টি২০ দলে প্রত্যাবর্তন করছেন বাবর আজম।

এশিয়া কাপে পাক বাহিনীর হতাশাজনক পারফরমেন্সের পরই জল্পনা শুরু হয়েছিল, এবার হয়তো টি২০ দলে ফেরানো হবে বাবরকে। সেই জল্পনাই সত্যি হল। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে আসন্ন টি২০ সিরিজ ও শ্রীলঙ্কা-জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে ত্রিদেশীয় টি২০ সিরিজের জন্য বহস্পতিবার ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। এই দুই সিরিজের দলেই রয়েছেন বাবর। আগামী বছর টি২০ বিশ্বকাপ। সেই কথা মাথায় রেখেই সম্ভবত বাবরকে ফেরানোর সিদ্ধান্ত পিসিবি-র। তবে দলের নেতৃত্ব থাকছে সলমন আলি আঘার হাতেই।

জিতে সিরিজ ড্র প্রোটিয়াদের

রাওয়ালপিন্ডি, ২৩ অক্টোবর : পাকিস্তানকে দ্বিতীয় টেস্টে ৮ উইকেটে হারিয়ে সিরিজ ১-১ ব্যবধানে ড্র রাখল দক্ষিণ আফ্রিকা।

রাওয়ালপিন্ডি টেস্ট জেতার পর প্রোটিয়া অধিনায়ক আইডেন মার্করাম বলেছেন, 'পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্টে জয় ভারত সফরের আগে আমাদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছে। এই সিরিজে আমাদের স্পিনাররা দুরন্ত পারফরমেন্স পাকিস্তানের বিরুদ্ধে করেছে।' সিরিজে ৪০টির মধ্যে টেস্ট ৩৫টি উইকেটই গিয়েছে প্রোটিয়া স্পিনারদের দখলে।

বহস্পতিবার ম্যাচের চতুর্থ দিনে দ্বিতীয় ইনিংসে ৪ উইকেটে ৯৪ রান হাতে নিয়ে খেলতে নামে পাকিস্তান। প্রোটিয়া স্পিনার সাইমন হার্মারের (৭৯/৬) স্পিন জাদুতে মাত্র ১৩৮ রানেই শেষ হয় পাক দলের ইনিংস।

প্রথম ইনিংসে পাকিস্তান করেছিল ৩৩৩ রান। জবাবে দক্ষিণ আফ্রিকা সংগ্রহ করে ৪০৪ রান। ফলে প্রথম ইনিংসে ৭১ রানে এগিয়ে ছিল প্রোটিয়া ব্রিগেড। যে কারণে দ্বিতীয় ইনিংসে তাদের জয়ের লক্ষ্যমাত্রা দাঁডায় মাত্র ৬৮ রান। ফলে মাত্র ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষে পৌঁছে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা।

গ্রভাগ্র



🕑 অনর্ঘ মজুমদার : আজ তোমার জন্মদিন, মা-বাবার সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ভালো করে থেকো, অতিতের কথা মনে হলে দাদাকে মনে রেখো। 'দাদা', জলেশ্বরি,

রনজিতে জাদেজা

রাজকোট, ২৩ অক্টোবর : রনজি ট্রফিতে মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে সৌরাষ্ট্রের হয়ে খেলতে দেখা যাবে তারকা অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাদেজাকে। খেলাটি হবে ২৫ অক্টোবর রাজকোটে। এই মাঠে গত সপ্তাহে সৌরাষ্ট্র-কণটিক ম্যাচে ৩৫টি উইকেটের মধ্যে ৩১টি গিয়েছিল স্পিনারদের ঝুলিতে। তার মধ্যে সৌরাষ্ট্রের স্পিনার ধর্মেন্দ্রসিং জাদেজা ১০টি উইকেট পেয়েছিলান। এবার তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্র জাদেজা জুটি বাঁধছেন। ফলে দুই জাদেজার 'স্পিন জাদু' দেখার অপেক্ষায়

ক্রিকেটে দলবদল

তুফানগঞ্জ, ২৩ অক্টোবর মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেট লিগের জন্য দইদিনের দলবদল শনিবার শুরু হবে। সংস্থার সচিব চানমোহন জানিয়েছেন, নাম নথিভুক্তকরণ প্রক্রিয়া চলবে শনিবার দুপুর ২টা-৪টা ও রবিবার সকাল ১১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত। নাম প্রত্যাহার করা যাবে রবিবার বিকাল ৩টা-সাড়ে ৩টা পর্যন্ত।

यूतयूति (भकाष গোয়ায় মোহনবাগান

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

মারগাঁও, ২৩ অক্টোবর : 'ছুটি কাটাতে

প্রশ্নটা করেই স্বভাবসিদ্ধ মজাদার হাসি। জেসন কামিন্সের পাশে বসে তখন পরিবারের সঙ্গে ভিডিও কলে কথা বলতে ব্যস্ত দিমিত্রিস পেত্রাতোস। চুপচাপ পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করছেন জেমি ম্যাকলারেনও। কিন্তু কামিন্স চুপ করে থাকার লোক নন।চেনা সাংবাদিক দেখতেই মজা করার মেজাজে তখন তিনি। তাঁকে বলা গেল, 'আপনারা যদি ছটি কাটাতে যান, তাহলে আমরাও ছুটিতেই থাকব।' তুরন্ত জবাব, 'আমার তা সবসময়ই ছুটির মেজাজ।' পাশে বসে মুচকি হাসি দেখা গেল চিরকালের গুরুগম্ভীর দিমির মুখেও। কামিন্স তো হাসিখুশিই থাকেন। কিন্তু এদিন দিমির মেজাজ দেখলেই বোঝা যাবে, কতটা স্বস্তিতে আছেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ফুটবলাররা। লম্বা আড়াই ঘণ্টার উড়ান। আপুইয়ার মতো কেউ কেউ পুরো সময়টা ঘুমিয়ে কাটালেন, তো আবার লিস্টন কোলাসো, সাহাল আব্দল সামাদদের দেখা গেল নিজেদের ট্যাবে সিনেমা-সিরিজ দেখে নিতে। তার মধ্যেই গোয়ার ছেলে বলেই ব্রাইসন ফার্নান্ডেজের জন্য গর্বিত লিস্টন 'ব্রাইসনের গোলটা দেখলেন?' সবাইকেই কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছোতে হয়েছে সাতসকালে। তবু প্রত্যেকের হাসিমুখ নজরে এল ডাবোলিম বিমানবন্দর থেকে বাসে করে হোটেলে রওনা দেওয়া পর্যন্ত। এমনকি ছবির জন্য 'একটু দাঁড়াবেন,' বলা মাত্রই পোজ দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছেন



গোয়ার ভাবোলিম বিমানবন্দরে নামার পর দিমিত্রিস পেত্রাতোস ও জেসন কামিন্স। ছবি : প্রতিবেদক

চুপচাপ ধরনের মানুষ বলে মনে হল। হয়তো এখনও দলের সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব তেমন গড়ে ওঠেনি। সেই তিনিও গোয়া পূৰ্তুগিজ কলোনি ছিল শুনে উত্তেজিত। গোয়ার বহু মানুষ পর্তুগিজে কথা বলতে পারেন শুনে তো আপ্লুত তিনি। বলে ফেলেন, 'দেখি যদি আমার ভাষায় কথা বলার কাউকে খুঁজে পাই।' তবে স্ত্রীকে কেউ মাথা ঘামাতে নারাজ। সকলেরই ফুটবলাররা। রবসন রোবিনহো অত্যন্ত সঙ্গে করে নিয়ে আসা কোচ অবশ্য হালকা ফোকাস এখন 'মিশন সুপার কাপে।'

হাসি ও সৌজন্য বিনিময় ছাড়া বাড়তি কথা বলায় নেই। বরং তাঁকে খানিক চিন্তিতই লাগে। সম্ভবত সুপার কাপের জন্য মনে মনে ছক কষা শুরু করে দিয়েছেন। কারণ তিনি জানেন, এই সর্বভারতীয় টুর্নামেন্টে ব্যর্থ হলে ফের সবাই ভুলে যাবে আইএফএ শিল্ডের সাফল্য। ফের ইরান না যাওয়ার সেই ক্ষত থেকে রক্ত চুইয়ে পড়তে শুরু

তাছাড়া গ্রুপেই আছে প্রধান প্রতিপক্ষ ইস্টবেঙ্গল। যারা আবার দিন কয়েক আগেই এখানে এসে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা এটাও ভুলছেন না, কলকাতা ডার্বির মতো ঝামেলার ম্যাচ ফের ১২-১৩ দিনের মধ্যে খেলতে হবে। সবমিলিয়ে কোচের আর হাসিমজা করার সময় কোথায়? এদিনটা তিনি অনুশীলনে ছুটি দিলেও রিসর্টের লনে হালকা গা ঘামানো থেকে রেহাই পেলেন না ফুটবলাররা। এখানে তিন ম্যাচ মিলিয়ে গোটা পাঁচেক ট্রেনিং সেশন পাচ্ছেন। তবে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন সব ক্লাবকে সম্ভুষ্ট রাখতে গিয়ে কাউকেই এক মাঠে অনুশীলনের সুযোগ দিচ্ছে না। ইস্টবেঙ্গলকে যেমন প্যাক্স অব নাগোয়া ছাড়া এদিন দিয়েছে সালভাদোর দ্য মুন্ডো, তেমনি মোহনবাগান প্রথম দইদিন পাচ্ছে উতোরদা আর ভারকার মাঠ। দল থাকছে বেনোলিমের এক পাঁচতারা অভিজাত রিসর্টে। সেখান থেকে বেনোলিমের মাঠ সবথেকে কাছে। ডার্বির আগেই মিলবে সেই মাঠ, জানালেন দলের ম্যানেজার অভিযেক ভট্টাচার্য। তবে আপাতত মাঠ বা অন্যান্য কোনও সমস্যা নিয়েই মোহনবাগান শিবিরে

প্রতীকার ব্যাটে সেমিতে ভারত

ভারত-৩৪০/৩ নিউজিল্যান্ড-২৭১/৮ (ডিএলএস নিয়মে ভারত ৫৩ রানে জয়ী)

নভি মুম্বই, ২৩ অক্টোবর : জিতলেই পাকা সেমিফাইনালের টিকিট। আবার হারলেও সামনে থাকবে শেষ চারে

মহিলাদের ওডিআইয়ে সবাধিক শতরান

শতরানের সংখ্যা ব্যাটার মেগ ল্যানিং 36 স্মতি মান্ধানা সুজি বেটস 20 ট্যামি বিউমন্ট ১২ ন্যাট স্কিভার-ব্রান্ট

যাওয়ার আরও একটি সুযোগ। এমন অঙ্ক নিয়ে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই দাপট দেখালেন ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের ওপেনার স্মতি মান্ধান ও প্রতীকা রাওয়াল। তাঁদের তৈরি মঞ্চে বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে ডাকওয়ার্থ-লুইস-স্টার্ন নিয়মে নিউজিল্যান্ডকে ৫৩ রানে হারিয়ে

সেমিফাইনালে উঠল ভারত। ওপেনিং জুটিতেই দ্বিশতরান তোলেন



ওডিআই কেরিয়ারের ১৪তম শতরানের পর স্মৃতি মান্ধানা। বৃহস্পতিবার।

স্মতি-প্রতীকা। শতরান করে স্মতি (১০৯) যখন ফেরেন স্কোরবোর্ডে তখন ২১২ রান। যা মহিলাদের বিশ্বকাপে যে কোনও উইকেটে ভারতের সবাধিক জুটি।

ওডিআই কেবিয়াবের ১৪তম এবং চলতি বিশ্বকাপে ভারতের প্রথম শতরান এল স্মৃতির ব্যাট থেকে। মহিলাদের ওডিআইয়ে দ্বিতীয় সবাধিক শতরান হয়ে

গেল স্মৃতির। তিনি ইনিংস সাজান ১০টি বাউন্ডারি ও ৪টি ছক্কায়। চলতি বিশ্বকাপে সবাধিক রানের মালিকও এখন স্মৃতি (৩৩১ রান। তাঁকে যোগ্য সংগত দিয়ে নিজের দ্বিতীয় ওডিআই শতরান করেন প্রতীকা (১২২)। স্মৃতি ফিরে যাওয়ার পর রং ছড়ালেন জেমিমা রডরিগেজ। এক ম্যাচ পর দলে ফিরেই তিনি অর্ধশতরান হাঁকালেন (৫৫ বলে অপরাজিত ৭৬)। ৩৮ বলে তাঁর অর্ধশতরান চলতি বিশ্বকাপে ভারতের দ্রুততম। ভারতের ইনিংসের ৪৮ ওভারের পর বৃষ্টিতে খেলা বন্ধ থাকে এক ঘণ্টারও বেশি। ভারত থামে ৪৯ ওভারে ৩৪০/৩ স্কোরে। ডিএলএস নিয়মে কিউয়িদের লক্ষ্য দাঁড়ায় ৪৪ ওভারে ৩২৫।

রান তাড়ায় নেমে শুরুতেই ওপেনার সুজি বেটসকে হারায় নিউজিল্যান্ড। জর্জিয়া প্লিমার (৩০) ও সোফি ডিভাইনকে (৬) তুলে সেই চাপ বজায় রাখেন রেণুকা সিং ঠাকুর (২৫/২)। তবে রেণুকার বলে সপ্তম ওভারে বাঁ হাতের মধ্যমায় চোট পান রিচা ঘোষ। প্রাথমিক শুশ্রুষার পর কিপিং চালিয়ে গেলেও ২৩তম ওভারে উঠে যেতে বাধ্য হন তিনি। রিচার বদলে বাকি ম্যাচে কিপিং করেছেন উমা ছেত্রী। রেণুকাকে সংগত করেন ক্রান্তি গৌড় (৪৮/২), প্রতীকা (১৯/১), দীপ্তি শর্মারা (৫৭/১)। নিউজিল্যান্ড আটকে যায় ২৭১/৮ স্কোরে।

<u>ডভরের</u>

জয়ী অগ্রদৃত

কোচবিহার, ২৩ অক্টোবর সিপাহিটারি অগ্রদৃত সংঘের ৮ দলীয় সালেয়া খাতুন ও ভাগ্য বড়য়া ট্রফি ফুটবলে বৃহস্পতিবার আয়োজকরা সাডেন ডেথে ৭-৬ গোলে গোল্ডেন এফসি-কে হারিয়েছে। সিপাহিটারি অগ্রদত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে নিধারিত সময়ে স্কোর ছিল ২-২। অগ্রদূতের বাপি আলম ও মনিরুল হক গোল করেন। গোল্ডেনের গোলস্কোরার লোটাস মুর্মু ও রামজিৎ মারান্ডি। রবিবার খেলবে কোচবিহার ওয়াইবি

মারগাঁও, ২৩ অক্টোবর : অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের ঠিক করে দেওয়া মাঠের অবস্থা খারাপ। তাই নিজেদের খরচে অন্য মাঠ ভাড়া করে অনুশীলন ইস্টবেঙ্গলের।

দিন তিনেক হয়ে গেল অস্কার ব্রুজোঁ দলবল নিয়ে চলে এসেছেন গোয়ায়। আইএফএ শিল্ড ফাইনালে হারের ধাক্কা কাটিয়ে এখন পূর্ণ উদ্যমে সুপার কাপে মনোযোগী লাল-ইলুদ শিবির এবং এখানে ভালো ফল করতে এতটাই বদ্ধপরিকর যে কোনও সমস্যার সঙ্গেই আপস করতে নারাজ অস্কার ও টিম ম্যানেজমেন্ট। এদিনই যেমন সকালে ফেডারেশনের ঠিক করে দেওয়া ক্যান্ডোলিমের মাঠ দেখতে গিয়ে হতাশ হন

ওই মাঠ বাতিল করে দেন অস্কার। এরপর এফসি গোয়ার নিজস্ব মাঠ সালভাদোর দ্য মন্দো ভাডা করা হয়। সেখানেই বিকেল সাড়ে চারটে থেকে অনুশীলন করে ইস্টবেঙ্গল। টিম ম্যানেজেন্টের বক্তব্য, এই মাঠেই বাকি

দিনগুলো নিজেদের প্রস্তুতি সারবে দল। তবে ঝামেলা অবশ্য এরপরেও থাকছে। তাদের সঙ্গে বিমাতৃসুলভ আচরণ করা হচ্ছে, এমনই অভিযোগ টিম ম্যানেজমেন্টের। শুধ পছন্দের মাঠই নয়, তাদের টিম বাস, এমনকি পানীয় জলের ব্যবস্থাও করা হয়নি বলে দলসূত্রের খবর। তবে এই নিয়ে ক্ষোভ থাকলেও আপাতত এসব নিয়ে কেউই মাথা না ঘামিয়ে প্রথম ম্যাচে ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাবের মহড়া নিতে তৈরি হচ্ছে অস্কারবাহিনী। যদিও

পুরো দেশি ব্রিগেড নিয়ে তবু প্রস্তুতিতে কোনও খামতি রাখতে নারাজ অস্কার। এদিন কোনও দল করে খেলা বা ট্যাকটিকাল অনুশীলনে না গিয়ে মূলত শারীরিক সক্ষমতা বাড়ানোতেই নজর দেওয়া হল। ব্যাম্বোলিমের জিএমসি স্টেডিয়ামে নামার আগে শুক্রবারই হয়তো নিজেদের শেষ প্রস্তুতিতে ছক সাজিয়ে নেবেন কোচ। যা এদিন রেখেঢেকেই রাখলেন। তবে সুখবরও আছে সমর্থকদের জন্য। ইস্টরেঙ্গলের ম্যাচগুলি সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা করেছে

ফেডারেশন

এফসি এবং ধালাঝোরা টি এস্টেট। ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির



একজন বাসিন্দা কুমারেশ কপাট - কে ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য 24.07.2025 তারিখের দ্র তে ভিয়ার শটারিকে ধন্যবাদ জানাই।"

পশ্চিম মেদিনীপুর-এর এক বাসিন্দা নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "বড় স্বপ্ন এবং সীমিত সামর্থ্যের একজন যুবক হিসেবে, এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জয়লাভের মাধ্যমে এমন এক দরজা খুলে দিয়েছে যা আমি কখনও কম্পনা করিনি। এটি আমাকে জীবনের চ্যালেঞ্চগুলো মোকাবিলা করার শক্তি জুগিয়েছে। জীবন বদলে দেওয়ার জন্য এবং আমার মতো সাধারণ মানুষকে পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিম মেদিনীপুর - এর বিকশিত হওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য

সাপ্তাহিক লটারির 42K 52078 'বিজয়ীর তথ্য সরকারি ভয়েরবাইট ছেকে সংগৃহীত।

শিল্ড এল বাগানে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ অক্টোবর বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে তিনটা। আইএফএ শিল্ড এল মোহনবাগান ক্লাব তাঁবতে। তবে তা নিয়ে উত্তেজনার লেশমাত্র নেই সবুজ-মেরুন সমর্থকদের মধ্যে। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে গত শনিবার আইএফএ শিল্ড ঘরে তুলেছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। সেই সাফল্যকে সামনে রেখে এদিন বিকেলে ক্লাব-লনে পতাকা উত্তোলন করলেন বাগান সভাপতি দেবাশিস দত্ত ও সচিব সূঞ্জয় বসু। এদিন শিল্ড যখন মোহনবাগান তাঁবুতে ঢুকল ক্লাব চত্ত্বর তখন শুনসান। পরে অল্প ভিড় জমলেও উপস্থিতির সংখ্যা একশোর বেশি হবে বলে মনে হল না। অন্য সময় এমন দিনে ভিড় সামলাতে হিমসিম খেতে হয় নিরাপত্তারক্ষীদের। সেই উন্মাদনা একেবারে উধাও। ফলে একটা বিষয় স্পষ্ট, শিল্ড জয়ও সবুজ-মেরুন সমর্থকদের ক্ষোভের আগুন নেভাতে পারেনি। একথা স্বীকার করতে দ্বিধাবোধ করলেন না মোহনবাগান সচিব সূঞ্জয় বসুও। তিনি বলেছেন, 'সমর্থকদের ক্ষোভ রয়েছে। তা অস্বাভাবিক বলব না। তবে ওদের অনুরোধ করব শিল্ড জয়ের আনন্দে শামিল হতে।' বিক্ষুব্ধ সমর্থকগোষ্ঠীর এক প্রতিনিধি অবশ্য জানালেন, তাদের দাবি যতদিন না পূরণ হচ্ছে, ততদিন প্রতিবাদ চলবে।

এদিকে আইএফএ ফেরত না নেওয়া পর্যন্ত আগামী এক মাস শিল্ড মোহনবাগান ক্লাবেই থাকছে বলে জানা গিয়েছে।

গোয়ায় এসে গর্বিত জেসুস

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

মারগাঁও, ২৩ অক্টোবর : গোয়া একটা সময়ে ছিল তাঁদেরই উপনিবেশ। যে ইতিহাস বইয়ের পাতায় কখনও পড়েছেন, সেখানকার মাটিতে পা দিয়ে রোমাঞ্চিত আল নাসের কোচ জোরগে জেসুস। গোয়ার বহু মানুষ আজও পর্তগিজ ভাষায় কথা বলেন। এমনকি বহু পুরোনো মানুষের মধ্যে কোন্ধনী নয়, পর্তুগিজ চেহারার ছাপ। এহেন জায়গায় এসে তিনি যে গর্বিত, এই কথা বলতে ভোলেন না জেসুস, 'একজন পর্তুগিজ হিসাবে অনেকটা গর্ব নিয়ে এই গোয়ায় খেলতে এসেছি। আমাদের দেশের ইতিহাসের একটা বড় অধ্যায়ের সঙ্গে গোয়ার যোগাযোগ আছে। আমাদের পূর্বপুরুষরা এখানে ছিলেন, তাঁদের কথা মনে পডছে।' এদিকে, সাদিও মানে বলে গেলেন, 'এই স্কুলিংটা সত্যি খুব ভালো। আমি তো অবাক কারণ এত মানুষ আসবে এটা প্রত্যাশার মধ্যে ছিল না। দারুণ অভিজ্ঞতা হল। প্রশংসনীয়।

